টেরেসা

দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
দিলীপ দাস

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়
১৩৭১

এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্র, জীবন
ও ঘটনা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক।

শিপ্রা আদিত্যকে

টেরেসা গ্রীন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিজেকে সোফার ওপর এলিয়ে দেয়।

সারা শরীরে ক্লান্তি যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। শাড়ি ছেড়ে জামার বোতাম খুলতে খুলতে নীচু হয়ে তাকাতে নিজেকেই চোখে পড়ে। ঐ শরীরের মধ্যেই ক্লান্তিতাকে নিঃসঙ্গ অস্বস্তিতে কুরে কুরে নিঃশেষ করতে চাইছে।

জুতো খুলে সোফার ওপর পা গুটিয়ে হাতলের ওপর ডান হাত রেখে মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে ক্লান্তি থেকে মুক্তি খোঁজে। ঐ মুক্তির চিন্তা ভাবনাগুলো শ্লথ হয়ে হয়ে ক্লান্তির সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে।

সোফাটা জানলার ধারে দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে আবার চোখ বোজে। না, কিছুতেই স্বস্তি হচ্ছে না। এই শরীরে যদি কোন এক মানুষের হাতের স্নেহের ছোঁয়া পাওয়া যেত তাহলে ক্লান্তির অবক্ষয় থেকে বেঁচে থাকার সুখ বোঝা যেত। পাদুটো ছড়িয়ে আবার চিন্তা ভাবনার ক্লান্তি মিশ্রণ অতলে তলিয়ে যায় যেন।

আকাশের শ্লেটের কালো রং প্রকৃতির নিয়মমাফিক ঘরের মধ্যে কালো করে ছেয়ে দেয়। থাক, কিছুক্ষণ কালো রঙের মধ্যে একা নিঃসঙ্গ ক্লান্তিতে ডুবে থাক। হাত তিনেক দূরে একটু উঁচুতে দেয়ালের সুইচে আঙ্গুল দিলেই ঘরের কালো রং সাদা হতে পারে কিন্তু হাত ওঠাতে ইচ্ছে করছে না।

চোখ দুটি বার বার ঘুম নয়, ঘুমের মত অবস্থায় আচ্ছন্ন করে। ঘুমের গভীরতায় ডুব দিতে ইচ্ছে করে তবু ক্লান্তির যন্ত্রণায় ঘুম হয় না। বিছানায় এলিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়া যায়। কিন্তু সোফা থেকে আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। কেমন যেন অলসতা মগ্ন করে রেখেছে। বিছানায় এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠে টেরেসা।

খোলা জানালা দিয়ে হঠাৎ আগত জলের ঝাপটা অনাবৃত পিঠাংশ ভিজিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির ঝাপটা কেমন যেন ভাল লাগে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত জলের ঝাপটা লাগাল। জানালা বন্ধ করে আলো জ্বালে।

টেরেসা তোয়ালে দিয়ে ভিজে পিঠ আর মুখ মোছে। টেলি-ভিসনের সুইচ টিপে চালু করে আলো নিভিয়ে কিছুক্ষণ দেখে। নাঃ, ভাল লাগছে না। টেলিভিসন বন্ধ করে আবার ঘরের আলো জ্বালে।

ঘর আবার আলোকিত। সোফায় নিজেকে এলিয়ে খাবে কি খাবে না চিন্তা করল। নাঃ আজ যেন আর খিদে নেই। অথচ কিছু খাওয়া দরকার নইলে শরীর টিকবে না। তবু রান্নাঘর থেকে সকালের তৈরী খাবার এনে খাওয়া, ইচ্ছে করছে না। কেমন যেন অবসাদে সারা শরীরে আলস্য।

টেরেসা হাই তুলে খাটের ওপর বিছানার দিকে তাকায়। বিছানা পরিপাটি করে পাতা যা রোজই সকালে বেরোবার আগে গুছিয়ে পেতে রেখে যায় সে।

এই নিঃসঙ্গ নরম বিছানা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

বিছানার দিকে তাকিয়ে মানসিক যন্ত্রণার অবসাদে আবার আচ্ছন্ন। এই নরম বিছানায় মোলায়েম হয়ে যাকে আশা করে সেই শিদেভ কাছাকাছি, তবু অনেক দূরের যেন। এই ঘরে, এই আলোয় এখন যার সঙ্গে অন্তরঙ্গ গল্প করতে ইচ্ছে করে সেই শিদেভ এখন কি করছে। অসংখ্য পুরুষের ভিড়ের মধ্যে শিদেভের স্পষ্ট কথাবার্তা মুগ্ধ করেছিল। ঐ মুগ্ধতার দীর্ঘতায় সাময়িক চঞ্চল না করে শিদেভকে ভাবতে বাধ্য করেছিল কিন্তু একান্ত করে চিরায়ত হতে পারছে না শিদেভকে নিয়ে। শিদেভ এখন কোথায়!

টেরেসা নিজের অনাবৃত শরীর দেখে। ঠোঁটে অস্ফুট শব্দ ফেনায়। আলো নিভিয়ে বিছানায় এলিয়ে এলোমেলো ভাবনার মধ্যে অবগাহন করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

পেটের মধ্যে গুলিয়ে ওঠে কিন্তু গ্লাসের ফিকে বাদামী রংয়ের তারল্য ফেলে দিতে পারছে না। শারীরিক ম্যাজমেজে অস্বস্তি ও মানসিক হতাশা থেকে হালকা হতে বেশ কিছুকাল পর শিদেভ মদের গ্লাসে ছোট ছোট কয়েকটা চুমুক দিয়ে অস্থির। পরিচিত এমন কেউ সামনে নেই যার সঙ্গে কথা বলে অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

ও পালিয়ে যেতে চাইল কিন্তু কেমন করে। চারপাশে এত লোক কথা বলছে, গ্লাস খালি করে আবার ভর্তি করছে, ওকে মাঝে মাঝে দেখছে, হয়ত তারা ধারণা করবে ও পরাজিত। কিন্তু পেটটা আবার গুলোচ্ছে।

ও কয়েকটা বাদাম চিবিয়ে সিগারেট ধরায়।

—হ্যাল্লো, শিদেভ যে—

ওর সামনে খ্যাতনামা কবি জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জী মদের গ্লাস হাতে নিয়ে এল।

—তুমি।

—অবাক হচ্ছ নাকি?

—না। বরং আমাকে দেখেই তোমার অবাক হবার কথা।

—তা খানিকটা ঠিক, কারণ তোমাকে তো এখানে বিশেষ দেখা যায় না।

গ্লাসে দীর্ঘ এক চুমুক দিয়ে জ্যোতিপ্রিয় একটু নড়ে চড়ে বসে।

কথা বলতে পেরে শিদেভ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেন।

এতক্ষণ একা একটু একটু চুমুকে ঐ বাদামী তরলতা ওর পেটের মধ্যে ছোট্ট একটা হ্রদের মত হয়ে তন্ত্রীগুলোকে গুলিয়ে ওকে অস্থির করে তুলেছিল।

—শিদেভ, সেদিন টেরেসার সঙ্গে আমার দেখা।

—হোয়াট।

শিদেভ হঠাৎ উত্তেজনায় চোখ বড় করে তাকাল। গ্লাসটা হাতে

নিয়ে এমনভাবে তাকাল, মনে হল, ঐ গ্লাস দিয়েই জ্যোতিপ্রিয়কে মেরে বসবে।

জ্যোতিপ্রিয় ওর হঠাৎ ক্ষিপ্ততার কারণ বুঝতে পারে না। তাহলে কি শিদেভ তার মনের মধ্যে কামনা তপ্ত চাপা লালসা আঁচ করতে পেরেছে? জ্যোতিপ্রিয় উঠে গ্লাসটা হাতে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে যেন ক্রুদ্ধ সিংহের থাবা থেকে বাঁচতে পালিয়ে অন্য এক টেবিলে চলে যায়।

জ্যোতিপ্রিয় চলে যেতে শিদেভ নিজেকে ফিরে পেয়ে নিজেকেই ব্যঙ্গ করে হাসে মৃদু। তাহলে কি ওর নেশা আরম্ভ হয়েছে? ও সিগারেটটা ফেলে আর একটা সিগারেট ধরায়।

—আরে শিদেভ যে, কেমন আছ?

পবিত্র ওর মুখোমুখি।

—তুমি পবিত্র, কিন্তু আমি—

শিদেভ চারপাশে তাকিয়ে অবাক হয় যেন। ওর চোখ মুদে আসে, একটু ঝিমুনি যেন।

আশ্চর্য, ও এখন রাস্তায় কেন! এই তো বারে ছিল, জ্যোতিপ্রিয় সেখানে ছিল, আরও অনেক লোক। আশ্চর্য, তাহলে কি ও সত্যি সত্যিই মাতাল হয়ে গেছে। না কি ও ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, না কি সত্যিই রাস্তায় ঘুরছে। কিছু ও বুঝতে পারে না। কেমন যেন অস্পষ্ট ধাঁধায় ওর মাথার মধ্যে কি যেন কুরিয়ে কুরিয়ে পাক দেয়। ও কি মৃত? নিজের নিঃশ্বাসে হাত দিয়ে অনুভব করে, না, ও মৃত নয়। তাহলে কি ও আহত? ওর কি কোন সত্তা আছে? ও কি কোন অস্তিত্বের মধ্যে আছে?

ঈশ্বর, ঈশ্বরকে ডাকে কেন, কে ডাকে? রাস্কেল, ও নিজেকে গালাগাল দেয়।

কোথা থেকে যেন বোনাসের দাবীর শ্লোগান আসে। উৎকর্ণ হয়ে শোনে। কোথা থেকে যেন বিস্ফোরণের শব্দ আসে।

পবিত্র কোথা থেকে এল ? বেশ আছে পবিত্র। চিন্তা ভাবনা থেকে শূন্য, জীবিকার সংগ্রাম থেকে হাঁফ ছেড়ে সুখী, নিটোল একটি মাস্টারীর চাকরি, স্ত্রীকে নিয়ে ঘর বেঁধে, কবিতা লেখার আসরে ক্রমশ প্রতিষ্ঠায় অহঙ্কারে সুখী।

ওর মনে হল, চার হাত পা নিয়ে ও যেন একটা দেহগত প্রবৃত্তির না মানুষ না জানোয়ার।

আবার একটা শ্লোগান, কিসের শ্লোগান, বাঁচার জন্য, চাকরীর দাবীর জন্য, তরিতরকারী মাছ মাংস ডিমের দাম কমানোর জন্য, শ্লোগান, চারদিকে শুধু শ্লোগান।

ও উৎকর্ণ হয়ে শোনে। না, ওর অস্তিত্ব থেকে ও লুপ্ত হয় নি, ওর নিজের বাঁচার দাবী আছে কি ? নিশ্চয় আছে, নইলে কে যেন কথা বলছে, চোখ দুটো জ্বালা করছে যেন।

—শিদেভ, কি হল, ঘুমোচ্ছ নাকি, একটা সিগারেট।

পবিত্র শিদেভের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দেয়।

—উ, সিগারেট !

শিদেভ যেন চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত লাফিয়ে ওঠে।

তাহলে এতক্ষণ ও স্বপ্নের মত আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। সিগারেটের পুরো প্যাকেটটা পবিত্রর হাতে দিয়ে হাই তোলে। পবিত্র একটা সিগারেট ধরিয়ে পুরো প্যাকেটটা নিজের পকেটে চালান করে আরাম করে ধোঁয়া ছেড়ে উচ্চকণ্ঠে ধন্যবাদ জানায়।

শিদেভ আবার গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাসে।

—পবিত্র, আমি কি সত্যিই মদ খেয়েছি ?

—মদ !

পবিত্র ওর ঠোঁটের কাছে নাক এগিয়ে শোঁকে। কতকটা সন্দেহের সুরে উত্তর দেয়,

—ঘ্রাণে কি বোঝা যায়, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, মানে, কেমন যেন বিস্কুট বিস্কুট গন্ধ।

—পাবে কি করে, নিজেও ত খেয়েছ।

—তা ঠিক, বাই দি বাই তোমার টেরেসার খবর কি ?

—টেরেসা এ বিউটি, হ্যাঁ, একটা সিগারেট দাও তো।

শিদেভ পবিত্রর হাত থেকে নিজের দেওয়া প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে আগুন ধরিয়ে ফিস ফিস করে বলে,

—টেরেসার কথা বলছ, ভালই আছে।

—সেদিন টেরেসাকে কার সঙ্গে যেন—

—হোয়াট।

ও হঠাৎ ক্ষিপ্ত চিৎকার করে।

মাথার মধ্যে কি একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা। ওকে কে যেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। ও কি রাস্তায় ? ও জোর করে মুদে আসা চোখ বড় করে তাকায়। না, ও রাস্তায় নেই, সেই বার, মদের গ্লাসের মৃদু শব্দ, চারপাশে লোক, সিগারেটের ধোঁয়া, হৈ চৈ, ওর সামনে গ্লাস, গ্লাসে এখনও সেই বাদামী মদ। ও আবার চারপাশে তাকায়। গ্লাসে চুমুক দেয়। চোখ ছোট হয়ে আসে।

টেরেসা, টেরেসা, এ বিউটি। নিজেকে ও টেরেসার পাশে, সামনে, পিছনে দাঁড় করায়। কিছুতেই যেন মানানসই হচ্ছে না। না না না, টেরেসাকে ভাবা বা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। ওর সঙ্গে ঐ রূপসী টেরেসার কোন তুলনা হয় না, টেরেসা শুধু মাত্র স্বপ্ন দেখা এক মেয়ে যে মেয়েকে বাস্তবে দেখা যায় না।

মনে হয়, টেরেসা দূরতম এক নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল। তার রূপ শুধু যে দেখার তা নয়, ঐ রূপ যেন স্বর্গীয় সম্পদ। ছবির মত ঘরে সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। তার রুচি তার কথাবার্তা বা তার ব্যবহার মার্জিত শুধু নয় যেন অনন্ত সমুদ্রের শান্তশ্রী গভীরতার মত। ঐ মেয়ের সংগে পরিচয়ই যেন ঘুমের স্বপ্নের মত।

ও জোর করে তাকায় কিন্তু চোখদুটো যেন খোলা থাকতে চাইছে না। চারদিকে এত অন্ধকার কেন ? বটগাছের শিকড়ের জালের মত

অন্ধকারে ও জড়িয়ে যাচ্ছে। তাহলে—ও ঢেকুর তোলে। পেটের মধ্যে গুলিয়ে গুলিয়ে একটা শব্দ হচ্ছে, অথচ শব্দটা বাইরে শোনা যাচ্ছে না। তাহলে কি ও মাতাল হয়ে গেছে? পকেটে হাত, টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, টাকাগুলো তাহলে গেল কোথায়? কেউ পকেট মেরেছে না কি, না টাকাগুলোই মদ হয়ে পেটের মধ্যে। টাকাটা অথচ দরকার, চাল কিনতে হবে, বাজার আনতে হবে।

অভাব চারদিকে শুধু অভাব। ওর নিজের অত্যন্ত অভাব।

শিক্ষিত আইনবিদ, আইনই জীবিকার একমাত্র পথ, অথচ টাকা নেই। রোজ রোজ কোর্টে যাওয়া আসা, অথচ বিবাদমান কোন পক্ষই ওর কাছে আসে না। যাও বা একজন দুজন মাঝে মাঝে আসে তাও কাজ করিয়ে ফি না দিয়ে পালিয়ে যায়। কখনও কখনও দু একটা কাজে সামান্য ফি পায় কিন্তু তাতে কি আর হয়। কতদিন আর ধৈর্য রাখা যায়।

অবশ্য ননীগোপাল সাহা নামে এক মক্কেল আছে। তার তেত্রিশটা মামলা বিভিন্ন কোর্টে ঝুলছিল। আপ্রাণ চেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রমে শিদেভ সেই মামলাগুলো কমাতে কমাতে পাঁচ ছটায় এনেছে। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত একটা ছাড়া সব কটিতেই জিত হয়েছে।

ঐ ননীগোপাল সাহার কাছে অনেক অনেক টাকা পাওনা। শিদেভ মনে মনে হিসেব করে কয়েক হাজার টাকা পাওনা। মাঝে মাঝে ঐ লোকটা কিছু কিছু টাকা দিয়ে যায় যা ওর প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পক্ষে কয়েকটি বিন্দু মাত্র।

অথচ শিদেভ মুখ ফুটে টাকাও চাইতে পারে না। কয়েক বছর ধরে লোকটার জন্য মামলা লড়ে লড়ে কেমন যেন লোকটার ওপর স্নেহ মায়া পড়ে গেছে তাই চাইব চাইব করে টাকাটা চাইতে পারে নি। অথচ ননীগোপাল নিজে থেকে ওর টাকাও দিতে চায় না। ও ভেবেছিল ঐ লোকটা অন্তত ভদ্রতা বা কৃতজ্ঞতা হিসেবে নিজেই

টাকা দিয়ে দেবে কিন্তু তাও দেখা যায়না। ভিতরে ভিতরে ও হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কতদিন আর ধৈর্য রাখা যায়।

ভাবতে ভাবতে শিদেভের চোখ দুটো বুজে আসে। শরীরে কেমন যেন ঝিমুনি। ঐ ঝিমুনিতে আবার টেরেসাকে মনে পড়ে।

টেরেসা, টেরেসা কেন ওকে ভেবেছিল, কেন ওর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, কেন ওর সঙ্গে ভদ্র মিষ্টি কথাবার্তায় ওকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। ও নিজেই বা কেন টেরেসাকে মাঝে মাঝে ভাবে, কেন তার জন্য মমতা অনুভব করে, অথচ টেরেসাকে ভেবে তাকে পাওয়া কেমন যেন অসম্ভব মনে হয়।

টেরেসার সঙ্গে গল্প করার কোন মূল্যবান সুযোগও সহজে আসে না। যদিও আবেগে মাঝে মাঝে মনে হয়, টেরেসা যেন জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয় সঙ্গিনী।

এক এক সময় টেরেসাকে মনে পড়তে ও অস্থির হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে মূল্যবান মুহূর্ত অতিবাহনের স্মৃতিতে ও আবিষ্ট হয়ে পড়ে। টেরেসা কত সুখী, অথচ ও কতগুলো ডিগ্রী নিয়ে আইনবিদ হয়েও কিছু করতে পাচ্ছে না।

রাবিশ, নিজেকেই যেন ভাবে রাবিশ। আইনজীবি, শুনতে খুব ভাল লাগে কিন্তু উপার্জন নেই। অথচ কালো কোট পরে কোর্টে ব্যস্ততা দেখাতে হবে, কাজ না থাকলেও করতে হবে কত কর্মব্যস্ততার অভিনয়।

আশ্চর্য এই আইনজীবিকা, যার মূল্যায়ন কেউ করতে চায় না, অথচ আইন ছাড়া শাসন চলতে পারে না। আইনজীবি না থাকলে রাষ্ট্র বা সরকার দেশ ও দশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে না বা আইনকে কার্যকরী করতে পারে না। অথচ আইনজীবিদের কোন মূল্যই যেন নেই, এমন কি কেউ কেউ সন্দেহের চোখে দেখে, খানিকটা যেন অবজ্ঞার চোখেও। কিছু হচ্ছে না এই জীবিকায়, অথচ বয়সটা কেমন যেন গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে।

—এই শিদেভ, কি ভাবছ।

—উঁ, ও তুমি!

শিদেভ যেন ঘুম থেকে সোজা হয়ে বসল।

—কি ভাবছিলে?

—অনেক কিছু, একটা সিগারেট।

সিগারেট বার করে আগুন ধরায়, ধোঁয়া টেনে এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

—শিদেভ, আমি এখুনি আসছি।

পবিত্র উঠে দাঁড়াল।

—কোথায়?

—এই একটু বাথরুম থেকে।

পবিত্র বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

শিদেভ গ্লাসে আবার চুমুক দেয়। এই কি জীবন, কখনও কখনও মদ খাওয়া, কখনও কখনও অনাহার।

টেরেসা, টেরেসা, কেমন সুন্দরভাবে আছে—অথচ ও।

একটা চাকরী পেলেও ও গুছিয়ে চলতে পারত, অন্তত জীবনের হতাশা থেকে মনকে হাল্কা করতে পারত। কিন্তু চাকরী, কোথাও কোন চাকরী ওর হল না।

ওর মনে পড়ে দশ বছর ধরে চাকরীর দরখাস্ত করতে ওর অন্তত দেড় হাজার টাকা খরচা হয়েছে। সুপারিশের জন্য ছুটোছুটি করতে হয়েছে কত অসংখ্যবার তার হিসেব নেই। ট্রাম বাস ভাড়া দিতে হয়েছে প্রায় ছ'শ টাকা। ইণ্টারভিউ এসেছিল মাত্র পাঁচবার কিন্তু চাকরী হয়নি। আর তারপর এই আইনজীবিকা। হাড়ভাঙা খাটুনি অথচ উপার্জন অতি সামান্য।

আজকেই হঠাৎ গোটা তিরিশেক টাকা এসে গেল আর টাকা পাওয়ার পর সহসা সুখে সংসারের চাপে বিপর্যস্ত একাকী নিঃসঙ্গতার দুশ্চিন্তা থেকে হাল্কা হতে অবসর পেতে মদ খাওয়াই ঠিক করেছিল।

কিন্তু একা একা মদ খাওয়ার কিছুক্ষণ পর স্নায়ুর অবসতায় ভাবনাগুলো জটিল হয়ে হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠছে। নেশার ঝোঁকে এক একবার মনে হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়, পবিত্র ওর সঙ্গে কথা বলেছে, না কি ওরা সত্যিই আসেনি।

তাহলে—ও মাথাটা একবার নাড়া দিয়ে তাকায়। ঐ তো জ্যোতিপ্রিয় কোণের টেবিলের সামনে বসে আছে হাতে গ্লাস নিয়ে, আর পবিত্র ওরই সামনে ওরই দিকে তাকিয়ে ওরই দেওয়া সিগারেট টানছে। কিন্তু পবিত্রর হাতে গ্লাস নেই কেন? তাহলে পবিত্র এখানে কেন? সে কি মদ খায় না, না কি ও স্বপ্ন দেখছে? কিছু যেন বোঝা যায় না।

—শিদেভ, কি হল বল তো?

পবিত্র শিদেভের কাঁধে হাত ছোঁয়ায় ভয়ে ভয়ে।

—উঁ, পবিত্র!

শিদেভ বর্তমান চেতনায় ফিরে আসে।

—তুমি ড্রিংক করবে না? তোমার সামনে গ্লাস নেই কেন? এই বয়—

—না ভাই আমার পোষায় না এসব, যদিও একটু টেষ্ট করলাম।

—ননসেন্স, তাহলে তুমি এখানে কেন এলে?

—এই মানে, জীবনের আর অভিজ্ঞতার জন্য।

পবিত্র ধোঁয়া টেনে সিগারেটের ভগ্নাংশ ফেলে দেয়।

—জীবনের অভিজ্ঞতা এই মাতালদের মধ্যে, হা হা!

শিদেভ উচ্চকণ্ঠে হাসে।

—হ্যাঁ।

পবিত্র বিনয়ে মাথা নীচু করে।

—অভিজ্ঞতা তো হল, এখন বাড়ি যাও, হয়ত তোমার গিন্নী ভাবছে।

—তা হয়ত ভাবছে, তোমার জন্য টেরেসাও হয়ত।

—টেরেসা!

শিদেভ একটু অন্যমনস্ক হয় যেন, এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে।

—হয়ত বা। কিন্তু আমাকে ভাববে কেন?

—শিদেভ, তুমি সত্যিই ঐ মেয়েটাকে—

—শাট আপ!

শিদেভ চেঁচিয়ে ওঠে।

—কিন্তু শিদেভ, আমি মানে—

পবিত্র আমতা আমতা করে থেমে যায়।

—পবিত্র, তুমি বাড়ি যাও।

—তা না হয় যাচ্ছি, কিন্তু তুমি হঠাৎ……

—বাড়ি যাও, এখানে আর থেকো না।

—তা যাচ্ছি, কিন্তু তুমি।

—আমাকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।

শিদেভের কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভিজে ভিজে মনে হল।

পবিত্র শিদেভের জন্য অবোধ্য একটা কিছু ভেবে ওকে প্রায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষকের মত দেখে তারপর যেন কিছুটা নার্ভাস হয়েই শিদেভের এলোমেলো কথাবার্তা, ব্যবহারের কারণ অনুভব করে চলে যায়।

চারপাশে এত লোক, তবু শিদেভ একা।

ওর মানসিকতার সঙ্গে অনেকের মিল নেই। সমাজ জীবনের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে বেতাল হয়, তবুও ওকে সমাজজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়। এই সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে সৃষ্টি হয় এক শূন্যতা। দিনের পর দিন ক্রমাগত অভাবে সেই শূন্যতা তীব্রতর হয়ে উঠছে।

মদে চুমুক দিলে ঝিমুনি আর স্নায়ুর অবসতায় সেই শূন্যতা বা জাগতিক কোন কিছু না পাওয়ার অস্থিরতা থেকে তবু কিছুক্ষণ মুক্তি পাওয়া যায়। মদের নেশার ক্রমশঃ গাঢ়তর স্নায়ুর অলসতায় ও হাই তোলে, ঘুম আসছে। ভাল করে আর তাকান যায় না। চিন্তাশূন্য ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। চারপাশে তাকিয়ে সব অস্পষ্ট লাগছে—

যেন আর এখানে থাকা যায় না। বিল মিটিয়ে ধীরে ধীরে প্রায় টলতে টলতে ও বেরিয়ে পড়ে।

অফিস থেকে বেরিয়ে টেরেসা মন্থর পায়ে হেঁটে চলেছে। অফিসের গাড়িতে বাড়ি না ফিরে একা একা রাস্তায় হেঁটে চলেছে, ক্লান্ত শরীর একটা কিছু আঁকড়াতে চাইছে। কিন্তু কাকে আঁকড়াতে চাইছে? তার মনের নাগাল তো দূরের কথা দৈহিক অস্তিত্বও কাছে পাওয়া যায় না।

সে একটু দাঁড়িয়ে আবার হাঁটে। গাড়িতে গেলেই ভাল হত, ক্লান্তি যেন বিসর্পিত হয়ে সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে পিষতে চাইছে। কিন্তু এই বেষ্টন যদি চঞ্চল করত—সে নিঃশ্বাস ছাড়ে।

শিদেভের দেখা নেই অনেকদিন। অসংখ্য নারী পুরুষের ভিড়ে সে তন্ময় হয়ে নিজের স্বতন্ত্র অস্বিস্ত বাঁচিয়ে চলতে চলতে নিজের মধ্যেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, তবু শিদেভ ছাড়া কোন পুরুষকেই আমল দেয় নি।

এক এক সময় নিঃসঙ্গ অস্থিরতায় শিদেভের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে অন্য যে কোন পুরুষকে অবলম্বন করার কথা ভেবেছে, পর মুহূর্তেই নিজের গালে সজোরে চড় মেরে গুমরে কেঁদেছে, নিজেকে গালাগাল দিয়েছে, সাময়িক অশালীন ও অসৎ ভাবনায় নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছে।

শিদেভ, শিদেভ রূপবান, অর্থবান নয়।

একটি নারীর কাছে একটি পুরুষের আকর্ষণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষণীয় প্রত্যাশিত বিষয়বস্তু ওর নেই, অর্থাৎ পার্থিব রূপমাধুর্য বাড়ি গাড়ি টাকা প্রতিষ্ঠা—তবু টেরেসা ওর স্বাভাবিক শিক্ষা সরল সম্ভ্রম স্পষ্টতর ব্যক্তিত্বের জন্য বারবার ওর দিকে আকর্ষিত হয়ে অনুভূতির অতি সূক্ষ্মপথে প্রবাহিত হয়ে ওকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে।

শিদেভ শিদেভ, ঠিক এই মুহূর্তে যদি ওকে দেখা যেত, তাহলে ওর

হাত ধরে এই ক্লান্তিকর অবক্ষয়ে বেঁচে থাকার মাধুর্য আবিষ্কার করতে পারত।

হঠাৎ পিছনে গাড়ির কর্কশ হর্ণের শব্দ।

গাড়ির হর্ণের আওয়াজে টেরেসা প্রায় ছিটকে গেল যেন। সুন্দরী নারী যার দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না, তবু চলমান গাড়ির ড্রাইভার গালাগাল দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে গালাগালটা বুঝতে পারে না। বুঝতে পারলে তার সুন্দর মুখটা লাল হয়ে যেত।

সারা মনটা শুধু শিদেভকে ভাবছে আর ভাবছে। ভাবতে ভাবতে টেরেসা দাঁড়ায়, রাস্তা পার হবার আগে ছদিক দেখে। একটা বাস আসছে, বাসটা চলে যেতে রাস্তা পার হয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, কে যেন যাচ্ছে, অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গী, পরনে পিক পিক টেরিকটের ইংলিশ কাট প্যান্ট, গায়ে সেই হালকা সবুজ রঙের টেরিলিনের সার্ট, পায়ে গাঢ় চকোলেট বুট জুতো। সেই অতি-আকাঙ্ক্ষিত অবয়ব বাস স্টপেজের দিকে এগোচ্ছে। তার বুকের মধ্যে তরঙ্গ, দ্রুত অশ্রুত শব্দ, শিদেভ, শিদেভ, হৃদয়ের মধ্যে বুদবুদের মত কণ্ঠস্বর ফেনিয়ে ওঠে, অনায়ত আদরে শরীরের রোমকূপে শিহরণ। শিদেভ ধীর পায়ে যেন ক্লান্তিকর শরীর টেনে এগিয়ে চলেছে।

টেরেসা দ্রুত পায়ে ছুটে এগিয়ে চলে—নিঃশ্বাস ঘন ঘন, মনে হয় যেন কত যুগ পরে শিদেভকে দেখা গেছে।

—শিদেভ, শিদেভ—

টেরেসার কণ্ঠস্বর হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, কেননা শিদেভ দাঁড়াল না।

টেরেসার মধ্যে আবার দ্রুত রক্তস্রোত তার নিদাঘতপ্ত যৌবন শীতল ছায়ার স্পর্শে স্নিগ্ধ হতে চায়, সেই স্নিগ্ধতা একমাত্র শিদেভই তাকে দিতে পারে, আর শিদেভের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ শান্তি ওর কাছ থেকেই নিতে চায়।

শিদেভ বাস স্টপেজে দাঁড়ায় না, এগিয়ে চলে।

টেরেসাও ওকে অনুসরণ করে দ্রুত চলে। ওকে ধরতেই হবে, প্রায়

ওর কাছে এসে পড়েছে। ও হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় রাস্তা পার হতে। একটার পর একটা গাড়ি, গাড়িগুলো চলে যাওয়ার অপেক্ষা। টেরেসা এই সুযোগ হারায় না। দ্রুত পায়ে প্রায় ছুটে শিদেভের পাশে দাঁড়িয়ে ওর হাতের ওপরই নিঃশ্বাস ছাড়ে। শিদেভ চমকে উঠে পাশ ফিরে তাকায়।

—মাই গড, তুমি, টেরেসা!

—হ্যাঁ আমি, অবাক হচ্ছ নাকি?

—অবাক, না তা ঠিক নয়, তবে আমার মত হতচ্ছাড়ার পাশে তুমি।

শিদেভের কণ্ঠস্বরে জীবন সংগ্রামের ক্লান্তির অবক্ষয় যেন ঝরে পড়ে। টেরেসাকে দেখে সূক্ষ্ম অন্তর্বাহ আনন্দ হলেও বাইরে তার কোন সঞ্চারণ বোঝা যায় না। বরং নিজের অসহায় অস্তিত্বের শীর্ণ ক্লান্ত জীর্ণ মানসিকতায় টেরেসার উপস্থিতি ওকে আরও লজ্জা ও যন্ত্রণার মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। নিজেকে তার কাছে অনেক ছোট মনে হয়, রূপে ঐশ্বর্যে প্রাচুর্যে ও তার কাছে কিছুই না, অথচ সেই রূপসী তরুণী তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে ওর পাশে, মনে হয় মেঘের রাজ্য থেকে একটি স্বপ্ন নক্ষত্র ওর সামনে স্মিত হাসছে। না ভিড়, না স্বল্পালোকিত রাস্তায় যেন কোন গাড়ির অপেক্ষায় ও টেরেসার পাশে দাঁড়িয়ে সামনে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—শিদেভ, অনেক দিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হল।

—তা ঠিক।

—কোর্ট থেকে ফিরছ না কি?

—হ্যাঁ, কোর্ট থেকে।

—আজ কোন মামলা হাতে ছিল?

—ছিল, কিন্তু কোন রোজগার হয়নি। এক মক্কেলের একটা ক্রিমিন্যাল কেস করলাম কিন্তু হারামজাদা টাকা দেয় নি, বলল আজ হাতে নেই স্যার, পরশু দিয়ে দেব।

—তুমি টাকা না নিয়ে কাজ করলে কেন ?

—কি করব বল, পরিচিত একজনের রেফারেন্সে এসেছিল।

—টিফিন করেছ ?

—আর টিফিন, মানে এই হয়েছে আর কি।

—তার মানে, তুমি টিফিন কর নি ?

—করেছি।

—কর নি, তোমার মুখ দেখে বুঝতে পাচ্ছি।

—বেশ তাই।

শিদেভ ক্লান্ত নিঃশ্বাস ছাড়ে।

—অর্থাৎ আজ তোমার মোটেই রোজগার হয়নি ?

—একজ্যাক্টলি সো। রোজগার তো দূরের কথা, বাস ভাড়া পর্যন্ত আজ পকেটে নেই। অ্যাণ্ড আই অ্যাম অ্যান অ্যাডভোকেট, অ্যান অফিসার অফ কোর্ট, অফিসার অফ জাষ্টিস, এ মেম্বার অফ দি বার, বাট হোয়াট টু, হোয়াট টু।

শিদেভ নিজেকে বিদ্রূপ করে, হয়ত বা বিদ্রূপ করে জাতীয় সমাজ আর দেশনীতিকে।

সব শ্রেণীরই নিজস্ব সংস্থা আছে, আন্দোলন আছে, আর সেই আন্দোলনে তাদের দাবীও মেনে নেওয়া হয়। সব সুযোগ সুবিধা আদায় করে। কিন্তু এই আইনজীবিদের অভাব অভিযোগের কোন প্রতিকার নেই।

আইনজীবিদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আইন হয়েছে সবেমাত্র কিন্তু চালু হয় নি। অবসরকালীন কোন ভাতা নেই। অবসরকালীন ভাতা— তাদের অবসরই নেই, ভাতা তো অনেক দূরের ব্যাপার। কোন সুযোগ সুবিধা নেই, যদিও তাদের একটা সংস্থা আছে কিন্তু সেই সংস্থা দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য আইন প্রণয়ন চিন্তায় ব্যস্ত কিন্তু নিজেদের জীবন সম্পর্কে নীরব। জুনিয়র আইনজীবি, দুঃস্থ বা অভাবগ্রস্ত আইনজীবিদের জীবন সম্পর্কে আন্দোলন নেই, দাবী দাওয়া নেই, তাদের সাংসারিক

কল্যাণ সম্পর্কে কোন চিন্তা নেই। এই এক আশ্চর্য পেশা, যে পেশায় নির্দিষ্ট উপার্জন বা খরচের কোন বাজেট নেই।

—শিদেভ, চল, কিছু খাবে চল।

—না।

—না কেন।

—বললাম ত না।

শিদেভ একটু অস্থির।

ওর মুখ দেখে টেরেসার কেমন যেন সহসা মমতায় ওকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে নিয়ে ওর দুঃখ আর মানসিক যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে ইচ্ছে হল। কিন্তু থাক। গৃহকোণে যা সম্ভব, লোকায়িত পথে তা লজ্জাকর ও প্রচলিত আইনবিরোধী।

—শিদেভ, সময় যেন আমার কাটতে চায় না।

টেরেসা একটু এগিয়ে তার আয়ত নীল চোখ তুলে তাকায়।

—কোয়াইট কারেক্ট টেরেসা, সময় যেন আর কাটতে চায় না।

—শিদেভ, এই।

—উঁ!

শিদেভ ধীর পায়ে হাঁটে।

—এই, তোমাকে ভেবে ভেবে, তোমাকে দেখতে না পেয়ে, আমি এক অস্থির অস্বস্তিতে নিজেই অসহ্য হয়ে উঠেছিলাম।

টেরেসা মুখ তুলে শিদেভকে দেখে, মুখে তার আকাশের বিস্তৃত সুখের ছোঁয়া।

—ইজ ইট, টেরেসা? তুমি আমাকে ভেবেছ, ষ্ট্রেঞ্জ! আঃ, আমার মধ্যে যেন পুলক বইছে কিন্তু আমাকে ভেবে কি হবে, কেননা—

ও আবার গম্ভীর হয়ে আকাশের দিকে তাকায়।

শেষ বিকেলের নাতিদীর্ঘ আলো আগত ঘন ছায়ার মধ্য দিয়ে চারদিকে অতি ধীরে চুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

—কেননা কি?

টেরেসার কণ্ঠস্বর যেন অরণ্যের শীতলতা নিয়ে ঠোঁট ছুঁয়ে আছে, ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পায়ে পায়ে হাঁটে।

—তোমার আমার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

—পার্থক্য, কিসের পার্থক্য, আমি ত মনে করি না।

—ইউ মে নট থিঙ্ক, কিন্তু আমি করি। তুমি সুন্দরী রূপসী, তুমি অনেক টাকা বেতন পাও। তোমাকে দেখার অনেক লোক আছে, তোমার রূপে সবাই মুগ্ধ কিন্তু আমি কুৎসিত, আমাকে দেখার কেউ নেই, এত চেষ্টা করেও আমি টাকা রোজগার করতে পারি না, কখনও কখনও ভিক্ষের মত ছিঁটেফোঁটা, তাই আমার কোন মূল্য নেই, তোমার সঙ্গে আমার কোন তুলনাই হয় না, আমার কাছে তুমি শুধু দুরাশার মত।

শেষের দিকে ওর কথা অবসন্ন ভিজে স্যাঁতসেতে মনে হয়।

—হ্যাঁ আমাকে দেখে অনেকেই মুগ্ধ হয় হয়ত কিন্তু আমাকে দেখার মত কোন লোক নেই।

টেরেসা হাসল।

—তার মানেই তোমাকে দেখার অনেক আছে কিন্তু আমাকে দেখার কেউ নেই। আমি কুৎসিত তাই তুমি অনেক দূর দুরাশার মত আমার কাছে।

শিদেভ আরও যেন অবসন্ন।

—দুরাশার মত, কুৎসিত!

টেরেসা হেসে গড়িয়ে পড়তে চায় যেন কিন্তু ক্ষণিকের এই হাসি, কেননা ওর হতাশাদগ্ধ মানসিকতা ও জীবনযুদ্ধের প্রকাশিত সত্য তার মমতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তাই সে একটু বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে বলে,

—কুৎসিত তুমি নও, হয়ত শাস্ত্রে কথিত সৌন্দর্য বা কবি বর্ণিত রূপ তোমার নেই তবু সবাই স্বীকার করবে, বাদামী রঙের তুমি অনেকের থেকে সুশ্রী চটপটে, এটা তুমি নিজেও বোঝ, জান। আর দুরাশার মত, আমি কি সত্যিই দুরাশা, তোমার সামনেই আমি রয়েছি জীবন্ত হয়ে।

—টেরেসা, তবু আমার কিছু নেই।

—কেন তুমি বল তোমার কিছু নেই, তুমি উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি, অ্যাডভোকেট।

—ব্রীফলেস হরিদাস পাল।

—ব্রীফলেস হরিদাস পাল!

—ইয়েস ব্রীফলেস অ্যাডভোকেট। কোর্টে রোজই যাই কিন্তু একটাও ব্রীফ পাই না। আমার কোন সিনিয়র নেই যে কাজ পাব। যাও বা দু একটা আইন সংক্রান্ত কাজ করে দিই, তাও তারা ফাঁকি দিয়ে যায়।

—ফাঁকি দিয়ে যায়?

—হ্যাঁ, আমাদের ফাঁকি দেওয়া সহজ টেরেসা। আমার দৈন্য, অর্থাভাব, তোমাকে কেমন করে বোঝাব। আমার পোষাকে চাকা জীর্ণতার অসহায়তায় অনেকের সঙ্গে কথা বলতেই লজ্জা করে।

—শিদেভ, কি বলছ তুমি!

—টেরেসা, আমাদের এই আইন ব্যবসায়ে ঠাট চমক অনেক দরকার। নিজস্ব গাড়ি, বাড়ি, সাজানো গোছান ঝকঝকে তকতকে বইতে ভরা চেম্বার, বেয়ারা, প্রাইভেট সেক্রেটারী, ক্লার্ক, টেলিফোন, এই আইন ব্যবসায় বিশেষ প্রয়োজন। তবেই তো প্র্যাকটিস জমবে, কাজ বাড়বে। কিন্তু ঐ সব কিছু না থাকলে গরীব মক্কেলও আসতে চায় না। অথচ সীমাহীন খাটুনি কিন্তু কোন দাম পাই না।

— শিদেভ, একদিন দাম তুমি নিশ্চয় পাবে।

— ততদিনে আমি ফুরিয়ে যাব।

—ফুরিয়ে যাবে কেন, তোমার প্র্যাকটিস জমবে, কত নাম হবে।

—নাম! পেট চালাতে পারলেই বাঁচি। আর নামের প্রচার? তার জন্যও চাই টাকা, আমি কাজ জানি আর না জানি কতগুলো লোককে দিয়ে প্রচার করতে পারলেই হল।

শিদেভ মাঠের দিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

—শিদেভ, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার বেশ খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে না ?

টেরেসা ওর হাত ধরে।

খিদে পেয়েছে ঠিকই কিন্তু নিজের পকেটে নেই পয়সা। তাই টেরেসার আবাহনে লজ্জা পায়, অথচ কিছু খেলে হত, পেটটা ফাঁকা।

—শিদেভ, কি ভাবছ, কিছু খাও।

—খাব বলছ ? কিন্তু—

—তোমার পকেটে পয়সা নেই বলে লজ্জা করছ কিন্তু বন্ধুর কি তোমাকে কিছু খাওয়াতে ইচ্ছে করে না ?

—আমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করে। সত্যি বলছ, মানে আন্তরিক-ভাবেই—

শিদেভের রক্তে সহসা স্রোত।

তাহলে পৃথিবীতে অন্তত একজনের ওকে খাওয়াতে ইচ্ছে করে। অথচ ওর ভাই বোনেরা থেকেও যেন নেই, অর্থাৎ অহেতুক তাদের কাছে পায় অভিশাপ, হিংসা আর বিদ্বেষ। কিন্তু কেন, একই রক্ত প্রবাহিত, তবু এই বিদ্বেষ হিংসা ক্রোধ কেন, প্রশ্ন করেছে, তবু তার কোন উত্তর পায় নি।

—শিদেভ, আন্তরিকভাবেই।

টেরেসা তাকাল, তার কণ্ঠ সহানুভূতি আর মমতায় গাঢ়।

শিদেভ কোন উত্তর দিতে পারে না। ওর বুকের মধ্যেও মৃদু স্রোত। হয়ত টেরেসার জন্য ওর মনের কোণে নরম অনুভূতি অকথিত উচ্ছল, হয়ত তীব্র আকর্ষণীয় সুন্দরী মেয়ের ছোট ছোট কথায় ওর জন্য গাঢ় মমতা আর সহানুভূতির স্পর্শে ওর মধ্যে প্রকৃতির স্বভাবজ আবেগ। হয়ত ঐ মেয়েটিকে ঘিরে ওর স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ জীবন, হয়ত ঐ রূপসীর কাছ থেকেই প্রিয় নারীর চিরায়ত আকণ্ঠ নীড় চায়।

সুন্দরী বিদুষী ধনবতী মেয়ের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ চিরন্তন।

শিদেভ নিজের স্নায়ুর চাঞ্চল্য অস্বীকার করতে পারে না, তবু

ওর আধা বেকার প্রতিষ্ঠাহীন জীবনের চাপা কান্নায় ও সঙ্কুচিত। কিন্তু টেরেসা কি সত্যিই ওকে স্বীকৃতি দেবে?

—শিদেভ, এদিকে না গিয়ে চল না ঐ রেস্টুরেণ্টে কিছু খেয়ে নাও।

—রেস্টুরেণ্টে যাব না, বরং ঐ মুড়ি খাওয়া যাক।

—মুড়ি!

—হ্যাঁ মুড়ি, হাসছ কেন?

—মুড়ি খেয়ে পেট ভরবে?

—যথেষ্ট ভরবে।

—তাহলে মুড়িই খাও, এই মুড়িওলা—

টেরেসা হাত নাড়াল।

পঞ্চাশ পয়সার মুড়ির ঠোঙা শিদেভ হাতে নিয়ে টেরেসার দিকে তাকাল।

টেরেসা মুড়ি বিক্রেতাকে পয়সা দিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

শিদেভ গোগ্রাসে কয়েক মুঠো মুড়ি চিবিয়ে টেরেসার হাতে খানিকটা ঢেলে ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে।

কিছুক্ষণ ওরা দুজনেই নীরব।

শিদেভ রাস্তা পার হয়ে সবুজ বিস্তৃত মাঠের দিকে এগিয়ে যায়।

টেরেসা শিদেভকে অনুসরণ করে ওর পাশে পাশে।

ও অলস মন্থর পায়ে পায়ে নিজের অর্থনৈতিক দুঃখ আর দীনতার প্রকাশিত লজ্জা ভাবতে ভাবতে মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলে যেন কতকটা লক্ষ্যহারার মত। নম্র আবেগে ভরা টেরেসার উপস্থিতি ওর শিক্ষাগত যোগ্যতায় অনিশ্চিত রোজগারের দুঃসহ জ্বালা ওর মনে অস্বস্তিতে ভরে উঠে ওকে যেন জোর করে ঠেলে দেয়। মনে হয়, টেরেসার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত। তাহলে হয়ত তার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে এত অস্বস্তি হত না। মনে হয়, এই শহর থেকে

যদি চলে যেতে পারত কোন এক নির্জন গ্রামে, তাহলে শহরের সম্ভ্রম সমস্যা থেকে বাঁচতে পারত। যদি কোন এক অরণ্যের পর্ণকুটিরে থাকতে পারত, তাহলে নগরের সামাজিক সমস্যা থেকে স্বস্তি পেত।

—আর কত হাঁটবে, অনেক দূরে চলে এলাম। এই—

টেরেসা প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটার তাল সামলাতে শিদেভের পাশে চলে আসে।

তার মনে হয়, এমনি করেই শিদেভের মন ধরতে তাকে তাল সামলিয়ে চলতে হবে। কিন্তু কতদিন আর এমনি করে তাকে চলতে হবে।

চারদিকে বলিষ্ঠ সুদর্শন প্রতিভাবান অর্থশালী পুরুষ রয়েছে, তার মধ্যে কেউ কেউ টেরেসাকে পেতে উন্মাদ, তবু সে তাদের জন্য আকর্ষিত হতে পারে নি। অথচ নিঃসঙ্গ জীবনে ওকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারে নি।

পাপ পুণ্য মহত্ত্ব পবিত্রতা—কথাগুলোর মূল্যায়ন তার কাছে অর্থহীন কিন্তু ও ছাড়া আর কাউকে ভাবা অত্যন্ত রুচিবিকৃতি, নোংরামি, মনে হয়, নারীত্ব থেকে ভ্রষ্ট।

শিদেভ শুধু ওর একটা দিকের অপূর্ণতার জন্য তার সঙ্গে কথা বলতেও যেন লজ্জা পায়, অথচ সেই শূন্যতার লজ্জা সে তার মায়ায় ভরে ঢেকে দিতে চায়, নিজের কাছাকাছি, নিজের বুকের তপ্ত ঘনতার মধ্যে ওকে রেখে লজ্জার ব্যথা থেকে শান্তি দিতে।

ওর সব আছে, তবু জীবনের একটা বিশেষ পরিশ্রমের অপ্রতিষ্ঠিত ফলশূন্যতায় মিইয়ে আছে। এক এক সময় নিজেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে হয়।

টেরেসা নিজের মধ্যে ওর ক্লান্তিকর অসহায়তা অনুভব করে আর সেই অনুভূত দ্রবতায় ওর আঙুল ধরে তাকায়।

ছায়া হয়ে আসা বিকেলের ঝিকে রঙে ট্রামলাইন থেকে অনেক দূরে মাঠের মাঝখানে ও বসে পড়ে। টেরেসাও হাঁটু মুড়ে ওর পাশে

ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ওর দিকে তাকায়। ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, পরাজিত বিষণ্ণ সৈনিকের মত।

পরাজিত বিষণ্ণ সৈনিকের মত শিদেভ চারদিকে তাকাল। কোথাও কোন পথ নেই যে পথে গিয়ে আবার ও জয়ী সেনাপতি হতে পারে। ও নিজের মধ্যেই হাসল। সেনাপতি, সঙ্গে নেই সেনা তা সেনাপতি ত অনেক দূরের কল্পনা।

চারিদিকে তাকিয়ে শিদেভ একটু বেঁকে টেরেসার চোখ দেখল। টেরেসার চোখ ওর চোখের দিকেই দুটি গীতিময় কবিতার মত তাকিয়ে আছে।

শিদেভের বুকের মধ্যে সহসা স্রোত। বিশেষ করে টেরেসার ঐ দুটি চোখ ওর মধ্যে স্রোত এনে দিয়েছে। ঐ স্রোত যেন আর থামে না। ঐ স্রোতে একটা মৃদু ছন্দময় শব্দ। শব্দটা কিন্তু বাইরের আলো ছায়া, ছায়া ধূসর বাস্তব পৃথিবীতে শ্রুত নয়।

নিজের অবসন্ন ম্লান চোখের সঙ্গে টেরেসার দুটি গীতিময় চোখের তুলনা করে শিদেভ মিইয়ে গেল।

সুন্দরী বিদুষী টেরেসা আগুনের মত একরাশ রূপ নিয়ে শিদেভের অনেক কাছে পাশাপাশি অন্তরংগ হয়ে বসে আছে যা যে কোন পুরুষের পক্ষে অতি আকাঙ্ক্ষিত বিশেষ করে এই রূপ অতি প্রত্যক্ষ বাস্তবায়িত অথচ শিদেভ নিজের ব্যক্তিগত অবস্থা ভেবে ভেবে আরও কাহিল হয়ে পড়ে।

টেরেসা শিদেভের চোখ নজর করে ওর কাঁধে আলতো করে একটা টোকা দিল।

—এই কি ভাবছ?

—এ্যাঁ!

শিদেভ চমকে উঠে নিজেকে সামলিয়ে উত্তর দেয়।

—অনেক কিছু ভাবছি যার কোন মানে নেই।

—ভাবনার কোন মানে নেই তা হতে পারে কি?

—নেই নেই আমার ভাবনার কোন নির্দিষ্ট মানে নেই।

শিদেভ সহসা অস্থির, ঐ অস্থিরতা নিজের কাছেই খারাপ লাগে।

টেরেসা শিদেভের অস্থিরতার কারণ বুঝতে না পেরে ওর দিকে কয়েকবার তাকিয়ে নিজের মনের মধ্যে কয়েকটা ভাবনা নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে রইল।

শিদেভ ওর সহসা অস্থিরতায় লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইল। ঐ লজ্জায় নিজেকে অপরাধী মনে হয়। অপরাধী মনে হওয়াতে ও একেবারে চুপ করে রইল, এমনকি বসে থেকে একটু নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারেনা।

শেষ বিকেলের ছায়া বুকে নিয়ে অনেক দূরের আকাশ যেন অনেক নীচে নেমে পৃথিবী ছুঁয়ে চারদিকে একটা গোলাকার বৃত্ত তৈরী করে দিয়েছে আর শিদেভ আর টেরেসার মনে হয়, এক বৃত্তে পাশাপাশি দুটি বিন্দু।

রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো ধূসর হয়ে এখানে যেন ওদের স্পর্শ করে একটা কিছু ইঙ্গিতের তন্ময়তা দিতে অস্পষ্ট হয়ে ছুটে এসেছে।

ওরা দুজনে কাছাকাছি, পাশাপাশি তবু সামাজিক পটভূমিকায় ওরা নিভৃত হতে পারেনি অথচ হওয়াটা খুব দূরের নয়, চিরায়ত কাছাকাছি হবার আকাঙ্ক্ষায় টেরেসার হৃদয় সাগরের উচ্ছ্বাসের মত উচ্ছ্বসিত হতে চাইল। উচ্ছ্বসিত ঢেউএর মত তার নিঃশ্বাস হাওয়ায় হাওয়ায় অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দের স্পর্শে ধূসরিত ছায়া আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে শিদেভ অস্ফুটে স্বগতোক্তি করে যেন,

—টেরেসা, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, আমি যেন ফুরিয়ে যাচ্ছি। আমি অকেজো, আমার কোন প্রয়োজন কারও কাছে নেই। এত বয়স পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন পথে কোন জীবিকায় স্থির হতে পারছি না। আমি যেন অপাংক্তেয়, আমার টাকা নেই, তাই বিদ্রূপ আর ঠাট্টা

আমায় প্রতিনিয়ত শুনতে হয়। আমি আইনজীবি, শুনতে গালভরা, কিন্তু কারও কাছে কোন মূল্য নেই, যেহেতু আমার গাড়ি নেই, বাড়ি নেই, সুন্দর একটি লাইব্রেরী নেই। ভিতরের পৃথিবীতে আমি যেমন একা, অসহায়, বাইরের পৃথিবীতেও তাই। টেরেসা, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আমার মত লোকের সঙ্গে থেকে তুমি সময় নষ্ট করছ, তোমার মত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে আমার সামনেই বসে, মনে হয় রূপকথার গল্পের মত। টেরেসা, আমার সঙ্গে থেকে কোন লাভ নেই, দেবার মত আমার কিছু নেই। জীবনের ক্ষেত্রে তোমার মূল্য আমার চেয়ে অনেক বেশী।

—এসব কি বলছ তুমি, আমার দিকে তাকাও।

টেরেসা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর আঙুল নিজের হাতের মধ্যে নেয়।

—ঠিকই বলছি।

শিদেভ অসহায় নাবিকের মত চারদিকে তাকাচ্ছে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেখতে পায় না, কোন নির্দিষ্ট মূল্য দেখা যায় না। কখনও অবসরে মানসিক অবসাদ আর ক্লান্তিতে মনে হয় বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই, সুখ ও শান্তি যেন বইয়ের ভাষা।

ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

ওর নিঃশ্বাসের ধীরবাহ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে হঠাৎ এক তীব্র আওয়াজ ছিটকে এল।

—ও কি, কিসের শব্দ!

টেরেসা চমকে ওঠে।

শিদেভও চমকে ওঠে, যেদিক থেকে আওয়াজ এল ফিরে তাকায়।

দূরে ট্রাম লাইনের রাস্তায় অনেক লোকের বিচ্ছিন্ন সারি। ছোট ছোট জটলা, ছোট ছোট ধোঁয়ার বিস্তৃত পুঞ্জ। ছুটি বিপরীতমুখী মিছিলে হাতাহাতি মারামারি। পটকার ঘন ঘন আওয়াজ ইটপাটকেল

ছোঁড়াছুঁড়ি, পুলিসের উপস্থিতি। গোলমালের শব্দ ক্রমেই পরিস্ফুট, স্পষ্টতর। গণ্ডগোলটা কি এখানেও ছড়িয়ে পড়বে না কি? পুলিস বোধ হয় তাড়া করেছে।

ওরা উঠে দাঁড়ায়।

—ফট!

কাঁদুনে গ্যাসের শেলের, না পটকার আওয়াজ।

—শিদেভ কি হবে এখন, মনে হচ্ছে কি একটা বিরাট গণ্ডগোল হচ্ছে।

টেরেসা ভয় পায়, ভয়ে অস্বস্তিতে শিদেভের হাত জড়িয়ে ধরে।

—হুঁ, তাই তো দেখছি।

শিদেভের কপালেও আশঙ্কার রেখা, নিজের চেয়েও বেশী টেরেসার নিরাপত্তার জন্য ভাবে।

সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে সংঘর্ষের আতঙ্ক। দূরে পুবদিকে তাকিয়ে দেখে, অনেক লোক যেন এদিকেই ছুটে আসছে ইতস্তত, পুলিসের তাড়ায়, না গণ্ডগোল ছড়াতে। পায়ে পায়ে ও একটু পেছিয়ে চারদিকে আবার তাকায়।

—ফট ফটাস দুম!

আবার শব্দ।

টেরেসা ওর হাতে চাপ দেয়, শুকনো গলায় ফিসফিস করে।

—মনে হচ্ছে, লোকগুলো এদিকে আসছে, আমরা বরং এখান থেকে সরে যাই।

—দ্যাটস্ বেটার।

—তাড়াতাড়ি চল।

টেরেসার হাতের স্পর্শে ওর মধ্যে চাপা স্রোত।

অভয় আর স্নেহের গভীরতায় ও টেরেসার নিরাপত্তার জন্য পেছন ফিরে দ্রুত হাঁটে।

গণ্ডগোলটা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যেন এদিকে ক্রমশ কাছাকাছি

হয়ে ছিটকে আসছে, হয়ত বা ভয়চকিত সন্ত্রস্ত পথিকেরা নিরাপত্তার আশায় এদিক দিয়েই পালাতে চাইছে।

টেরেসার হাত ধরে ও দ্রুত পায়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলে।

আবার আওয়াজ, তীব্র তীক্ষ্ণ আওয়াজ। ও পাশ ফিরে তাকায়, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পূব দিক। পারস্পরিক ক্রোধের চীৎকার, কুৎসিত গালাগাল, পটকা আর কাঁদুনে গ্যাসের শেলের শব্দ। বিক্ষিপ্ত জনতা আর পুলিসের ছোটাছুটি। চোখ যেন জ্বালা করছে, কাঁদুনে গ্যাসের জ্বালা।

শিদেভ টেরেসার হাত ধরে ছুট লাগায়।

ছুটছে, ওরা দুজনে ছুটছে, পিছন দিকে আর তাকায় না, শুধু ছুটছে।

টেরেসার মনে হয়, জান্তব প্রবৃত্তির বীভৎস নারকীয়তা থেকে সুস্থত্ব রাখতে ছুটছে। মনে হয়, প্রাচীন আদিম উৎপীড়ন থেকে মানুষ আধুনিক সমাজে মুক্ত হয়নি, শুধুমাত্র উৎপীড়নের স্তর রূপান্তর ছাড়া। মানুষ শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষায় জীবন দর্শনে সভ্যতার সার দিয়েছে কিন্তু জীবন ব্যবহারে তা শুধু অসার।

ওরা ছুটছে।

মনে হয়, সৃষ্টির প্রথম থেকেই ওরা যেন সুষম সামাজিক শান্তির প্রতিষ্ঠা ছুঁতে ছুটছে। এ ছোটার শেষ কত দূরে আর?

শিদেভ দাঁড়ায়, হাঁফ ছাড়ে। টেরেসার হাত ছেড়ে একটু এগিয়ে দাঁড়ায়।

রেস কোর্সের শেষ প্রান্তে কোথাও কোন গোলমালের শব্দ নেই, পটকার আওয়াজ নেই, কাঁদুনে গ্যাসের জ্বালা নেই। এখানটা অনেক নির্জন, এতটুকু ছায়া আলোভরা শান্ত। মাঝে মাঝে চলমান গাড়ির আলো আর শব্দ নগরের অস্তিত্ব স্মরণ করায়।

হাঁফ ছাড়তে ছাড়তে হয়ত ও শ্রান্তি থেকে বিশ্রাম নিতে রেস কোর্সের সীমান্তে নরম ঘাসের ওপর এলিয়ে পড়ে।

টেরেসা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওর পাশে বসে হাই তোলে।

—বাব্বা, শান্তিতে কোথাও একটু বসার উপায় নেই। অলমোস্ট এভরি ডে দেয়ারস্ এ কেওস, একটা না একটা গণ্ডগোল লেগেই আছে। কবে এসব থামবে?

—হাউ ইট উইল বি স্টপড? দিনের পর দিন কষ্টকর জীবনযাত্রায় অসহ্য মানুষ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে তার বাঁচার নৈতিক দাবী জানায়, আর সেই দাবী বিক্ষোভ চাপা দিতে ক্ষমতাসীন শাসকের শক্তি প্রয়োগ। যদি সেই শাসক হয় একনায়ক কিংবা মুষ্টিমেয় স্বার্থপরের একটি দল সুতরাং সংঘর্ষ অনিবার্য। নানান কষ্ট আর মার খেতে খেতে মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে, তাই শাসনের সমতা অন্তত ক্রমানুপাতিক হারে না এলে বিক্ষোভ বাড়বে, সংঘর্ষ হবে। শ্লোগান আর ভাঁওতায় দেশ বা মানুষের মঙ্গল করা যায় না। মানুষ তা বোঝে বলেই শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

—কিন্তু পটকা, বোমা, আই মীন—

—দোজ আর সাম কাইণ্ড অফ ভায়োলেন্স এগেনস্ট ভায়োলেন্স। কারণ অস্ত্রের মার খেয়ে তখন তারাও হাতের সামনে যা পায় তাই দিয়েই পাল্টা মার দেয়। অবশ্য কিছু কিছু অ্যান্টিস্যোসাল বা নন পলিটিকাল ভায়োলেন্স যা এইসব বিক্ষোভের সুযোগে রাজনৈতিক বা নৈতিক দাবী-গুলোকে বিপথে চালিত করে, বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে কিন্তু তবুও ঐসব প্রতিক্রিয়াশীল বা ভাড়াটে দালালদের বাধা মানুষের সুষম সংহত ব্যবস্থার দাবী বন্ধ করতে পারে না, কেননা তারা অনেক বেশী সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠছে।

শিদেভের সারা মুখ কুঁচকে ওঠে।

টেরেসা ক্লান্ত শরীরের শ্লথতায় হাই তোলে। তার নিজের জীবনের সঙ্গে সমাজ আর রাষ্ট্র জীবনের সমস্যাও যেন জড়িত হয়ে যাচ্ছে। খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে,

—বাট, বাই দিস টাইপ অফ অ্যাসন্ট অ্যাণ্ড কাউণ্টার অ্যাসল্ট অ্যাণ্ড হুলিগানিজম, ক্যান রাইট বি এস্টাব্লিসড ?

—নো, নট। কিন্তু কষ্ট আর দুঃখের কোন প্রতিকার না হলে অধিকারের দাবীতে আঘাতে আর হতাশায় মার খেতে খেতে বিক্ষোভ হিংসায় রূপান্তরিত হয়।

—তা নয় হল। কিন্তু হুলিগানিজম—

—গুণ্ডামি ? সেটাও সমাজ ব্যবস্থার জন্য, সমাজ ব্যবস্থা যদি সঠিক হত তাহলে কোথাও গোলমাল থাকে না। কিছু কিছু অর্থশালী সুবিধাবাদী লোক গুণ্ডা পোষে নিজেদের স্বার্থের জন্য। এর বিরুদ্ধে অতীত থেকেই সুস্থ সৎ নাগরিক প্রতিবাদ করে এসেছে, তবু বন্ধ করা যায় নি কারণ অধিকাংশ নাগরিক এক হতে পারে নি।

ও নিঃশ্বাস ছাড়ে।

টেরেসা ওর একটা আঙুল টেনে নিয়ে নিজের আঙুলে ধরে রাখে।

—কিন্তু অনেক ভাল ছেলেই তো দেখছি গুণ্ডামি করে।

—কি করবে ? কারণ এই সব ছেলেরা যদি সৎ জীবিকা না পায়, যদি না তাদের মানসিক ভারসাম্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে, তাই মরিয়া হয়েই ঐ সমস্ত পথেই যাকে বেআইনি বলা হয়, সেই পথে নিজেদের অপমান ক্ষতি জেনেও পা বাড়ায়। অপরাধী একদিনে হয় না। দিনের পর দিন কষ্টের যন্ত্রণার প্রতিকারহীন অসহ্য মানসিকতায়, সেই সঙ্গে সুবিধাবাদী স্বার্থপর শয়তানের ব্যক্তিগত লোভের শিকারে বিপরীত পথে বাঁচার চেষ্টা করে। ঐ বিপরীত পথকেই বলা হয় বেআইনি অথচ ওদের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা, সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা, সুষ্ঠু জীবিকা করে দিলে ওরা দেশের মূল্যবান সম্পদ হতে পারে।

ও উঠে বসে জুতোর আলগা ফিতে কষে বাঁধে।

টেরেসা অনুগত নির্বাক শ্রোত্রী হয়ে ওর কথা শুনছিল, ওর কাঁধে আঙুলের টোকা মেরে বলে।

—হুঁ, কথাটা ঠিকই বলেছ, সবই তাহলে অভাব।

—অ্যাবসলুটলি কারেক্ট। অভাবই বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে, শয়তানের হাতের ক্রীড়নক করে, বিপথে ঠেলে আমাদের চারিত্রিক সততা নষ্ট করে, আবার এই অভাবই আমাদের ব্যক্তিত্ব দৃঢ় করে, সঠিক পথ দেখায়, সত্য খুঁজতে প্রেরণা দেয়।

ও চারপাশে আবার তাকায়।

ওর অর্থনৈতিক সঙ্কট, হৃদয়ের বিক্ষোভ, আরও অসংখ্য মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কটে দিশেহারা জীবন যুদ্ধের বিক্ষোভের সঙ্গে মিশে গেছে। নিজের দুঃখ আর ক্লান্ত কষ্টকর পরিশ্রমের মূল্য না পাওয়ায় আরও অসংখ্য মানুষের একই যন্ত্রণা অনুভব করে, কেন তারা রাষ্ট্রপরিচালনার একপেশে মনোবৃত্তি ও সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে, কেন তারা সুযোগ্য বিচার না পেয়ে দুর্নীতির পাঁকে ডোবে।

চারপাশে অন্ধকারে রাস্তার আলোকস্তম্ভ থেকে ঠিকরে আসা ধূসর অস্পষ্ট আলোয় টেরেসা শিদেভের মুখ দেখে, দেখতে দেখতে তার মধ্যে ফেনায়িত আবর্তন, ঐ রাত্রির নিঃসঙ্গ অস্বস্তিতে তার প্রাকৃতিক মর্মের সহজাত ধর্ম রক্তমাংসের অস্তিত্বকে উজ্জীবিত করে।

একটি মেয়ের যা প্রয়োজন, বিশেষ একটি অভাব ছাড়া তার আর কোন অভাব নেই।

নিটোল চাকরি, মাসিক ষোলশ টাকা বেতন, সুন্দর বাসস্থান অর্থাৎ ফ্ল্যাট, ফ্রিজিয়েটার, ফার্নিচার, টেলিভিশন সবই তার আছে, বরং একার জীবনে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি, তবু তার অভাব চিরায়ত পুরুষের।

এই অভাব এক মর্মদাহ যন্ত্রণা, সেই পুরুষ তার সামনে পাশে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব নিয়ে, যার নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজের নিঃশ্বাস মিলিয়ে দেখা যায়, সেই পুরুষ তবু অনেক দূরে, অথচ পৃথিবীতে অনেক পুরুষ তাকে সুখ আনন্দ দিতে পারে, দলিত মথিত করে তার শরীরে দিতে পারে আশ্চর্য তৃপ্তি, হৃদয়ে দিতে পারে পরম শান্তির স্পর্শ।

ছি, ছি, কি সব যা তা সে ভাবছে, নিজের ভাবনা যেন অশ্লীল হয়ে গেছে, নিজেকে এত ছোট করে ফেলল, ঘৃণায় সে নিজেকেই গালাগাল দেয়। তার শরীরে দুদয় অস্বস্তিকর যন্ত্রণা আবার কুরে কুরে ওঠে, অন্তত যন্ত্রণা থেকে কিছুক্ষণের স্বস্তি পেতে সে শিদেভের হাত ধরে নরম স্পর্শে ওকে তপ্ত করতে চেষ্টা করে।

টেরেসার হাতের নম্র কোমল ছোঁয়ায় শিদেভের রক্তে স্রোত। নিজের মর্মপীড়িত অসহায় রুদ্ধ যন্ত্রণায় ঐ স্রোত যেন ওষুধের প্রলেপ। গাঢ় হয়েই ও টেরেসার হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়, ঘড়ি দেখে, সন্ধ্যার মাধুর্য পার হয়ে সময় রাতের গভীরতার দিকে স্থির অথচ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

ও নির্বাক হয়ে তার চোখে চোখ রাখে।

দৃষ্টির ইশারায় সারা শরীরে আবেগের অস্ফুট চঞ্চলতা।

প্রাকৃতিক চঞ্চল মাধুর্যে টেরেসার চোখের গভীর কোমল দৃষ্টি ওর আধা বেকার হতাশ মানসিকতায় আচ্ছাদিত পৃথিবীর নিরাপদ আশা যেন। টেরেসার কোমর জড়িয়ে ওকে আদর করতে ইচ্ছে করে কিন্তু না, রাস্তায় কোমর জড়িয়ে আদর করার ইচ্ছে থেকে বিরত হয়। আঃ, এই রাস্তা যদি এখন ঘর হয়ে যেত কিংবা নির্জন অরণ্য, সমুদ্র সৈকত কিংবা নিরালা অলিন্দ! ও ঘনিষ্ঠ হয়ে তার হাত ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে।

—টেরেসা,

শিদেভ যেন গুনগুন করে।

—উঁ,

টেরেসার কণ্ঠস্বর যেন গানের সুরের মত।

—এখন যদি এই জায়গাটা নির্জন অরণ্য হত কিংবা অনেক দূরের সমুদ্র সৈকত কিংবা অনেক উঁচু বরফে ঢাকা এক পাহাড় চূড়া,

শিদেভ আবেগে গান গাইতে চাইল যেন।

—খুব ভাল হত এই।

—সত্যি।

—সত্যি!

—সত্যিও ত করা যায়, মানে।

—হ্যাঁ করা যায়।

—কিভাবে?

—যদি ছুটির সময় আমরা এই শহর ছেড়ে চলে যাই।

—কিন্তু তা শুধু স্বপ্ন।

—ঐসব জায়গায় কোথাও যাওয়া মোটেই স্বপ্ন নয় মশাই। চেষ্টা করলেই হয়।

—চেষ্টা মানেই ত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার দরকার।

—হ্যাঁ টাকার দরকার ত আছেই। টাকা না হলে হবে কি করে। অর্থাৎ যাতায়াত খরচা, খাওয়া দাওয়া থাকার খরচাটা করতে হবে ত।

—তাহলে বুঝতে পারছ, টাকাই হচ্ছে আসল।

—হ্যাঁ টাকাই আসল ব্যাপার কিন্তু মনটাও থাকতে হবে।

—তা যা বলেছ।

—ঠিকই বলছি।

—কিন্তু।

—নো কিন্তু।

—কিন্তু মানে টাকাটা আসবে কোথা থেকে?

শিদেভ টেরেসার হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা চুলকোল।

—আসার সময় হলেই আসবে।

—কচু আসবে। হাতে সে রকম কাজ নেই যে অনেক টাকা আসবে।

ঠিক আসবে। যাবার ইচ্ছে হলেই ঠিক এসে যাবে।

—তার মানে?

—ওদিক থেকে না হলে এদিক থেকে আসবে।

—অ, বুঝেছি অর্থাৎ টাকাটা তোমার থেকেই আসবে

—একজ্যাক্টলি সো।

—কিন্তু তোমার টাকায়।

—এটা নিয়ে তোমার কিছু বলতে হবেনা। আমার টাকা তোমার টাকা এসব ভাবনার দরকার কি।

—যা বল তাই,

শিদেভ একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ে।

—তুমি পার্থক্য মনে করনা,

টেরেসা শিদেভের গা ঘেঁষে পায়ে পায়ে হাঁটে।

—ঠিক আছে করব না,

শিদেভ নিজেকে হাল্কা করে।

ওর বুকের ভেতর যন্ত্রণাটা টেরেসার আন্তরিকতায় অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। মনে হয়, টেরেসা যেন ওর সংগে একাত্ম হয়ে যেতে চাইছে। ও বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়ে টেরেসার দুটি চোখ দেখে খুশী হয়ে তার হাত ধরে আরও আঁকড়ে থাকে।

—শিদেভ' হোয়ার টু নাউ উই আর ?

টেরেসা ওর বুকের কাছে ঘেঁসে নিঃশ্বাসের শব্দের মত বলে।

—টু দ্য প্লেস অফ স্লীপ· দো আওয়ার রুমস আর সেপারেট।

শিদেভ ফিসফিস করে ওর হাত ধরে এগোয়।

—হ্যাল্লো টেরেসা, হাউ ডু ইউ ডু ?

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল জেন স্পার্ক।

—জেন, ইজ ইট ইউ ! রিয়ালি আই অ্যাম গ্লাড টু সি ইউ।

টেরেসা জামা ভাঁজ করতে করতে বলল।]

—ইউ হ্যাভ বিন সারপ্রাইজড টু সি মি নাউ, আই মীন, দিস টাইম।

জেন হাই তোলে।

—একজ্যাকটলি সো। ডিউরিং দিস টাইম ইউ আর বিজি উইথ ইওর পার্টি, ক্যাবারে অ্যাণ্ড আদারস কম্পানি—

টেরেসা হাসল মৃদু মৃদু।

—কারেক্ট।

জেন সোফায় নিজেকে এলিয়ে হাই তোলে।

—কিন্তু আজ আর ভাল লাগল না, ইট সিমস টু মি মনোটোনাস, তাই তোমার কাছে চলে এলাম। তুমি কি এই ফিরেছ না কি ?

—হুঁ, কিছু জামাকাপড় কিনলাম। বস, দরজাটা বন্ধ করে দিই।

টেরেসা দরজায় খিল এঁটে জেনের পাশে বসল।

—এই চাকরি আর ভাল লাগছে না টেরেসা, আই অ্যাম হাফ সিক অ্যাট হার্ট। একঘেয়ে বিরক্তিকর লাগছে।

জেন অবসাদে হাই তোলে।

—দিস লাইফ ইজ এ ট্রাবল। চাকরি করতে এসে চাকরি বাঁচাতে সকলকেই খুশি করতে হবে, আর তার জন্যে কত নীচে যে নামতে হয়। বাইরে থেকে সবাই ভাবে আমি কত সুখী বাট নান ক্যান রিয়ালাইজ হাউ মাচ আই অ্যাম আনস্যাটিসফায়েড, সিক অ্যাট হার্ট। সবার মধ্যেই সেই একই অন্ধকার লালসা, তাই নিজেকে বাঁচাতে পার্টি, ক্যাবারে, গার্ডেন পার্টিতে যেয়ে সবার সঙ্গেই দেঁতো হেসে মিষ্টি কথা বলতে হয়, তাতেও তারা খুশি নয়, আরও চায় অর্থাৎ টু এনজয় মি।

অবসাদ আর ক্লান্তিতে জেন নুয়ে পড়ে যেন।

—তুমি ঠিকই বলেছ, মিষ্টি কথা আর ভদ্র ব্যবহারের আড়ালে সেই একই আদিম আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ নারীদেহের যথেচ্ছ ব্যবহার। সেই সুযোগ না দিলেই ওরা এমন করে অপবাদের বোঝা চাপিয়ে দেবে যা বিশ্বাস না করে পারা যায় না। চাকরির ক্ষেত্রে অফিসিয়াল কাজে আমাকেও অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়। সেই সুযোগ নিয়ে

টেরেসা—৩

শিদেভের কাছে আমার নামেও কয়েকজন এইরকম মিথ্যে স্ক্যাণ্ডাল করেছিল কিন্তু ধোপে টেঁকেনি, উলটে তারা ঠ্যাঙানি খেয়েছে। জেন্, উই আর পাসিং থ্ৰু এজ ওল্ড প্রিমিটিভ অ্যাণ্ড বারবারাজ ডেজ্‌ ইন দি নেম অফ সো কল্ড সিভিলাইজেসন।

টেরেসার মুখ কুঁচকে ওঠে।

—কারেক্ট, অ্যাবসলুটলি কারেক্ট।

জেন খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকায়।

—শিদেভ তোমায় খুব বিশ্বাস করে, তাই না ?

—ইয়েস, হোলহার্টেডলি হি বিলীভস মি। আর আমিও এই বিশ্বাসের মর্যাদা এখনও রাখতে পেরেছি।

—বাই দি বাই, তোমার শিদেভের সঙ্গে কাল হঠাৎ দেখা হল।

জেন টেরেসার চোখের দিকে তাকাল।

—তাই নাকি ! কি বলল ?

—বেশী কথা হয়নি, মাত্র দু মিনিট অর্থাৎ কুশল বিনিময়।

—আমার কথা কিছু বলল ?

—বলল তুমি কেমন আছ। আর একটা কথা বলল,

জেন সহসা হো হো করে হাসল।

—হাসছ কেন হঠাৎ ?

—মানে একটা কথা যা বলল, তাতেই হাসি পাচ্ছে।

—কি কথা ?

—বলল টেরেসা স্বর্গীয় সুন্দরী, অবশ্য আবেগে বলেছে।

—স্বর্গীয় সুন্দরী !

টেরেসা নিজেও হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

—কথাটা কিন্তু দারুণ বলেছে। তবে আমার সামনে কেমন যেন ক্যাবলার মত।

—তোমার সামনে অনেকেই ক্যাবলা হয়ে যায় তা ওর আর দোষ কি। আর কিছু বলল ?

টেরেসা হাসতে হাসতে বলে।

—না আর কিছু বলার স্কোপ ছিল না, কেননা ও খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল।

জেন হাসল।

—তবে ও খুবই ভদ্র ও মার্জিত।

—শুধু তাই নয় মেয়েদের খুব রেস্পেক্ট দিয়ে কথা বলে।

টেরেসা খুশী হয়ে সংযোজন করে।

—ঠিকই বলেছ।

জেন আবার রাস্তার দিকে তাকায়।

—তুমি একটু বস, একটু কফি আনি।

টেরেসা এগিয়ে যায় রান্নাঘরে।

জেন নিজের চিন্তার মধ্যে ডুব দেয় যেন।

কি ভেবেছিল জেন নিজেকে নিয়ে কিন্তু কি হল!

গ্র্যাজুয়েট হবার আগে তার স্বপ্ন ছিল শিক্ষাকে কেন্দ্র করে জীবনকে গড়ে তুলবে। অশিক্ষা কুশিক্ষা মানুষের ভাল করতে পারে না, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েরা এর শিকারে সহজেই পরিণত হয়। কিন্তু নিজেকে গ্র্যাজুয়েট করে তুলতেই কয়েকটি বছর সময় নিল অর্থাৎ আর্থিক ও পারিবারিক সমস্যা। সেই সমস্যার জালে আটক তার সমস্ত স্বপ্ন আর আদর্শ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার মানসিকতার সঙ্গে তার চারপাশের বর্তমান অস্তিত্বের কোন মিল নেই তবুও বর্তমান অস্তিত্বকে স্বীকার করে চাকরির মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে, সেই সঙ্গে সাংসারিক সহযোগিতাও করতে হচ্ছে।

—জেন, হ্যাভ ইওর কফি।

টেরেসা দু কাপ কফি নিয়ে টেবিলের ওপর রাখে।

—কফি!

জেন ফিরে এল অনেক দূর অতীতের চিন্তারাজ্য থেকে।

—কিছু ভাবছিলে না কি?

—ইয়া, ভাবছিলাম নিজেকেই অর্থাৎ হোয়াট আই হ্যাড বীন, হোয়াট আই থট অ্যাণ্ড হোয়াট আই হ্যাভ বিন নাউ।

জেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

—ডোণ্ট থিংক মাচ জেন, হ্যাভ কফি, ইট উইল বি কোল্ড।

টেরেসা কফিতে চুমুক দেয়।

—ওয়েল, লেট মি হ্যাভ ইট।

জেন কফিতে চুমুক দেয়, চুমুক দিয়ে দিয়ে কফির কাপ নিঃশেষ করে কয়েক মুহূর্তেই।

টেরেসা কফিতে চুমুক দিয়ে জেনের মুখ দেখে কয়েকবার।

—জেন, আই ডু রিয়ালাইজ ইওর প্রবলেম বাট ডোণ্ট থিংক মোর, ডোণ্ট ইনডালজ ইওর অ্যাঙ্কজাইটি ইউ আরণ্ট অ্যালোন। চাকরিজীবি মেয়েদের প্রত্যেকেরই একই সমস্যা, হোয়েদার ম্যারেড অর আনম্যারেড। আমাকেও এই রকম কত পুরুষকে ফেস করতে হয় কিন্তু আমার স্টাফবরন স্পিরিটকে কেউ টলাতে পারেনি।

—কিন্তু সব মেয়েই তোমার মত হতে পারে না। হয় চাকরি যাবার ভয়, নয়ত স্ফূর্তিসুখের জন্য প্রলোভনের ফাঁদে জড়িয়ে যাওয়া।

—তবু চেষ্টা করলে তো ঠিক থাকা যায়।

—যায় না, যায় না টেরেসা, তাহলে তো ভাবনাই ছিল না। বাট আই অ্যাডমায়ার ইউ অ্যাজ ইউ হ্যাভ গট এ ফিক্সড ফ্রেণ্ড হুজ স্ট্রং পারস্যোনালিটি মুভস ইউ টু দ্য লাস্ট ডিগ্রী অ্যাণ্ড সো ফার ইনফরমেশন ইজ কনসার্নড হি ইজ নট মুভড বাই এনি আদার বাট বাই ইউ।

—অ্যাডমিটেড ফ্যাক্ট জেন, তবুও তাকে আমি সব সময় পাই না, রাদার হি ইজ ট্রায়িং টু অ্যাভয়েড মি অ্যাজ হি ইজ নট এসটাব্লিসড।

—ইটস রিয়ালি ট্রেঞ্জ টু মি দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন মুভড বাই এ ম্যান হু হ্যাজ নাথিং বাট হিজ গুডনেস।

—দ্যাট্স এভরিথিং টু মি। ওর চোখে লালসার আগুন দেখি নি, মিষ্টি কথার আড়ালে সাপের বিষাক্ত ক্রিয়া নেই বরং ও হৃদয়ের

আশ্রয়। ও একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। অনেক বলার পর মাত্র চার পাঁচ বার আমার বাড়িতে এসেছিল। অ্যাণ্ড হি অলওয়েজ মেইনটেইন ডিসেন্সি অ্যাণ্ড ডেকোরাম। অবশ্য তিন চার দিন আগে দেখা হয়েছিল, তাতে আমরা দুজনেই দুজনের হৃদয়ের মধ্যে অনেক দৃঢ় হয়ে গেছি।

—আচ্ছা টেরেসা, শিদেভের সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কি করে ?

—ঐ হল এক রকম ভাবে।

—শুনিই না।

—কি হবে আর ভূমিকা নিয়ে।

—তবু শুনি।

—ওয়েল, তাহলে শোন, ব্রিফলি বলছি। ইণ্ডাস্ট্রীয়াল একজিবিসনে ওর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, তা প্রায় বছর দেড়েক হবে। মানে, কতগুলো গ্রামীন শিল্প আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না অর্থাৎ গাইড ঠিকমত বোঝাতে পারছিল না। পাশেই শিদেভ দাঁড়িয়েছিল, খুব স্মার্ট দেখাচ্ছিল ওকে। ওকেই বললাম, আমাকে একটু কাইণ্ডলি জিনিসটা বুঝিয়ে দেবেন। গাইডের কাছে জিনিসটা শুনে আমাকে বুঝিয়ে দিল সহজ করে। তারপর আর কি, নাম টাম ইত্যাদি। তারপর অনেকবার দেখা হয়েছে বাট রিয়ালি ও কেমন যেন খুব বেশী আমার জন্য ইনটারেস্ট দেখাত না। কিন্তু আমি খুব বেশী মুভড হয়েছিলাম। বিকজ হি ইজ স্মার্ট বাট ফ্র্যাঙ্ক। ও নিজের বিষয় কিছুই লুকোয় নি আমার কাছে। এত পুরুষ দেখেছি কিন্তু ওকে ছাড়া আমার কাউকে ভাল লাগে না। কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। কোনদিনও নিজের অভাবের জন্য কোন হেল্প আমার কাছে চায় নি, কোন কাজ পাবার কথাও বলে নি। নিজের ওপর ওর যা নিয়ন্ত্রণ আছে, অনেকে তা ভাবতেও পারবে না। আমার স্যালারি ভাল, আমি একা, তার কোন সুযোগও নেয় নি। ওর গুডনেস তাই আমার কাছে সব, টিল এণ্ড উই মাস্ট বি ইউনাইটেড।

—বি হ্যাপি টেরেসা।

জেন জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়।

অসংখ্য নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে, অনেক দূর থেকে জ্বলছে।

জেন ভাবল, ঐ রকম একটি নক্ষত্রের মত যদি হতে পারত। কিন্তু সবই শুধু ভাবনা, এক গুচ্ছ কল্পনা যা বাস্তবে রূপায়িত হয় না।

—কি ভাবছ জেন, মাঝে মাঝে তুমি আনমনা হয়ে যাচ্ছ।

—ভাবছি নিজেকে নিয়ে। স্বপ্ন ছিল, আমি বড় এক এডুকেশনিস্ট হব, সত্যিকারের সৎ শিক্ষা দেব, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চরিত্র আর মন মহৎ করে তুলব, ভদ্রতা আর সৌজন্যে মানুষকে সরলভাবে স্নেহ ভালবাসার হৃদয় করে তুলব। কিন্তু হোয়াট টু, হোয়াট টু।

জেন যেন অস্থির হয়ে পড়ে।

—আমাদের সব স্বপ্ন সার্থক হয় না। আমার অনেক স্বপ্ন ছিল কিন্তু কি হল, সব ফানুসের মত চুপসে গিয়েছে। শুধু স্বপ্নই দেখি, শুধু স্বপ্নই রয়ে যায়।

—কোয়াইট কারেক্ট, ড্রীম ইজ অলওয়েজ ড্রীম। ইট ক্যাণ্ট বি মেটেরিয়ালাইজড, হাওয়েভার লেট মি লীভ নাউ।

জেন আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাড়াল।

—যাবে তাহলে এখন ?

—ইয়া, সব কিছু আমাকে বজায় রাখতে হবে, অথচ দেরী করে বাড়ি ফেরাও চলবে না। বাড়িতে আমার শান্তি নেই, মাই ক্রুয়েল অ্যাণ্ড নিউরোটিক ফাদার উইল অ্যাবিউজ মি, ইফ আই বি লেট। ও ইট্‌স হরিবল্‌!

—দেয়ার হ্যাজ বীন নো ওয়ে আউট। বেশী ভেব না। পার ত বরং সব কিছু এড়িয়ে চলতে চেষ্টা কর। আই মীন, আনপ্লেজেণ্ট থিংগস।

—তাই করতে হবে। তবু তোমার শিদেভের মত আমার কেউ যদি থাকত, তাহলে হয়ত অনেক উৎসাহ পেতাম।

—দেখ না যদি কাউকে পাও।

—রাবিশ, যে কটাকে দেখলাম সবই প্রায় একই দলের।

—দেন ইউ বেটার ম্যারি।

—তাই দাও আমায়, সিরিয়াসলি বলছি, একটা সত্যিকারের প্রাণপ্রাচুর্য ভরা পুরুষ হয়ত শান্তি দিতে পারবে কিছুটা।

—শান্তি কি আমারই আছে। শিদেভকে পেয়েও ঠিকমত পাচ্ছি না।

—নাঃ, পৃথিবীতে কোথাও কোন শান্তি নেই, কোন ব্যাপারেই শান্তি নেই। তবু তোমার শিদেভ ঠিক আছে, এই তো সান্ত্বনা।

—তা ঠিক। সান্ত্বনা যে আমার শিদেভ ইজ এ্যান ইউনিক।

—যাই এবার, উইস ইউ হ্যাপি লাক।

—দ্য সেম টু ইউ।

—টেরেসা হাসল, দরজা পর্যন্ত জেনকে এগিয়ে দিল।

কোর্ট থেকে বেরিয়ে শিদেভ অবসন্ন মন্থর পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছে।

বিভিন্ন ঘটনাবলীতে মনটা কয়েকদিন ধরেই ভারাক্রান্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ।

যে মক্কেলকে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করেছিল, যাকে সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছিল, যার জন্য দিন নেই রাত নেই, ঝড়বৃষ্টি বন্যা তুচ্ছ করেছিল, যার কাজের জন্য সময়ের হিসেব ছিলনা, যার জন্য খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল, যার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল, সেই মক্কেল মিষ্টি চেহারার ভদ্রবেশী ননীগোপাল সাহার বিশ্বাসঘাতকতা বেইমানি ও নেমকহারামি শিদেভের মনটাকে বড় বেশী আঘাত দিয়েছে।

ঐ মক্কেল সম্পর্কে যাকে সবচেয়ে বেশী ভালবেসেছিল, যাকে সবচেয়ে বিশ্বাস করেছিল, যাকে সবচেয়ে বেশী খাওয়াত, যাকে মনের সব কথা উজাড় করে বলত, যাকে সত্যিকারের বন্ধু ভেবেছিল, সেই

আইনজীবি বাৎসপ্রসাদ অত্যন্ত হীন কদর্য নোংরা বেইমানি, নিমক-হারামি ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে, শিদেভ কল্পনাও করতে পারেনি।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে ভদ্র ঐ দুই ব্যক্তির একই সময়ে ষড়যন্ত্র করে বিশ্বাসঘাতকতা ও বেইমানির ওই ঘটনা সম্পূর্ণরূপে অহেতুক ও অপ্রত্যাশিত।

এই পৃথিবীতে, এই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের এই নানা রঙের ফসল ঝরানো পৃথিবীতে কত ধরনের নোংরামি, বেইমানি ও বিশ্বাসঘাতকতা ঘটে, শিদেভ আবার নতুন করে হিসেব করে। ঐ কদর্য নোংরামি আর বিশ্বাসঘাতকতা ওরা দুজন করবে, শিদেভ মোটেই চিন্তা করতে পারেনি অথচ তাই ঘটে গেল। ওর আন্তরিক আর সততার কাজে এই হল পুরস্কার।

নাঃ আর কারও ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না। এবার থেকে যেই আসুক, আগে ফি পরে কাজ।

ঐ ননীগোপাল সাহাকে শিদেভ কোনদিন একটা সাধারণ মক্কেল বলে মনে করত না। তাকে আপনজনের চেয়েও বেশী ভেবেছিল। সেই ভেবেই আন্তরিকতায় ও তার কাজ করত। বাইরের যে কোন লোক, পুলিস বা কোর্টের লোক জেনেছিল যে শিদেভ কাঞ্জীলাল ননীগোপাল সাহার শুধুমাত্র লইয়ার নয় তার চেয়েও বেশী অর্থাৎ অভিভাবক বন্ধুর মত। ননীগোপাল সাহার আইনের কাজ ছাড়াও পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যার অনেক কাজও শিদেভ করেছিল।

সেই ননীগোপাল সাহা শিদেভের ন্যায্য পারিশ্রমিক কয়েক হাজার টাকা প্রতারিত করে দিল আর ঐ প্রতারণায় প্ররোচনা দিয়েছিল, ওর টাকা দিতে বারণ করেছিল, সবচেয়ে যাকে বিশ্বাস করেছিল সেই আইনজীবি বন্ধু বাৎসপ্রসাদ।

বন্ধু, বিদ্রূপ করে শিদেভ নিজের মনেই হাসল। ও অনেকের বন্ধু হতে পেরেছে কিন্তু ওর বন্ধু কেউ নেই। বরং বন্ধুবেশী বেইমান, বিশ্বাসঘাতক আর প্রতারক ও এখন দেখতে পেল।

বাৎসপ্রসাদের চেহারা দোহারা পাতলা, আধা ফর্সা মত গায়ের রং, মাথার সামনে ঈষৎ টাক পড়তে আরম্ভ করেছে, ছোট ছোট করে ছাঁটা তেল চিক্কন চুল, নাকের একটু নীচে পাতলা সরু গোঁফ, অনেকটা মাছির হুলের মত আর মাছির হুলের মত দাঁত চাপা হাসি।

আইন ব্যবসা ছাড়া মাছির হুলের মতই বাৎসপ্রসাদের কয়েকপুরুষ ধরে হাত দেখা, কোষ্ঠী বিচার, মারণ উচাটন, তুকতাক ও যজমানী ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে ওঠা টাকায় কয়েকখানা বাড়ির মালিক।

মানুষ বা মানুষী ভীষণ দুর্বল তাই ভাগ্য না থাকলেও ভাগ্যগণনায় গ্রহভয়ে ভীত গ্রহশান্তির নির্দেশে তারা অগুণতি টাকা বাৎসপ্রসাদদের হাতে তুলে দেয়। অথচ ঐ অগুণতি বিশ্বাস ও ভক্তি ঈশ্বরের ওপর থাকলে বোধহয় অনেক বেশী সুভাগ্য হত।

কিন্তু সেই সুভাগ্য নেই বলেই বাৎসপ্রসাদের কয়েক পুরুষ দুর্ভাগ্য পীড়িত মানুষের টাকায় কয়েকটা বিশাল ইমারত তৈরী করে বংশধরদের জন্য রেখে গেছে। বংশধররা মহানন্দে সেই ব্যবসা চালিয়ে আরও ইমারত তৈরীর পুঁজি জমিয়ে চলেছে। আর ঐ ইমারত ভাড়া দিয়েই তাদের টাকা আরও উর্ধ্বতন অঙ্কে ব্যাংকে জমা হয়ে চলেছে। শুধু ইমারতের ভেতর ভাড়া দিয়ে বাৎসপ্রসাদেরা ক্ষান্ত হয়নি, বাইরের দেওয়ালও বিজ্ঞাপনদাতার নিকট ভাড়া দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আরও টাকা আর টাকা হলেই হল, যে ভাবেই আসুক।

আর আশ্চর্য ব্যাপার, কোন এক রায়চৌধুরীকে বার্ষিক পাঁচশত টাকায় তিরিশ বছরের চুক্তিতে অনেকগুলো বাড়ির মধ্যে একটি বাড়ির বাইরের দেওয়াল ভাড়া দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেই চুক্তি ভেঙে কোন এক পোয়ালীবাবুকে মাসিক একশত টাকায় ঐ দেওয়ালের এক অংশ ভাড়া দেওয়া হয় অথচ তাকে দখল দেওয়া হয়নি। আর ঐ দখল নিয়ে রায়চৌধুরী বনাম পোয়ালীবাবুর ফৌজদারী ও দেওয়ানি মামলায় বাৎসপ্রসাদ পোয়ালীবাবুর এ্যাডভোকেট হয়ে মামলা লড়ে হেরে গেল।

ঐ মামলায় হেরে গিয়ে চূড়ান্ত অপমানিত হয়েও বাৎসপ্রসাদের এতটুকু লজ্জা বা ঘৃণা হয়নি বরং খ্যাপা শিয়ালের মত খ্যাঁক খ্যাঁক করে রায়চৌধুরীকে দাঁত দেখিয়েছিল।

পাঁক পাঁক।

গাড়ির হর্নের আওয়াজে শিদেভ থমকে দাঁড়াল। অনেকগুলো গাড়ি সারি দিয়ে চলেছে। গাড়িগুলো চলে যেতে দুদিক দেখে শিদেভ রাস্তা পার হল।

হাঁটতে হাঁটতে শিদেভ ঘড়ি দেখল। এখন পৌনে পাঁচটা বেজেছে। টেরেসাব সঙ্গে সাড়ে ছটায় দেখা করার কথা। এতক্ষণ কোথায় ঘুরবে। তার চেয়ে বরং কোন এক বারে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যাক।

হাঁটতে হাঁটতে শিদেভের মনে পড়ে, বাৎসপ্রসাদ কয়েকটা মক্কেল দিয়েছিল। মামলাগুলো খুবই জটিল। ফি চাওয়াতে বাৎস বলেছিল পরে ঠিক দিয়ে দেবে। ঐ মক্কেলদের কাজ করে জিতিয়ে দিয়েছিল কিন্তু ফি পায়নি। পরে জানতে পেরেছিল যে বাৎসপ্রসাদ শিদেভের নাম করে ফিয়ের টাকা নিয়ে নিজেই পকেটস্থ করে দিয়েছিল। অথচ সে শিদেভকে বলেছিল যে ঐ মক্কেলরা টাকা দেয়নি।

শিদেভের আরও মনে পড়ে তিন বছর আগের এক ঘটনা।

পুজোর দুদিন আগে এক সকালে বাৎসপ্রসাদ আর তার বাবা শিদেভের বাড়িতে হন্তদন্ত হয়ে হাজির। কি ব্যাপার? না তার ভাই সত্যপ্রসাদকে পুলিস চুরির দায়ে গ্রেপ্তার করেছে। শিদেভ তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট থানায় ফোন করে জানল ঘটনাটা সত্য।

যা হোক শিদেভ পিতাপুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে সেইদিনই কোর্টে গিয়ে সত্যপ্রসাদকে জামিন করে লকআপ থেকে বার করে আনল তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

সারাদিনের অর্ধাহার আর অত্যধিক পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত শিদেভের

শরীর আর বইছিল না। তবু হাসিমুখে কাজ করে সত্যপ্রসাদকে পিতাসহ বাড়ি পাঠিয়েছিল।

পরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সত্যপ্রসাদকে ঐ চুরির মামলা থেকে বেকসুর খালাস করিয়েছিলে। তার পুরস্কার বাৎসপ্রসাদ নিমকহারামি, বেইমানি, প্রতারণা আর বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা মিটিয়ে দিল।

এ ছাড়াও বাৎসপ্রসাদের জন্য আরও অনেক উপকার করেছিল। সেইসব উপকারের দিনগুলো সে অতি সহজেই ভুলে গেল।

শুধু তাই নয়, ঐ চুরির মামলায় জেতার পর কোর্টের লাইব্রেরির বেয়ারা মুহুরি পিওনদের মাত্র পনের টাকা বকশিস দেওয়া হয়েছিল। সেই পনের টাকা এত বছর পর শিদেভ নিজের পকেট থেকে বাৎসপ্রসাদকে ফেরত দিয়েছিল। আর আশ্চর্য সে সব ভুলে এমনকি স্বাভাবিক আত্মসম্মান ভুলে সেই টাকা হাত পেতে ফেরত নিয়ে তার নোংরা দাঁত বার করে হেসেছিল।

বাৎসপ্রসাদের ঐ দাঁতের ফাঁক থেকে এক ঝলক দুর্গন্ধ বেরিয়ে শিদেভের পেটের নাড়ীগুলোকে যেন গুলিয়ে দিয়েছিল।

শিদেভের মনে হল, বাৎসপ্রসাদ নিজের থু থু নিজেই চেটে নিল।

মনে হতেই শিদেভের সারা মনটা ঘৃণায় রি রি করে নিজের মুখটাকেই যেন কুঞ্চিত করে।

শিদেভ অতীত আর বর্তমান ঘটনাবলী ভাবছে আর ধীরে মন্থর পায়ে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে সহসা ও বন্য আক্রোশে জ্বলে ওঠে। ইচ্ছে হয়, ঐ দুজন বিশ্বাসঘাতক প্রতারকদের বিরুদ্ধে আইনত এ্যাকসন নেয় কারণ ওদের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ ওর হাতে আছে। কিন্তু না থাক, ওরা কুৎসিত বেইমানি, বিশ্বাসঘাতকতা আর নোংরা প্রতারণা করেছে, করুক, ও প্রতিশোধ নেবে না। বরং ওরা নিজেদের পাপ আর অপরাধে নিজেরাই শাস্তি পাবে কারণ ইতিহাস অর্থাৎ নেমেসিস কাউকে ক্ষমা করে না।

বাৎসপ্রসাদ কোর্ট বা আইনজীবিদের নীতি নিয়মশৃংখলা বা এথিক্সও মানেনি। যে কোন মামলায় কোন এ্যাডভোকেট গোড়া থেকে থাকলে বা বরাবর মামলা পরিচালনা করলে সেই এ্যাডভোকেটের পরিবর্তে নতুন কোন এ্যাডভোকেটকে এ্যাপিয়ার হতে হলে রেকর্ডেড এ্যাডভোকেটের কনসেন্ট বা সম্মতি নিতে হয়। কিন্তু বাৎসপ্রসাদ সেই নিয়ম নীতির চূড়ান্ত অপমান করে শিদেভের সম্মতি না নিয়ে ননীগোপাল সাহার মামলায় হাজির হলে ভীষণভাবে ভৎ'সিত হয়েছিল।

ঐ ভৎ'সনায় অপমানিত ক্ষিপ্ত লোভী বাৎসপ্রসাদ হিংসেয় বিদ্বেষে শিদেভের বিরুদ্ধে মিথ্যে কুৎসা ও অপপ্রচার করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই অপপ্রচার টেঁকেনি কারণ যাদের কাছে অপপ্রচার করেছিল তারা আসল ব্যাপারটাই জেনেছিল। উপরন্তু তার এই জঘন্য কুৎসিত মনোবৃত্তি ও নোংরা ব্যবহারের জন্য ঘৃণিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মানুষের চামড়ায় ঢাকা তার মিথ্যে বিদ্বেষ ও এই সর্পিল স্বরূপ বুঝতে পেরে অনেকে তাকে এড়িয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল।

সর্পিল স্বরূপ!

শিদেভ হাসল।

সর্পিল স্বরূপ নয়, বাৎসপ্রসাদ মানুষের চামড়ায় ঢাকা এক জ্যান্ত বিষধর সাপ। সুযোগ পেলেই অহেতুক ছোবল মারে।

শিদেভ আবার ঘড়ি দেখে। মাত্র পাঁচটা বাজল। টেরেসার সঙ্গে দেখা হবে সাড়ে ছটায়। এখনও দেড়ঘন্টা বাকি।

সামনেই এসপ্ল্যানেডের মোড়।

এতক্ষণ আর রাস্তায় ঘোরা যায়না। তার চেয়ে সামনের বারে কিছুক্ষণ বসা যাক। দু এক পেগ ব্র্যাণ্ডি পেটে গেলে মনের এই ভারাক্রান্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা হয়ত পরিবর্তিত হবে।

শিদেভ দ্রুত এগিয়ে সামনের বারে ঢুকে পড়ল। চেয়ারে বসতেই

বেয়ারা ছুটে এল। পুরো দু পেগ ব্র্যাণ্ডির অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেটে টান দিয়ে শিদেভ আবার ভাবল, মক্কেল হয়ত বেইমানি বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কিন্তু একজন আইনজীবি মক্কেলের ব্যাপার নিয়ে আর একজন আইনজীবির প্রতি কি করে বেইমানি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। বিশেষ করে সেই আইনজীবি আবার মক্কেলকে বলেছে শিদেভকে এক পয়সাও দেবেন না, কি আর করবে, রাগ করে ব্রীফগুলো ফেরত দিয়ে দেবে। আমি আপনার কেস বিনা ফিতে করে দেব। ওঃ কতবড় শয়তান ঐ বাৎসপ্রসাদ। অথচ তাকেই ও বন্ধু ভেবেছিল।

বিনা ফি। শিদেভ হাসল। বাৎসপ্রসাদ বিনা ফিতে কাজ করবে, তবেই হয়েছে। ফি না পেলেও তদ্বিরের নাম করে টাকা রোজগার করতে জানে। অর্থাৎ বাঁকা পথ। মিষ্টি হাসি হেসে বাঁকা পথেই তার রোজগার বেশী।

বেয়ারা ব্র্যাণ্ডির দুটো গ্লাস, সোডার বোতল, বাদাম আর পটাটো চীপস ভরা ডিস টেবিলে সাজিয়ে রাখল।

শিদেভ ব্র্যাণ্ডিতে অল্প সোডা ঢেলে এক চুমুকে প্রায় অনেকটা ব্র্যাণ্ডি পেটের মধ্যে চালান করে দেয়। কয়েকটা বাদাম আর এক মুঠো পটাটো চীপস্ মুখে পুরে চিবোয়।

পকেট থেকে টাকা বার করে গুণে দেখল পুরো পঞ্চাশ টাকা আছে। ঘড়ি দেখল, পাঁচটা বেজে দশ মিনিট হয়েছে, ওঃ এখনও অনেক সময় আছে। ছটা সোয়া ছটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। দেখা করার নির্দিষ্ট স্থান এই বার থেকে কাছেই তাই বেশী হাঁটার দরকার হবে না।

অনেকদিন বাদে ব্র্যাণ্ডি পেটে যেতে ব্র্যাণ্ডির প্রতিক্রিয়া ওর রক্তে বয়ে যায়।

আর ঐ অল্লাভ প্রতিক্রিয়ায় মনে পড়ে, টেরেসার কড়া অর্ডার

অর্থাৎ আদেশ মদ্যপান বা ধূমপান করা চলবে না। যদিও ঐসব হয় তাহলে সত্যি কথা বলতে হবে আর হিসেব দিতে হবে।

শিদেভ হাসল। এত দুঃখ আর বঞ্চনার মধ্যেও টেরেসা ওর কাছে এক স্বর্গীয় শান্তির প্রলেপ যেন।

টেরেসা, টেরেসা। ধীরে ধীরে টেরেসা প্রাজ্ঞ অভিভাবিকার মত শিদেভকে শাসন করে সম্মোহিত করেছে আর ও নিজেও ঐ শাসনের সামনে শাসিত প্রজা হয়ে নিজেকেই স্বীকার করেছে।

অবশ্য শিদেভ নিজের কোন কথাই টেরেসার কাছে লুকিয়ে রাখে না এখন।

আজকের এই ব্র্যাণ্ডি আর ধূমপান অবশ্য টেরেসাকে বলতে হবে। বেশ বকুনি খেতে হবে অবশ্য।

কি আর করা যাবে। বকুনি খেতেই হবে।

শিদেভ আবার হাসল।

ঐ ব্র্যাণ্ডির সবটুকু পান করে কয়েক টুকরো বাদাম আর পটাটো চীপস মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে নিভে আসা সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে দেয়।

একটু একটু করে নেশা যেন বাড়ছে।

টেরেসার শাসনে মদ্যপান বন্ধ হয়ে গেছে। ধূমপানও বন্ধ বলা চলে। আর তাই দীর্ঘদিন বাদে মদ্যপান আর ধূমপানে একটু অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু উপায় নেই। সবটুকুই পান করতে হবে নইলে কাছাকাছি যারা আছে তারা হয়ত ওকে ঠাট্টা করবে।

শিদেভ একবার ঢেকুর তোলে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ি দেখল। সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে গেছে।

একটু একটু নেশা হয়ে চোখ দুটো কেমন যেন নিজের কাছেই ছোট মনে হচ্ছে।

আর ঐ মনে হওয়াতে ওর মনে পড়ে, চারবছর আগে দুর্গাপূজার মহাষ্টমী রাত।

রাত প্রায় দেড়টা।

দরজায় প্রচণ্ড জোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ। শিদেভের সঙ্গে বাড়ির অনেকের ঘুম ভাঙে।

দরজা খুলে ননীগোপাল সাহার ছেলে মানা সাহাকে দেখে শিদেভ একটু অবাক হলেও খুব বেশী বিস্মিত হল না। কারণ এই রকম অনেক অনেক রাতেই ননীগোপাল সাহা ওকে ঘুম থেকে তুলে চূড়ান্ত বিরক্ত করেছিল। কারণ তার দুর্ধর্ষ ভাইপো শ্রীধর সাহা। চুরি গুণ্ডামি দাঙ্গা হাঙ্গামা মাতলামো চোলাই মদের কারবার হাফখুন ইত্যাদি নানা গুণাবলীতে স্বনামখ্যাত গুণী। পুলিসের খাতায় সে এক বিখ্যাত ব্যক্তি। অনেক মামলা এমন কি আটক আইন পর্যন্ত তার নামে হয়েছিল কিন্তু শিদেভের অক্লান্ত পরিশ্রমে সব মামলাতেই শ্রীধর সাহা ছাড়া পেয়েছিল।

তাই মানার চোখের দিকে তাকিয়ে শিদেভ ঘুম চোখে প্রশ্ন করেছিল, কি ব্যাপার?

মানা সাহা যা বলল, তার মর্মাথ হচ্ছে, বাবাকে অর্থাৎ ননীগোপাল সাহা আর দাদা অর্থাৎ শ্রীধর সাহাকে দাঙ্গা হাঙ্গামার অভিযোগে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে।

শিদেভ অতরাতেও কোন ফি না নিয়ে আন্তরিকতায় তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে ঐ রাতেই পুলিস অফিসারদের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ করে খুড়ো ভাইপোকে জামিনে ছাড়িয়ে এনেছিল। ঐ রাতে বাৎসপ্রসাদের টিকি দেখা যায়নি। যত বিপদই হোক বাৎসপ্রসাদের দেখা পাওয়া যেত না। কিন্তু শিদেভ কি তার মূল্য পেল, বেইমানি, বিশ্বাসঘাতকতা আর প্রতারনা।

মনে পড়ে দুর্ধর্ষ গুণ্ডা শ্রীধর সাহাকে শিদেভ ওর ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন করেছিল কিন্তু ঐ পরিবর্তন সাময়িক। রক্তে যার রয়েছে

জাতসাপের বিষ তার পরিবর্তন হয় না। সেই সাপের বিষ রয়েছে ননীগোপালের রক্তে তাই প্রতারণা করবেই, প্রতারণার ছোবল মারবেই যা শিদেভের প্রতি করল।

আর ঠিক ঐ ভাবেই বাৎসপ্রসাদ শিদেভকে ছোবল মেরে বিষ ঢেলেছিল কিন্তু জ্বালাতে পারেনি কারণ শিদেভ নীলকণ্ঠ হয়ে ঐ বিষ শুষে নিয়ে হজম করেছিল। বরং ঐ বিষে বাৎসপ্রসাদ আর ননীগোপাল সাহা জ্বলছে আর জ্বলছে।

বিশেষ করে বাৎসপ্রসাদের ধোঁকাবাজা ব্যবসা এখন অনেকে জেনে গেছে। ধর্মের নামে জ্যোতিষী ব্যবসায় যেমন ঠকানো ঠিক আইন ব্যবসার নামে মক্কেল ঠকানো এখন অনেকেই বুঝতে পেরেছে।

তাই ঐ অপমানে বাৎসপ্রসাদের সঙ্গে ননীগোপালও শিদেভের বিরুদ্ধে বিষ উগরে যাচ্ছে কিন্তু কোন কিছু করতে না পেরে ব্যর্থ হিংসায় ছটফট করছে।

মরুকগে যাক, ওরা যা খুশী করুক, বিষ ঢালুক, প্রতারণা করুক, শিদেভ ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করবে না।

শিদেভের একমাত্র শান্তি যে ও কখনও কারও ক্ষতি করেনি। চিরকাল মানুষের ভাল করে গেছে ঠিক তাই করে যাবে। আরও শান্তি যে ও কখনও বিট্রে করেনি।

কিন্তু টেরেসা, টেরেসাও কি ওকে ঠকাবে, বেইমানি করবে? টেরেসাও কি ওকে বিট্রে করবে, ওর বিশ্বাসের মর্যাদা কি ভেঙে চুরমার করে দেবে? না না টেরেসা তা করতে পারে না। অনেক পুরুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েও টেরেসা স্বতন্ত্র নারী। এত বছর বয়স পর্যন্ত নিজেকে ক্লীন রাখতে পেরেছে, নিজের স্বকীয় নারীত্ব রাখতে পেরেছে যা সে নিজেই জোর দিয়ে বলেছিল। এই মেয়ে টেরেসা কখনও ওকে বিট্রে করবে না, ঠকাবে না, প্রতারণা করবে না।

সহসা মনে পড়ে নববর্ষের প্রথম দিনের কতগুলো কথা, যা ওরা দুজনেই বলেছিল। একটা প্রচণ্ড অভিমানে বেশ কিছু দিন শিদেভের

সঙ্গে টেরেসার যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু নববর্ষের শুভদিনে টেরেসাই ওকে ফোন করে অভিমান ভাঙিয়ে ওকে দেখা করতে বলেছিল। সেই কথাগুলোর কিছু কিছু ওর মনে পড়ে।

—না, নৌকায় উঠতে হবে না, জলকে আমার ভীষণ ভয়।

—একবার যাই না নৌকায়, সাঁতার জানি।

—না, যেতে হবে না নৌকায়, বারণ করছি। বললাম না, জলকে আমার ভীষণ ভয়।

টেরেসা ওর হাত টেনে ধরে বারণ করেছিল।

রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়ার পর বিলের টাকা শিদেভ মিটিয়ে দিয়েছিল তাতে টেরেসা বলেছিল,

—আজকেও বিলটা তুমি দিলে।

—তোমার দেওয়া যা আমার দেওয়াও তাই।

শিদেভের এই উত্তরে টেরেসা সুন্দর করে হেসেছিল।

—আমি জীবনকে অস্বীকার করি না, কবব না, তোমাকে ত মোটেই নয়। হৃদয় নিয়ে কোনদিন খেলা বা ব্যভিচার করিনি। কোনদিন করবও না। হৃদয় থাকবে একজনের জন্য আর শরীর দেওয়া হবে আর একজনকে। রাবিশ, ইটস সো আগলি।

শিদেভের ঐ কথার উত্তরে টেরেসা তার সুন্দর চোখ দুটি তুলে হেসে বলেছিল,

—ঠিকই বলেছ।

—আর আমি তোমায় বিশ্বাস করি, রেস্পেক্ট করি, জীবনের শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসের মর্যাদা আর রেসপেক্ট রেখে যাব।

—আমি তা জানি।

—আমি কোনদিন কাউকে ঠকাইনি, বিট্রে করিনি ভবিষ্যতেও করব না। টেরেসা, তোমাকে ত কোনমতেই নয়। যদিও আমাকে অনেকেই ঠকিয়েছে, বিট্রে করেছে।

টেরেসা—৪

—তা জানি। তবে আমিও ত তোমাকে ঠকাতে পারি, বিট্রে করতে পারি।

—কর, তবে তুমি আমাকে কখনও বিট্রে করবে না।

শিদেভ বলেছিল।

অনেক পরিচিত অপরিচিত লোক টেরেসার নামে ওর কাছে আজে-বাজে কথা বলেছিল, কেউ কেউ কুৎসা করেছিল কিন্তু শিদেভ তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিল, তাদের গালাগাল দিয়েছিল আর সেই সব লোক-গুলোকে ভীষণ ঘৃণা করে তাদের এড়িয়ে যেত। কারণ ও পরচর্চা পরনিন্দা পরকুৎসা ভীষণভাবে ঘৃণা করে এসেছে। যেখানে ঐসব আলোচনা হয় সেখান থেকে ও ঘৃণায় সরে যেত।

মনে পড়ে টেরেসার অতি পরিচিত দুজন লোক ওর কাছে টেরেসার নামে অহেতুক নিন্দা ও কুৎসা করাতে দুটো চড় খেয়েছিল, ও তাদের 'শুয়ারের বাচ্চা' বলেছিল। সেই টেরেসা কি ওকে বিট্রে করতে পারে, ঠকাতে পারে।

পৃথিবী বড় খারাপ হয়ে গেছে। বেইমানি আর বিশ্বাসহনতা বেড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে টেরেসা কি নিজের স্বতন্ত্র চারিত্রিক মূল্য রাখতে পেরেছে ?

শিদেভের সংশয় হয়েও সংশয় থাকে না।

না না, টেরেসা তা করতে পারেনা। টেরেসা ওকে কখনও বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারে না, প্রতারণা করতে পারে না, টেরেসা এক স্বতন্ত্র নারী, এক শুভ্র পদ্মফুল।

নেশাটা একটু জমেছে মনে হয়।

শিদেভ একবার মাথাটায় ঝাঁকুনি দিল। না, ঠিকই আছে।

আবার ব্র্যাণ্ডির গ্লাস তুলে সবটুকু নিঃশেষে পান করে বেয়ারাকে ডাকল। ঘড়ি দেখল, ছটা বাজে। আর নয়, এবার বেরিয়ে যেতে হবে।

বেয়ারা বিল নিয়ে এল। শিদেভ দাম মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

টেরেসার আসতে এখনও আধঘণ্টা বাকি।

এইটুকু সময় একটু রাস্তায় ঘোরা যাক তাহলে নেশাটাও কেটে যাবে আর গন্ধটাও কমে যাবে। অবশ্য তাতেও টেরেসার বকুনি থেকে রেহাই নেই।

একটা পানের দোকান থেকে একটা পান কিনে খেল।

পান চিবোতে চিবোতে ধীর পায়ে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে এসে ও দাঁড়াল।

চারদিকে নানা রকমের নানা চেহারার নানা ধর্মের নানা জীবিকার মানুষ মানুষী যাতায়াত করছে। প্রত্যেক লোকই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাতায়াত করছে, তাহলে জীবন আর জীবনের বেঁচে থাকাই আসল উদ্দেশ্য।

শিদেভের মনে হল, এত লোক যাতায়াত করছে বাইরে থেকে মুখ দেখলে মনে হয় না তারা দুঃখী কিন্তু মুখের রেখাগুলো একটু পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় তারা সকলেই একটা না একটা বিষয়ে চাপা দুঃখে দুঃখী। আরও মনে হল, চাপা দুঃখ অথবা প্রকাশিত দুঃখ যাই হোক, সবাই সবাইকে ঐ দুঃখের জন্য দোষারোপ করছে অথচ কেউ নিজের দুঃখের কারণটা যে স্বকৃত হতে পারে, তা স্বীকার করতে চাইছে না।

শিদেভ নিজের দুঃখের সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের দুঃখ মিলিয়ে একটু হালকা হল।

শিদেভ নির্দিষ্ট জায়গার দিকে ধীর পায়ে এগোল।

টেরেসার সঙ্গে আবার দেখা হবে, অনেক গল্প হবে, এমনি অনেক গল্পের মধ্য দিয়ে ওরা পরস্পরের হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি হবে, এই অনুভূতিই ওর সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা যেন ভুলিয়ে দেয়।

নির্দিষ্ট স্থানের কাছে এসে দেখতে পেল, টেরেসা জেনকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর চারদিকে বিশেষ আগ্রহে বারবার তাকাচ্ছে।

শিদেভ টেরেসাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশী। শরীরে আর হৃদয়ে

খুশীর একটা চাপা স্রোত বয়ে চলে যেন। এই মুহূর্তে যত যন্ত্রণা, বিশ্বাসঘাতকতা, বেইমানি আর প্রতারণার দুঃখ, সব ভুলে গেল।

মনে হল, এই কদর্য নোংরা পৃথিবীতেও সৌন্দর্য মাধুর্য আছে। মনে হল, ঐ সৌন্দর্য মাধুর্যে অপার শান্তি আছে।

টেরেসার উপস্থিতি শিদেভকে যেন শক্তি দেয়, কাজ করার উদ্যম আর প্রেরণা দেয়। মনে হয়, টেরেসা এক সান্ত্বনা স্নিগ্ধ হয়ে ঝরে পড়ছে।

শিদেভের একটু মজা করার ইচ্ছে হল। ও চুপি চুপি আড়াল করে টেরেসা আর জেনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

টেরেসার ঘাড়ে একবার ফুঁ দিল।

ঘাড়ে ফুঁ পড়তেই টেরেসা চমকে উঠে পেছনে তাকিয়ে শিদেভকে দেখে হেসে বলল,

—এটা আবার কি হল?

—এই একটু মজা করলাম।

শিদেভ হাসল।

টেরেসা শিদেভকে দেখে দারুণ খুশী কিন্তু খুশীর উচ্ছাস চেপে হেসে বলল,

—জেনকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

—ভালই করেছ। তা এখন কি করা যায়?

—কি আর করা যায়। আমাদের তিনজনের কোথাও বসা যাক খিদে পেয়েছে।

টেরেসা হাঁটতে হাঁটতে বলল। সহসা শিদেভের চোখের দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকিয়ে সন্দেহে প্রশ্ন করে,

—তুমি আবার খেয়েছ?

—হ্যাঁ মানে ইয়ে।

শিদেভ টেরেসা আর জেনের মাঝখানে এসে হাঁটতে হাঁটতে অপরাধীর মত মাথা চুলকোল।

—কতটা খেয়েছ, কত খরচা হয়েছে ?

—এই মাত্র দু পেগ, পনের টাকা মত খরচা হয়েছে।

—আবার খেলে কেন ? বারণ করেছিলাম না।

—কেন খেলাম, মানে মেজাজটা ভাল ছিলনা।

—কেন মেজাজ ভাল ছিলনা ?

জেন আড়চোখে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় যেন।

—সে এক মহাভারত,

শিদেভ হাঁটতে হাঁটতে আবার মাথা চুলকোল।

—তোমার মহাভারতটা কি শুনি।

টেরেসা শিদেভের গা ঘেঁসে ওর দিকে তাকাল।

—বলছি, সবই বলব তোমাকে, কোথাও বসে বলব।

—তা কোথায় বসবেন ?

জেন বলল।

—যেখানে খুশী, মানে আপনারা যেখানে বসবেন।

শিদেভ পায়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে দুজনের দিকে একটু বেঁকিয়ে তাকাল।

—তাহলে সামনের এই রেঁস্তরায় বসা যাক।

জেন বলল।

– আপনার প্রস্তাব সমর্থন করলাম, তাড়াতাড়ি চলুন।

শিদেভ দ্রুত হেঁটে সামনের রেস্টুরেন্টে ঢুকে কোণের দিকে টবিলের সামনে চেয়ারে ধপ করে বসল।

টেরেসা জেনকে সঙ্গে নিয়ে টেবিলের সামনেঃ চেয়ার টেনে বসতেই বয়ারা খাদ্য তালিকা নিয়ে সামনে এল।

টেরেসা খাদ্য তালিকা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে অর্ডার দেয়,

—তিন প্লেট চিকেন স্যাণ্ড উইচ, একটা ড্রাই চিকেন রোষ্ট আর দুটো কফি পরে দিও।

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

—একটা ড্রাই চিকেন রোস্ট বললে কেন? আমরা তিনজনে রয়েছি।

—ওটা স্পেশ্যাল তোমার জন্য কারণ ড্রিংক করে এসেছ অথচ ফুড খাওনি তাই।

টেরেসা উত্তর দেয়।

—তা ঠিক বলেচ। তবে আমি একা খাব আর তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নজর দেবে, আমার পেট খারাপ হবে।

—আপনি বড় অসভ্য।

জেন সোজা শিদেভের দিকে তাকাল।

—যা বলেন তাই। আপনাদের মত ডবল সুন্দরীদের সামনে শুধু আমি কেন পৃথিবীর যাবতীয় পুরুষ অসভ্য হবে।

শিদেভ হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

—আঃ খালি ফাজলামো। এখন বল তোমার মেজাজ কেন খারাপ হয়েছিল মানে ঐ মহাভারত।

টেরেসা উৎসুক হয়ে টেবিলে কনুইয়ের ওপর ভর দিল।

শিদেভ একটু গম্ভীর হয়ে ননীগোপাল সাহা আর বাৎস্যপ্রসাদের জন্য অক্লান্ত খাটুনি আর তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, কদর্য বেইমানি আর নোংরা প্রতারণা বলতে আরম্ভ করে।

ওর কথা বলার মাঝখানে বেয়ারা ট্রেতে করে খাবারের প্লেট ও জলের গ্লাস এনে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখে।

—কফি পরে দিও।

জেনের কথা শুনে বেয়ারা চলে গেল।

টেরেসা চিকেন রোস্টের আর স্যাণ্ড উইচের প্লেট শিদেভের সামনে এগিয়ে দেয়।

—খাও, খেতে খেতে তোমার মহাভারত শুনি।

শিদেভ চিকেন রোস্টের প্লেট থেকে কয়েক টুকরো রোস্ট টেরেসা আর জেনের চিকেন স্যাণ্ড উইচের প্লেটের ওপর রাখে।

—এটা কি হল ?

জেন চোখ বড় করে তাকাল।

—এক টেবিলে ত পৃথ ক ফল হয়না, তাই সবাই, মানে আমরা ত্রয়ী শেয়ার করে খাই।

শিদেভ হেসে উত্তর দিয়ে চিকেন রোস্ট মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে খুব দ্রুত সংক্ষিপ্ত করে ঐ ঘটনাগুলো বলে।

—দে আর বীস্ট।

জেন ঘৃণায় বলে উঠল।

—দে মাস্ট বি পানিশ্‌ড্‌ বাই দেয়ার ওউন ডীড্‌স এ্যাজ নেমেসিস ডাজনট কনডোন এনি ওয়ান।

—বীস্ট কখনও বিট্রে করেনা মিস জেন স্পার্ক। দে আর স্নেকস্‌ এ্যাণ্ড অলওয়েজ স্নেকস।

শিদেভ ঘৃণায় মুখটা কুঞ্চিত করে।

—কারেক্ট, এটা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে। একটা সাপ নির্জীব মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। একটা লোকের তাই দেখে দয়া হল, সাপটাকে শুশ্রূষা করে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করে তুলল কিন্তু আশ্চর্য সাপটা সুস্থ হয়ে সব উপকার ভুলে লোকটাকেই কামড়াতে গেল। অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ ও কৃতঘ্ন অর্থাৎ সাপের এই স্বভাব।

টেরেসাও ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে। ঐ কুঞ্চনে তার সুন্দর মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে।

—তুমি ঠিকই বলেছ।

শিদেভ চিকেন স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বলল।

—অবশ্য তোমার কিছু করতে হবেনা, ওরা ঠিক একদিন নিজেদের পাপে শাস্তি পাবে, যেমন ঐ সাপটা পেয়েছিল।

টেরেসা খেতে খেতে শিদেভের মুখের দিকে তাকাল।

—লেট্‌স স্টপ দ্যাট বাস্টার্ডস্‌ টপিক্‌স। আই হেট টু টেক এনি লিগাল এ্যাকশন এগেইনস্ট দোজ স্কাউণ্ড্রেলস।

শিদেভ হঠাৎ উত্তেজিত হয়।

—দ্যাটস বেটার।

টেরেসা একগ্লাস জল খেয়ে ঢেকুর তোলে।

শিদেভ এক ঢোঁক জল খেয়ে রোস্ট চিবিয়ে হাড়টা ফেলে দেয়।

সামনেই রূপের আগুন নিয়ে দুই বিদুষী রূপসী ওর সংগে কতাবার্তা বলছে। ঐ দুই সুন্দরীর রূপের আগুনে জ্বালাকর তাপদাহ নেই আছে স্নিগ্ধকর স্নেহের মমতা। শিদেভের মনে হল, এই দুই সুন্দরীর সান্নিধ্য, ওর ভারাক্রান্ত আর উত্তেজনাভরা মনে এক শীতল স্পর্শ। এই বেইমানি আর নোংরা বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণায় ওরা দুজনে ওদের এই কিছুক্ষণের উপস্থিতি দিয়ে ওকে এক নতুন প্রেরণা যেন দিয়েছে। এই অনুভূতি হতেই ওর মনে পড়ে, আজ রাত আটটার সময় এক নতুন মক্কেল আসবে। মনে পড়তেই ঘড়ি দেখল, সোয়া সাতটা বেজেছে।

—আমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে হবে, একটা নতুন মক্কেল আসবে।

শিদেভ দ্রুত খেতে খেতে বলল।

—কিন্তু এবার ভুল করবেন না। আগে ফি নিয়ে নেবেন। তারপর কাজ বা অন্য কথাবার্তা।

জেন শিদেভকে যেন শপথ করায়।

—নিশ্চয়!

শিদেভ হাড় থেকে মাংসটা খুলে মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল।

মাংস খেতে খেতে শিদেভের মায়ের হাতের রান্না মনে পড়ে। মাংসের কোর্মা, চিংড়ি মালাই, মোচার ঘণ্ট, ইলিশ মাছ ভাজা, শুক্তো ইত্যাদি।

ওঃ কতদিন ঐ রান্না খাওয়া হয়না বিশেষ করে শুক্তো আর ইলিশ মাছ ভাজা।

খাওয়া হয়ে গেলে শিদেভ বেসিনে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে রুমাল দিয়ে হাত মুখ মুছে চেয়ারে ফিরে পিছন হেলান দিয়ে বসল।

—সোজা হয়ে বস। কতবার ত বলেছি সোজা হয়ে বস, এই কথাটা শোনা হয়না কেন ?

টেরেসা শাসন করে।

—আমার কোমরে ব্যথা।

শিদেভ সোজা হয়ে বসার একটা চেষ্টা দেখাল।

—অমনি কোমরে ব্যথা, একটা কথা বললে যদি শোন।

টেরেসা রাগতভাবে বলল।

—তোমার কোন্ কথাটা শুনিনা। সবই ত শুনি, যা বলছ তাইত করি। তোমার কাছে আমি দিনদিন যেন কেমন ক্যাবলা হয়ে যাচ্ছি।

শিদেভ কোনদ্দিকে না তাকিয়ে বলল।

—ক্যাবলা !

জেন হো হো করে হাসল।

টেরেসাও সেই হাসিতে যোগ দিল।

বেয়ারা দু কাপ কফি নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে শূন্য প্লেট আর গ্লাস নিয়ে চলে গেল।

টেরেসা আর জেন কফির কাপে চুমুক দেয়।

শিদেভ কিছুক্ষণ চুপচাপ ওদের দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,

—টেরেসা অনেকদিন কতগুলো দিশী রান্না খাওয়া হয়না, মানে শুক্তো আর ইলিশ মাছ ভাজা।

—শুক্তো আর ইলিশ মাছ ভাজা খেতে অবশ্য খুবই প্যালেটেব্ল।

জেন কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল।

—আপনি খেয়েছেন তাহলে ?

—হ্যাঁ খেয়েছি, আমাদের এক বন্ধুর বাড়ি।

—তাহলে ত আপনি জানেন কেমন টেস্ট।

—অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ।

—তোমার ঐসব খেতে খুব ইচ্ছে করে বুঝি।

টেরেসা কফিতে চুমুক দিয়ে শিদেভের চোখে চোখ রাখল।

—তা ইচ্ছে করে, মানে ইচ্ছে করে বলেই বললুম।

—আচ্ছা রান্না করে দেব।

টেরেসা আন্তরিকতায় বলে।

—তুমি রান্না করতে পার, কচু পার।

শিদেভ টেরেসাকে খ্যাপাতে চাইল।

—হ্যাঁ কচু পারি, খেয়েই দেখ, আমার রান্না কেমন হয়।

—সত্যি!

—হ্যাঁ সত্যি। আমি ত রোজই নিজে রান্না করে খেয়ে অফিসে যাই। সেটা কি তুমি জাননা?

টেরেসা কফির কাপ শূন্য করে টেবিলে নামিয়ে রাখে।

—ইয়ে মানে জানি—

—শিদেভ মাথা চুলকোল।

বেয়ারা বিল নিয়ে আসতে শিদেভ পকেট থেকে টাকা বার করে বিল মিটিয়ে দেয়।

জেন দ্রুত কফি পান করে খালি কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখে।

শিদেভ খুব খুশী।

টেরেসা ওকে রান্না করে খাওয়াবে কিন্তু টেরেসা কি সেই চিরস্থায়ী স্বীকৃতি দেবে। মনে হয় দেবে। বিশেষ করে টেরেসার শাসন জীবনের ওপর একটা স্পষ্ট স্থায়ী দাগ এঁকে দিয়েছে।

এই সন্ধ্যায় এই তুজন সুন্দরীর উপস্থিতি আর কথাবার্তা ওকে বিচলিত করে ওর সমস্ত যন্ত্রণা তুঃখ ভুলিয়ে একটা মিষ্টি আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। সেই আবেগে শিদেভ যেন গান গেয়ে ওঠে,

—এই সন্ধ্যাটা যদি শেষ না হত।

—ভালই হত কিন্তু আপনার ত আবার আটটার সময় এক নতুন মক্কেল আসবে।

জেন উঠে দাঁড়িয়ে হাসল।

—হ্যাঁ তা আসবে আর মক্কেলও দরকার নইলে পেট চলবে কি করে।

শিদেভ উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে যেতে উদ্যত হয়।

—তা যা বলেছেন পেটই হল আসল ব্যাপার।

জেন ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল।

—এখন তাহলে চলা যাক। একদিন বরং তাড়াতাড়ি আসুন। কোথাও বসে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

—বেশ ত হবে একদিন।

জেন মিষ্টি করে হাসল।

—চল এবার, তোমার আবার দেরী হয়ে যাবে।

টেরেসার সঙ্গে শিদেভ আর জেন বেরিয়ে পড়ে।

—ডোণ্ট কাম টু মি।

টেরেসা প্রায় চীৎকার করে।

—ডোণ্ট কাম, হা হা হা!

জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জী চিবিয়ে চিবিয়ে হাসল।

—নো নো, ডোণ্ট কাম ফারদার।

টেরেসা আবার চীৎকার করে।

রাত্রির স্বচ্ছ পোষাকে ঢাকা তার ভরা যৌবন বারবার ফুলে ফুলে ঢেউ তুলছে।

সামনেই ঘৃণিত পশুর মত পাশবিক মত্ত হিংসায় শরীরের পাশবিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জী এগিয়ে আসছে। শিদেভের প্রস্তাবনায় টেরেসার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই তার ভরা রূপ যৌবন সৌন্দর্য নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে ভোগের উত্তেজনায় তৃপ্ত হবার সুযোগ জ্যোতিপ্রিয় খুঁজছিল। সুপ্ত কামনার্ত লালসায় কখনও কখনও উত্তেজনার আধিক্যে টেরেসাকে ভেবে স্বগত ক্রীড়ায় তৃপ্ত হতে চেষ্টা করত।

অনেক দিন ধরেই টেরেসার ঘরে ঢোকার সুযোগ জ্যোতিপ্রিয়

খুঁজছিল কিন্তু পারে নি। তার যাওয়া আসার সময়ের, তার একাকিনী জীবনের কর্মধারার খবর রাখত। আজ এই রাতে বন্ধুর ছদ্মবেশে ঘরে ঢুকে জ্যোতিপ্রিয় আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেয়েছে।

টেরেসা একা তার সামনে। এখানে, এই ঘরে, এই ফ্ল্যাটে আর কেউ আসবে না। জ্যোতিপ্রিয় হাসল, প্রাণভরে হাসল।

একাকিনী নারী টেরেসা দৈহিক শক্তিতে জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গে তুলনীয় নয়।

দরজা খুলে টেরেসা মস্ত বড় ভুল করেছে। ভাবতে পারে নি এই পরিস্থিতি, ঘরে ঢুকে জ্যোতিপ্রিয় একটি মুহূর্তে ভদ্র বেশের আবরণ খুলে দেঁতো হেসে প্রতারণা করবে, ভাবতেও পারে নি জ্যোতিপ্রিয় বন্ধুর ছদ্মবেশে ঘরে ঢুকে তার আসল পাশবিক রূপ দেখাবে।

এ ভুল শোধরাবার আর কোন পথ দেখা যায় না। টেরেসা দু হাতে মুখ ঢাকে।

পালঙ্কিত শয্যার এক প্রান্তে সরে যায়। কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় দরজাটা পেছনে রেখে টলতে টলতে খাটের সামনের প্রান্তে এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়, টেরেসার সুন্দর মুখে আতঙ্কিত উৎকণ্ঠা, দু হাতে ঢলঢল যৌবন ঢাকার প্রয়াস দেখে নিজেও একটু আনমনা কিন্তু তা ক্ষণিক, আবার এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে,

—টেরেসা, আমি তোমাকে চাই, তোমার রূপ যৌবনে আমি মুগ্ধ। আই লাভ ইউ। আমি তোমাকে সব দিক দিয়েই সুখী করব। শিদেভকে ভুলে যাও, কি আছে ওর, চোথা কতগুলো ডিগ্রী ছাড়া, একটা পয়সাও যে রোজগার করতে পারে না।

—শাট আপ, চুপ কর ইতর!

টেরেসা তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়।

আতঙ্ক ক্রোধ উত্তেজনায় আর ঘৃণায় তার সারা শরীর কাঁপছে। যূথহারা সরল হরিণীর কোমল মাংস থাবলে নিতে ঘৃণ্য লালসার জানোয়ার দাঁত আর নখর শানাচ্ছে।

—শাট আপ, হা হা হা !

জ্যোতিপ্রিয় চিবিয়ে চিবিয়ে হাসে।

—এখন তোমাকে সত্যি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে খসে পড়া দুর্লভ এক নক্ষত্র। আঃ, সারা জীবন বুকে জড়িয়ে রাখতে ইচ্ছে করছে।

—স্কাউণ্ড্রেল, বীস্ট।

টেরেসা তার অশ্লীল কথাগুলো সহ্য করতে পারে না, কানে যেন গলিত জ্বলন্ত সীসে ঢেলে দিচ্ছে।

—বীস্ট।

জ্যোতিপ্রিয় দাঁত বার করে হাসে।

—তুমি শিদেভকে চাও, তাকে ভালবাস কিন্তু সে তোমাকে মোটেই পছন্দ করে না। তা যদি করত, তাহলে তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে উপেক্ষা করত না, এতদিন তোমাকে ওর ঘরে নিয়ে যেত, এড়িয়ে যেত না, তাছাড়া সেও আমার মত মাতাল, হা হা হা, আমার মত লম্পট, হা হা হা !

—ওঃ, কি শয়তান !

টেরেসা দু হাতে কান চাপে, শিদেভের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ, জ্বলন্ত আগুনের মত যন্ত্রণা।

জ্যোতিপ্রিয় টেরেসাকে আবার খুঁটিয়ে দেখে, দৃষ্টি দিয়েই তাকে যেন লেহন করে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে ফিসফিস করে,

—টেরেসা এত মেয়ে ঘাঁটলুম কিন্তু তোমাকে দেখার পর থেকে সব রাতেই তোমায় ভেবেছি, তোমাকে কত ভালবেসেছি তা আমিই জানি। তোমার এই সুন্দর দেহ, তোমার ঐ টানা চোখ, তোমার ঐ চুল, আমাকে এত মুগ্ধ করেছে যে এক মুহূর্ত তোমাকে ভুলতে পারি নি। ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, এমন কি জেগে থেকেও যেন তোমার মধ্যে ডুবে আছি আর খুঁজেছি।

—সিলি, সিলি !

টেরেসা চীৎকার করে সরে যায়।

কিন্তু কোথায় যাবে।

একটা প্রমত্ত দানব তার নগ্ন কামনার্ত জিঘাংসায় অশ্লীল লালসা তৃপ্ত করতে ছুটে আসছে।

টেরেসার সারা শরীর কাঁপছে, জোর করে তার স্বচ্ছ পোষাক বাঁধে। একটু পাশে টিপয়ের ওপর টেলিফোনের ওপর নজর পড়তে দানবের হাত থেকে পরিত্রাণের আলো দেখতে পায় যেন। একটু নীচু হয়ে টিপয়ের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপায়।

—সিলি, হা হা হা! যাবৎ জীবন সুখং ভবেৎ, হা হা হা, জীবন শুধু ভোগের। টেরেসা, এনজয় ইওর লাইফ, আজ এখন তুমি শুধু আমার। কাছে এস, টেরেসা—

জ্যোতিপ্রিয় টলতে টলতে এগিয়ে যায়। তার নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ঘরের বাতাস ভারী করে তুলেছে।

বিপর্যয়ের মুখোমুখি টেরেসা বোধ হয় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারবে না।

জ্যোতিপ্রিয় এগিয়ে আসছে বীভৎস মৃত্যুর মত।

টেরেসা ছুটে এক পাশে সরে যায়, দরজার দিকে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু জ্যোতিপ্রিয় দরজার দিকে পিঠ রেখে খাটের প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

টেরেসা ফোন দেখছিল, জ্যোতিপ্রিয় ঘুরে দাঁড়াতে একটু সময় পায়, ছুটে এসে ফোন ধরবার আগে জ্যোতিপ্রয় আবার তেড়ে আসে। টেরেসা আবার সরে যায়। জ্যোতিপ্রিয় আবার থমকে দাঁড়িয়ে হাই তোলে। টেরেসার নম্র সুরভিত মদির শরীরের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি ভঙ্গী জ্যোতিপ্রিয়কে উত্তেজিত করে তোলে। কামনার আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছে। ভীত-ত্রস্ত টেরেসার স্বচ্ছ নৈশ পোষাক ভেদ করে শরীরের আঁকা-বাঁকা ভঙ্গী দেখে দেখে চোখ মুদে আসে জ্যোতিপ্রিয়র।

ঐটুকু সময়ের সুযোগ হারায় না টেরেসা। নীচু হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে

টেলিফোন তুলে ডায়াল করে চাপা কণ্ঠে অতি দ্রুত শিদেভকে জানিয়ে দেয় তার বিপদ, একাকিনী নারীত্বের মর্যাদা ভয়ঙ্কর পাশবিকতার মুখোমুখি যা কয়েক মুহূর্তেই, হয়ত এখনই, তার সারা নারী জীবনের সযত্ন রক্ষিত স্থির পবিত্রতা ও শিদেভের জন্য সঞ্চিত মানসিকতা আর গভীর শ্রদ্ধাকে হত্যা করবে মানুষরূপ এক জঘন্যতম শ্বাপদ।

আবার ডায়াল করে পুলিসকেও জানায়।

ফোন ছেড়ে টেরেসা জ্যোতিপ্রিয়কে দেখে।

চোখ মুদে জ্যোতিপ্রিয় দাঁত বার করে হাসছে।

পরমুহূর্তে তাকাল জ্যোতিপ্রিয়, আঃ, টেরেসা যেন এক দেহে সব রূপ নিয়ে ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে।

জ্যোতিপ্রিয় প্রায় কাছাকাছি আসে, তার পাশবিক তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দিত দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আর চোখের ঘোলাটে পঙ্কিল দৃষ্টি সাপের মত পাক দিচ্ছে, ঠোঁট থেকে অস্ফুট ভিজে ভিজে সীৎকৃত আওয়াজ।

টেরেসা চীৎকার করে অতি দ্রুত সরে যায়। আতঙ্কের পরিবর্তে উত্তেজনা হঠাৎ স্নায়ুতে পাক দেয়। নিজেকে বাঁচাতে হবে যে করেই হোক, রক্তে তার স্রোত। কিছুতেই না। এই ঘৃণ্য জিঘাংসার লালসা থেকে তার অনাস্বাদিত নারীত্বকে বাঁচাতেই হবে।

কে যেন তার মধ্যে পথের ইশারা দেখায়। সেই ইশারায় নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় খুনের উত্তেজনা মাথায় ঘুরছে যেন। আঃ, দরজার কাছে যদি যাওয়া যেত, টেরেসা চেষ্টা করেও পারে না। তবু যেমন করেই হোক, এই হিংস্র শৃগালের মাংসলোলুপ থাবা থেকে নিজের মর্যাদা রাখতে হবে।

জ্যোতিপ্রিয় আরও কাছে এসে দু হাতে তার পোষাক খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, রোমশ গা থেকে এক ঝলক দুর্গন্ধ বেরিয়ে বিষাক্ত করে তোলে ঘর, পুরোপুরি আদিম হয়ে সে আদিম রিপুর জঘন্য তৃপ্তি মেটাবে।

কিন্তু না; টেরেসা হাতের নাগাল থেকে সরে যায় আবার, দরজার

দিকে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু দরজার দিকেই পিঠ রেখে তার মুখোমুখি যেন এক জানোয়ার রক্তমাংসের ক্ষুধা নিয়েই জ্বলছে।

—না না, কিছুতেই না।

টেরেসা তীব্র চীৎকার করে মুখ ঢেকে আবার তাকায়।

কিন্তু তার চীৎকার এখান থেকে কেউ শুনতে পাবে না, কেউ তার আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে প্রস্তুত নয়।

—চীৎকার করে কোন লাভ নেই সুন্দরী, কেউ আসবে না।

—ওঃ, ঈশ্বর।

—ঈশ্বর। ডাকতে পার ঈশ্বরকে। হা হা হা, ঈশ্বর নামে কোন রাস্কেল নেই, থাকলে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যেত। যুগে যুগে তোমার মত অসংখ্য অসহায় মেয়েই ঈশ্বরকে ডেকেছে কিন্তু ঈশ্বর কাউকে বাঁচায় নি। হা হা হা, ঈশ্বর!

জ্যোতিপ্রিয়র নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ছড়িয়ে শয়তানের রাজ্য করে তুলেছে, সে এগিয়ে আসছে। পাশবিক লালসা চরিতার্থ করতে শুধু কিছুক্ষণের অপেক্ষা।

টেরেসা বোধ হয় উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলবে, কতক্ষণ এই রাক্ষসটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে। চীৎকার করেও কাউকে আকৃষ্ট করা যায় না। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করলে ভিতরের আওয়াজ বাইরে শোনা যায় না।

শিদেভ কতক্ষণে আসবে।

মৃত্যুর বিভীষিকার মত জ্যোতিপ্রিয় থাবা দিতে এগিয়ে আসছে।

টেরেসা :খাটের প্রান্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁপায়, ফুলে ফুলে উঠছে তার নাসারন্ধ্র, দীর্ঘনিঃশ্বাসে আন্দোলিত তারুণ্যঢল বক্ষ। কেমন করে নিজেকে বাঁচাবে, কি দিয়ে বাধা দেবে। ক্ষিপ্র পায়ে সে জানলার ধারে এসে জানলাটা খুলে ফেলে।

সুইচটা কোথায়, জানোয়ারটা আলোটা নেভাতে চাইল।

টেরেসা আবার চারদিকে তাকায়।

মাথায় তার খুনের আগুন হঠাৎ জ্বলে উঠল। ঐ তো জানলার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে একটা মোটা হাত দেড়েক রুল। টেরেসা ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে ওটাই হাতে তুলে নেয়, আর ঠিক সেই মুহূর্তে জ্যোতিপ্রিয় টেরেসার একটা হাত ধরে শক্ত করে চাপে।

আঃ, শিদেভ আসছে না কেন, কতক্ষণ তো হল, তার বিপদ টেলিফোন করে জানিয়েছে, না পুলিস না শিদেভ কেউ আসছে না।

—ছেড়ে দাও, সেভ মি, কে আছ, বাঁচাও আমাকে।

টেরেসা আর্ত চীৎকার করে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে।

—দেয়ারস নান টু সেভ ইউ। হা হা, এখন তুমি শুধু আমার। ইউ উইল বি নাউ মাই কুইন। তুমি টাকা পাবে, সুখ পাবে, যা চাইবে তাই পাবে, তোমাকে আমি সারা জীবন আদরে আদরে ঢেকে রাখব, লেট আস এনজয় ইচ আদাব।

জ্যোতিপ্রিয় টেরেসার হাত ধরে আরও টেনে আনে।

উঃ, কি দুর্গন্ধ।

টেরেসার যেন বমি আসে, নিজেকে ছাড়াবাব চেষ্টায় আর কোন উপায় না দেখে একটু আলগা করে সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে দু হাতে রুল চেপে অতর্কিতে জ্যোতিপ্রিয়র মাথায় তীব্র আঘাত করে।

—আঃ।

অতর্কিত আঘাতের তীব্রতা সামলাতে না পেরে জ্যোতিপ্রিয় ছিটকে পড়ে গিয়েই উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে।

কিন্তু টেরেসার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠেছে, নতুন করে গায়ের শক্তি ফিরে পেয়ে নিজের নারীত্বের মর্যাদা রাখতে নরপশুকে লুপ্ত করতে চাইল। টেরেসা আবার আঘাত করে জ্যোতিপ্রিয়র মাথায়, অতি ক্ষিপ্র, সমস্ত শক্তি দিয়ে উপর্যুপরি রুল দিয়ে মার দেয় তার মাথায়, পিঠে, ঘাড়ে, হাতে, পায়ে, সামনে থেকে, পেছন থেকে, পাশ থেকে, চারদিক থেকে। জ্যোতিপ্রিয়কে কোন সুযোগ দেবে না সে উঠে দাঁড়াবার নিমেষে তার হাতের রুল শুধু ব্যবহৃত হচ্ছে।

জ্যোতিপ্রিয়র মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে।

টেরেসা ক্ষান্ত হয় না, ঐ রক্ত তাকে আরও সাহস আর উত্তেজনা জোগায়, বার বার রুল চালায়।

দানবিক জিঘাংসা আক্রান্ত টেরেসা শারীরিক পবিত্রতা বাঁচাতে প্রতিহিংসায় মত্ত।

তার সুন্দর মুখ উত্তেজনায় রক্তিম, আর কোন চিন্তা নেই, ভয় নেই, একমাত্র জ্যোতিপ্রিয়কে নিস্তেজ করা ছাড়া। টেরেসা যেন বর্তমান পৃথিবীর অস্তিত্বে নেই, যেন নরকের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

জ্যোতিপ্রিয় টেরেসার প্রতিরোধ থেকে নিজেকে ছাড়াবার বাঁচাবার চেষ্টা করে কিন্তু অপরাধের পাপে শরীরে ও মনে দুর্বল হয়ে গেছে, তাই আর উঠতে পারে না, ক্রমশ রক্তপাতে নেতিয়ে পড়ে। বীভৎস দেখাচ্ছে তার মুখ।

টেরেসা সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার জ্যোতিপ্রিয়র মাথায় আঘাত করে।

জ্যোতিপ্রিয় একবার উঠে টলতে টলতে টেরেসার হাত ধরে টানে কিন্তু টেরেসা নিজেকে ঝটকা মেরে ছিনিয়ে নিয়ে আবার জ্যোতিপ্রিয়র মাথায় তীব্র হয়ত বা শেষ আঘাত করে। জ্যোতিপ্রিয়র কণ্ঠ থেকে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ বের হয়, তার পরেই ছিটকে পড়ে, একেবারেই নেতিয়ে গেছে শরীর, সারা মুখ রক্তে ভরে গেছে, গা বেয়ে রক্ত মেঝেতে গড়িয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

টেরেসার গায়েও রক্ত ছিটকে পড়েছে।

দরজায় শব্দ।

—দরজা খুলুন. দরজা খুলুন।

টেরেসা যেন নিজেকে ফিরে পায়।

এই মুহূর্ত প্রতিক্ষণেই আশা করছিল। রুলটা ফেলে ছুটে দরজা খোলে, সামনেই পুলিস।

—আমাকে বাঁচান, এই লোকটা, দিস বীস্ট ওয়ান্টেড টু রেপ মি,

ট্রায়েড টু স্ন্যাচ অ্যাওয়ে মাই ওম্যান চেসটিটি। আমার আত্মরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না, ঐ রুলটা ছাড়া।

টেরেসা প্রায় কেঁদে ফেলে, আতঙ্ক উৎকণ্ঠা ক্রোধ আর উত্তেজনায় হয়তো ভূমিতলে লুটিয়ে পড়বে।

পুলিস কর্মচারীরা টেরেসার পাশ দিয়ে ঘরে ঢোকে।

সামনেই জ্যোতিপ্রিয় রক্তের মধ্যে বীভৎস হয়ে শুয়ে আছে, কোন চেতনা নেই। পুলিসের মধ্যে একজন উবু হয়ে বসে জ্যোতিপ্রিয়র শরীর দেখল আর স্বগতোক্তি করল।

—হি ইজ এক্সপায়ারড।

—হ্যাভ এ লুক, পরণে শুধু আণ্ডারওয়ার।

আর একজন পুলিস ফিস ফিস করে।

শিদেভ ত্রস্ত পায়ে ঘরে এল।

—শিদেভ এতক্ষণে এলে? আমার মর্যাদা রেখেছি, আই হ্যাভ সেভড মাই চেসটিটি কিন্তু, কিন্তু—

টেরেসা কেঁদে ফেলল জ্যোতিপ্রিয়র দিকে চোখ পড়তে।

নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে চেতনা হারিয়ে শিদেভের বুকে এলিয়ে পড়ে।

—মাই লর্ড, দিজ আর দ্য ফ্যাক্টস অফ দ্য কেস। ঘটনায় দেখা যায়, রেসপণ্ডেন্ট আসামীর নারীত্ব ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছিল। ভিক্‌টিম ওয়ান্টেড টু রেপ হার বাই ফোর্স হুইচ শী রেসিস্টেড। ভিক্‌টিম তার জঘন্য কাম চরিতার্থ করতে নিজের পোশাক খুলে ফেলেছিল, পরণে তার শুধুমাত্র আণ্ডারওয়ার ছিল। মাই লর্ড, নারীর জীবনে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার তার পবিত্র মর্যাদা, মাই লর্ড, ভিক্‌টিম জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জী পরিচিত বন্ধুর ছদ্মবেশে ঘরে এসে মুখোস খুলে ফেলেছিল। রেস-পণ্ডেন্টের একা থাকার সুযোগে অসহায় নারীর নারীত্ব, তার দৈহিক পবিত্রতা, তার চারিত্রিক মর্যাদা জোর করে জঘন্য ঘৃণ্য ব্যবহারে লুণ্ঠন

করতে চেয়েছিল, তার হাত ধরে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করেছিল। ঐ ঘরের মধ্যে একা রেস্পণ্ডেণ্ট বারবার বাধা দিয়েছিল ভিক্‌টিমকে। মৃত চ্যাটার্জী সততা দয়া মায়া মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে চেষ্টা করেছিল নারীর সৌন্দর্য ভ্রষ্ট করতে, হয়তো পাশবিক অত্যাচারের পর ভিক্‌টিম চ্যাটার্জী তার জঘন্য নারকীয় অপরাধ চাপা দিতে রেস্পণ্ডেণ্টকে হত্যাও করত, ইয়েস মাই লর্ড, হি কুড হ্যাভ কিলড দ্য রেস্পণ্ডেণ্ট।

শিদেভ থামে, রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। ব্রীফের পাতা ওল্টায়, খুলে পড়া গাউন পিঠের ওপর টানে।

সারা কোর্টে গুঞ্জরণ। প্রচণ্ড ভীড়ে শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিচারকক্ষে উষ্ণতা। উপস্থিত দর্শক শ্রোতা বিচারপতিদের দিকে তাকিয়ে আছে।

—মাই লর্ড, দিস ইজ অনলি প্রিজামসন।

সরকারী কাউন্সেল উঠে দাঁড়িয়ে বলে।

—প্রিজামসন বিকামস এ ফ্যাক্ট মিস্টার নিয়োগী।

মহামান্য সিনিয়র বিচারপতি বললেন।

—নাউ মাই লর্ড, রেস্পণ্ডেণ্ট অনেকবার চীৎকার করেছিল, নিজেকে বাঁচাতে প্রাণপণ চীৎকার করে বাইরের কাউকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য, ফ্ল্যাটের জানলা দরজা বন্ধ থাকায় কেউ চীৎকার শুনতে পায় নি। ভিক্‌টিমের মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে রেস্পণ্ডেণ্ট জানলাটা খুলতে পেরেছিল। তাই পাশের বাড়ির অধিবাসী তুষার রায় যিনি একজন চিত্রশিল্পী, চীৎকার শুনতে পেয়ে তাকিয়েছিলেন ও চীৎকারটার অনুসন্ধান করছিলেন। মাই লর্ড, কাইণ্ডলি সি দ্য এভিডেন্স অফ তুষার রায়।

শিদেভ দম নেয়। পেপারবুকের পাতা উলটিয়ে বিচারপতিদের ঐ পাতায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবার বলে,

—সে বলেছে, সে ঠিক এই কথাই শুনতে পেয়েছিল, 'ছেড়ে দাও, সেভ মি, কে আছ বাঁচাও আমাকে'। জানলার ফাঁক দিয়ে ভিক্‌টিমকে

দেখতে পেয়েছিল। দিস ওয়াজ স্টেটেড বিফোর দ্য পুলিস অলসো। ইট ওয়াজ ডিপোজড বিফোর দ্য লার্নেড সেসন জজ। ইওর লর্ডশীপ, আইন কর্তৃক স্বীকৃত প্রত্যেকটি আক্রান্ত মানুষের আত্মরক্ষার অধিকার আছে অর্থাৎ রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স যা পেনাল কোডেই আছে।

—মাই লর্ড, এমন কোন প্রমাণ আমার লার্নেড ফ্রেণ্ড ফর রেস্পণ্ডেন্ট অ্যাকিউসড দেখাতে পারেন?

সরকারি কাউন্সেল বিকাশ নিয়োগী প্রশ্ন করে।

—আমার লার্নেড ফ্রেণ্ড ফর অ্যাপেল্যান্ট প্রসিকিউশন অবান্তর প্রশ্ন করেছেন কেননা ইট হ্যাড অলরেডি বীন প্রুভড অ্যাণ্ড অ্যাকসেপ্টেড বাই লার্নেড সেসন জজ দ্যাট ইট্স এ ম্যাটার অফ বাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স হোয়েন এ ওম্যান ওয়াজ গোয়িং টু বি র‍্যাপড অ্যাণ্ড ইভন মাইট হ্যাভ বীন কিল্ড।

—বাট মাই লর্ড, রেস্পণ্ডেন্ট চেষ্টা করলে—

—হাউ কুড ইট বি পসিবল, সী ট্রায়েড হার বেস্ট বাট ডিড নট ফাইণ্ড এনি ওয়ান টু সেভ হার।

—নো মিস্টার নিয়োগী, ইওর কনটেনসন ইজ ওভাররুলড।

মহামান্য দ্বিতীয় বিচারপতি তাকালেন।

সারা বিচারকক্ষে আবার মৃদু গুঞ্জরণ।

শিদেভ চারদিকে তাকায়, সারা কোর্টরুম ভর্তি।

পেছনে শ্রোতাদের বেঞ্চিতে টেরেসা বসে আছে, এক দৃষ্টিতে শিদেভের দিকে তাকিয়ে আছে।

ও উৎসাহিত হয়ে আবার আরম্ভ করে,

—ইওর লর্ডশিপ, দ্য স্টেটমেণ্ট অফ রেস্পণ্ডেন্ট অ্যাকিউসড বিফোর দ্য লার্নেড সেসন জজ ওয়াজ রেকর্ডেড, হোল ট্রুথ, হুইচ ওয়াজ বিলীভড্ অ্যাণ্ড অ্যাকসেপটেড বাই দ্য লার্নেড কোর্ট অফ সেসন। তাছাড়া তার আত্মরক্ষার জন্য চীৎকারে প্রত্যক্ষ আকৃষ্ট তুষার রায়ের সাক্ষ্যও অ্যাডমিসিবল এভিডেন্স হিসেবে গৃহীত। ইওর লর্ডশিপ

উইল কাইণ্ডলি কনসিডার দিস পয়েন্ট। এই পয়েন্ট ছাড়াও সারকামস্টান্সের দ্বারা মৃত চ্যাটার্জীর মোটিভ ও পৈশাচিক মনোবৃত্তি প্রমাণিত।

শিদেভ সরকারি কাউন্সেল বিকাশ নিয়োগীর মুখের ভাব দেখে মৃদু হাসে।

—মাই লর্ড, আই ফারদার সাবমিট দ্য রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স অফ দ্য বডি অফ এ ওম্যান এক্সটেণ্ডস টু দ্য ভলানটারি কজিং অফ ডেথ ইফ দ্য অফেন্স হুইচ অকেশণ্ড দ্য এক্সারসাইজ অফ দ্য রাইট ওয়াজ অ্যান অ্যাসল্ট উইথ দ্য ইনটেন্‌সন অফ কমিটিং রেপ। মাই লর্ড, কাইণ্ডলি সি সেক্সন অফ ল ইন পেনাল কোড, থার্ড প্রোভাইসো।

শিদেভ থামে।

মহামান্য বিচারপতিদ্বয় পেনাল কোডের পাতা উলটিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলোচনা করেন, কিছুক্ষণ বাদে সিনিয়র বিচার-পতি শিদেভের দিকে তাকালেন।

—সো ইউ সে, লার্নেড সেসন জজ রাইটলি হেল্ড দ্যাট ইটস এ ম্যাটার অফ রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স, এ প্লী অফ ডিফেন্স।

—ইয়েস মাই লর্ড।

শিদেভ উত্তর দিল।

—ইয়েস, ক্যারি অন।

মহামান্য বিচারপতিরা মনোযোগ দিলেন।

—মাই লর্ড, অ্যানাদার পয়েন্ট যে হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী কেউ নেই অর্থাৎ রেস্পণ্ডেন্টকে কেউ হত্যা করতে দেখে নি কিন্তু ঘটনার পর পুলিস আসে যা পুলিস রিপোর্টেই আছে। সুতরাং—

শিদেভের মুখের কথা কেড়ে নেয় সরকারী কাউন্সেল বিকাশ নিয়োগী।

—মাই লর্ড, লার্নেড কাউন্সেল ফর রেস্পণ্ডেন্ট অ্যাকিউসড

বেনিফিট অফ ডাউটের কথা বলতে চান কিন্তু রেস্পণ্ডেণ্ট নিজেই এই হত্যা স্বীকার করেছে।

—ইওর লর্ডশিপ, লার্নেড কাউন্সেল ফর অ্যাপেল্যানট প্রসিকিউসন ঠিকই বলেছেন, যদিও তা একমাত্র রেস্পণ্ডেণ্টের স্টেটমেণ্ট ছাড়া কোন সাক্ষ্যই প্রতিষ্ঠিত হয় নি। হাওয়েভার, লেট্স সাপোজ রেস্পণ্ডেণ্টই খুন করেছে। কিন্তু কেন, কেন এই অপমৃত্যু? দিস ওয়াজ অলরেডি সাবমিটেড বিফোর দ্য লার্নেড ট্রায়াল কোর্ট। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা গেছে, ভিক্‌টিমের স্টমাকে যথেষ্ট পরিমাণে লিকার পাওয়া গেছে, পুলিস ইনভেস্টিগেসন, মেমো অফ এভিডেন্স ও অন্যান্য সাক্ষীর ডিপোজিসনে জানা গেছে মৃতের পরণে শুধুমাত্র আণ্ডারওয়ার ছিল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি মদ্যপান করে তৈরী হয়েই রেস্পণ্ডেণ্টের ঘরে ঢুকে দয়া মায়া সভ্যতা বিবেক দু পায়ে চেপে পিষে রেস্পণ্ডেণ্টের একাকীত্বের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে, তার হাত ধরে জোর করে তার নিষ্পাপ দৈহিক পবিত্রতা নষ্ট করতে, পাশবিক অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল। মাই লর্ড, কাইণ্ডলি সি দ্য রেস্পণ্ডেণ্ট হু ইজ ইয়ার।

শিদেভ থামে, যেন দম নেয়, ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে মহামান্য বিচারপতিদের সঙ্গে সকলের নজর টেরেসার দিকে।

বিষণ্ণ ক্লান্ত লজ্জানম্র টেরেসা মুখ নীচু করে আছে, কোন দিকে তাকাতে পারে না। না না না, এই মেয়ে কোন পাপ করতে পারে না, কোন অন্যায়, কোন অপরাধ করতে পারে না। উপস্থিত সকলেরই বিবেক বলছে, এই নারী নিষ্পাপ তবু বিচারে কি হবে, এই ভাবনা সকলকেই দুলিয়ে দেয়।

টেরেসার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সকলেই ওপর দিকে তাকায় অর্থাৎ মহামান্য বিচারপতিদ্বয়ের দিকে। মহামান্য হাইকোর্টের কি সিদ্ধান্ত হবে, সকলেই ভাবছে। সকলের মৃদু কণ্ঠ আলোচনায় বাধা পড়ে, স্মিত হেসে সিনিয়র বিচারপতি পেপার বুকের পাতা উল্টে দেখে বলেন।

—ইয়েস, ক্যারি অন মিস্টার কাঞ্জিলাল।

—মাই লর্ড, নিজের মর্যাদা বাঁচাতে রেস্পণ্ডেন্ট মিনতি করেছিল, চীৎকার করে সাহায্য আশা করেছিল কিন্তু না, হল না। তুষার রায় যে রেস্পণ্ডেন্টের চীৎকার শুনতে পেয়েছিল তার পক্ষেও তৎক্ষণাৎ ছুটে আসা সম্ভব হয় নি। বিশেষ করে তার নিজের ফ্ল্যাট থেকে নীচে এসে রেস্পণ্ডেন্টের ফ্ল্যাটে উঠে আসতেও যথেষ্ট সময় নিয়েছিল। সেই সময় নিজের বাঁচাবার আর কোন উপায় ছিল না, তাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় কাঠের রুলটা দিয়েই মৃত চ্যাটার্জীকে প্রতিরোধ করতে হয়েছিল।

শিদেভ থামল। দু পাশে ও পিছনে তাকায়। দর্শক শ্রোতা আর আইনজীবিদের দারুণ ভিড়। সকলেই ওর দিকে সারা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে যেন পরম ধৈর্য ধরে ওর আর্গুমেন্ট শুনছে। ঐ ভিড়ের মধ্যে বেঞ্চির ওপর বসা টেরেসার চোখে চোখ রেখে অভয় দিল আর উৎসাহিত হয়ে পেপারবুক দেখে দেখে আবার আর্গুমেন্ট করে,

—দ্য উডেন রুল, মাই লর্ড, ওয়াজ একজিবিটেড বিফোর দ্য লার্নেড ট্রায়াল কোর্ট। ইট সিমস টু মি মাই লর্ড, দিস উডেন রুল ওয়াজ শোওন বাই ব্লেসিংস অফ গড টু সেভ চেসটিটি। মাই লর্ড, ভিক্‌টিমকে হত্যা করার কোন উদ্দেশ্য এতে নেই। কোন উপায় না দেখেই ঐ উডেন রুল ব্যবহার করতে হয়েছিল। মোরওভার, দিস ওয়াজ বিঅণ্ড ইভন এনি ইমেজিনেসন, আই সাবমিট।

—মাই লর্ড, ঘটনা সম্পর্কে রেস্পণ্ডেন্ট হয়ত আরও কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারত কিংবা চেষ্টা করলে দরজাটা খুলতে পারত তাহলে হয়ত ঘটনার মোড় ফিরে যেত।

—মাই লর্ড, লার্নেড ফ্রেণ্ড ফর অ্যাপেল্যান্ট প্রসিকিউসন ইজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাট দেয়ার ওয়াজ নো চান্স টু ওপন দ্য ডোর টু সেভ হারসেলফ আদার ওয়াইজ শী, অফ কোর্স, ওপণ্ড দ্য ডোর। আই হ্যাভ অলরেডি এক্সপ্লেইণ্ড দ্যাট ফ্যাক্ট। তবু সে পুলিসকে খবরটা দিতে পেরেছিল যে সে আক্রান্ত।

শিদেভ পেপার বুকের পাতা উল্টিয়ে চিহ্নিত অংশ বার করে।

—ইজ্ ইট দ্যাট শী ইনফর্মড দ্য পুলিস?

সিনিয়র বিচারপতি পেপার বুক দেখে উদ্‌গ্রীব হলেন।

—ইয়েস মাই লর্ড, বাই ফোন শী ইনফর্মড দ্য পুলিস। কাইণ্ডলি সি দ্য জেনারেল ডাইরি অ্যাণ্ড পুলিস রিপোর্ট।

—ইয়েস, উই ফাইণ্ড ইট, ইটস এ রিয়ালি রেলিভেণ্ট।

মহামান্য দ্বিতীয় বিচারপতি মামলার রেকড দেখে তাকালেন।

—দ্যাট পয়েণ্ট ওয়াজ রাইটলি অ্যাক্সেপ্টেড বাই লার্নেড সেসন জজ।

শিদেভ ওর বক্তব্যের ওপর জোর দেয়।

—ওয়াজ ইট সাপোর্টেড বাই পুলিস এভিডেন্স?

হাতে পেন্সিল রেখে মহামান্য দ্বিতীয় বিচারপতি প্রশ্ন করেন।

—ইয়েস মাই লর্ড। ডিউটি অফিসার অফ দ্য পি এস সাপোর্টেড দিস ইনফরমেশন বাই হিজ এভিডেন্স।

—ওয়েল, ক্যারি অন।

—মাচ অবলাইজড মাই লর্ড। আই ফারদার সাবমিট মৃত জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জীর অসৎ কাজ এই ঘটনার আগেও অর্থাৎ তার পূর্ব জীবন পুলিসের তদন্তে জানা গেছে অর্থাৎ ভেরি নুইস্যান্স ক্যারেক্টার, তার জঘন্য লম্পট চরিত্র। ছলে বলে কৌশলে টাকা দিয়ে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভদ্র পরিবারের মেয়ে থেকে নিষিদ্ধ পল্লীর নারী নিয়ে মৃত চ্যাটার্জী তার জঘন্য কামলালসা চরিতার্থ করত কিন্তু কেউ তার এই কাজের প্রতিবাদ করত না কারণ লোকলজ্জা আর ভয়। দিস ওয়াজ এসটাব্লিসড বাই সাম ফিমেল উইটনেসেস, তার হীন কদর্য চরিত্র ও অবৈধ উদ্দেশ্য প্রমাণিত।

শিদেভ রুমাল দিয়ে মুখ মোছে, চারদিকে তাকায়।

সকলেই এই মামলা শুনছে মনোযোগ দিয়ে। সকলের মধ্যেই

একই উৎকণ্ঠা, কি হবে হাইকোর্টের রায়। একটু গুঞ্জন, সেই গুঞ্জনকে থামিয়ে দেয় শিদেভ।

—আই অ্যাডমিট মাই লর্ড, মৃত চ্যাটার্জীর প্রতিভা ছিল, তার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল সামাজিক মর্যাদাও ছিল, তার টাকাও প্রচুর ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্র বিশেষ করে নারী সমাজে সে একটা বিরাট আতঙ্ক ছিল। প্রতিভা যতই থাকুক কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্রের জঘন্যতায় সমস্ত প্রতিভাই মূল্যহীন, বিশেষ করে সুন্দরী তরুণী মেয়েদের কাছে সে শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি মানুষ কতজনের জীবন নষ্ট করেছে, কত সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। হয়ত আরও অপরাধ করত, আর তার ফলে কত নিরীহ ফুটফুটে মেয়ের জীবন শুধু কলঙ্ক আর পাঁকে পঙ্কিল বোঝা হয়ে থাকত, জানা যেত না তার অপরাধ।

শিদেভ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

—স্ট্রং অবজেকসন, মাই লর্ড, ইট ইজ নট রেলিভ্যাণ্ট।

সরকারি কাউন্সেল বিকাশ নিয়োগী উত্তেজিত হয়।

—মাই লর্ড দিস পয়েণ্ট উইল বি কনসিডারড অ্যাজ ইট ইজ সাবমিটেড টু প্রুভ দ্য ক্যারেক্টর অফ দ্য ভিক্টিম অ্যাণ্ড ফিউচার কনসিকোয়েন্স অ্যাজ সাচ ইট্‌স রেলিভেণ্ট টু দ্যাট এক্সটেণ্ট। নাউ আই সাবমিট, বিপদের গুরুত্বের সামনে দাঁড়িয়ে রেস্পণ্ডেণ্ট নিজের ইজ্জৎ বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল, কয়েক মুহূর্তের সুযোগে পুলিসকে খবর দিয়েছিল কিন্তু পুলিস তৎক্ষণাৎ আসে নি অর্থাৎ ফোনে খবর পাবার অনেক পরে পুলিস এসেছিল যা পুলিস এভিডেন্সেই আছে। মাই লর্ড, নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার দৈহিক পবিত্রতা, ইজ্জৎ, মর্যাদা, সতীত্ব। তা বাঁচাতে আক্রমণকারী নিহত হলেও অফেন্স হয় না। যা আইনেই আছে। আমি আগেই এই পয়েণ্ট সাবমিট করেছি ও অনেক ডিসিসনও প্লেস করেছি। এ ছাড়াও খুনের কোন মোটিভ বা ইনটেনসন বা কোন পরিকল্পনাও রেসপণ্ডেণ্টের ছিল না।

—বাট মাই লর্ড, রেস্পণ্ডেন্ট হয়ত মৃত চ্যাটার্জীকে নিমন্ত্রিত করতে পারত।

সরকারী কাউন্সেল বিকাশ নিয়োগী টেরেসার দিকে তাকিয়ে বলে।

কথাটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ।

শিদেভ ক্রুদ্ধ হয় কিন্তু ক্রোধ দমন করে বলে,

—মাই লর্ড, ইট্‌স নট অনলি অ্যাবজার্ড বাট অলসো আনলফুল অ্যাণ্ড ফোরসিবল ইমপিউটেসন টু দ্য রেস্পণ্ডেন্ট উইথ অ্যান ইনটেনসন টু ডিফেম হার। আই রিজার্ভ মাই রাইট টু ফাইল এ সেপারেট স্যুট ফর ডিফমেসন।

—মিস্টার নিয়োগী, ইট্‌স আউট অফ ওয়ে অফ ইওর সাবমিশন। ইট ওয়াজ অলরেডি প্রুভড দ্যাট দ্য রেস্পণ্ডেন্ট ইজ আউট অফ এনি কোশ্চেন। হোয়াই ডু ইট ফরগেট ইট, ভেরি ব্যাড।

সিনিয়র বিচারপতি মিস্টার নিয়োগীকে ধমক দিলেন।

—তাছাড়া মাই লর্ড, নিমন্ত্রণ করলে কি অত রাতে পুলিসকে জানাত যে সে আক্রান্ত।

শিদেভ যোগ করে।

—মোরওভার রেস্পণ্ডেন্টের নিজের অফিসের লোকজনও পুলিসের কাছে ও সেসন কোর্টে বলেছে যে রেস্পণ্ডেন্ট সব সন্দেহের উর্ধ্বে। দেন হোয়াই ডু ইউ ম্যানুফ্যাকচার দিস পয়েন্ট।

দ্বিতীয় বিচারপতি পেপার বুকের পাতা উল্টে দেখে বিকাশ নিয়োগীর দিকে ভ্রুকুটি করলেন।

—আই অ্যাম সরি মাই লর্ড, আই মে বি কনডোণ্ড অ্যাণ্ড আই উইথড্র দ্যাট পয়েন্ট।

বিকাশ নিয়োগী মাথা নীচু করে।

সারা কোর্টে আবার মৃদু আলোচনার আলোড়ন।

টেরেসার মুখ বিষণ্ন। ইঙ্গিতপূর্ণ মিথ্যে অপবাদ আরোপ করার ও মানহানি করার চেষ্টায় নিজের মধ্যে যন্ত্রণা।

যন্ত্রণা শিদেভের মধ্যেও। সেই সঙ্গে ক্রোধ কিন্তু ক্রোধ দমন করে সুদক্ষ অভিজ্ঞ আইনবিদের মত মুখে মৃদু হাসিতে আবার বলে,

—লার্নেড কাউন্সেল মিস্টার নিয়োগী হালে পানি না পেয়ে আদা জল খেয়ে আর এক মামলা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।

সারা বিচারকক্ষ হেসে ওঠে। মহামান্য বিচারপতি দুজনের মুখেও মৃদু হাসি।

—মাই লর্ড, লার্নেড কাউন্সেল ফর রেস্পণ্ডেণ্ট ইচ্ছে করে আমার অপমান করার চেষ্টা করছেন।

বিকাশ নিয়োগী সহসা উত্তেজিত।

—নো মাই লর্ড, কাউকে অপমান করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

শিদেভ উত্তর দেয়।

—লীভ ইট, সাবমিট ইওর প্রেয়ার।

মহামান্য সিনিয়র বিচারপতি মৃদু হাসেন।

—মাই লর্ড, মৃত চ্যাটার্জী পূর্ব পরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়েই রেস্পণ্ডেণ্টের একাকীত্বের, রাত্রির নির্জনতার সুযোগে বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে ঘরে ঢুকেছিল। বিশ্বাস করে দরজা খুলতে মৃত চ্যাটার্জী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ঐ গুরুতর জীবন মৃত্যু মর্যাদার পরিস্থিতি ফোনে খবর পেয়েও পুলিসের উপস্থিতি অনেক সময় নিয়েছিল। রেস্পণ্ডেণ্টের আর্ত চীৎকারেও কোন লোক আসে নি। শুধুমাত্র নেক্সট হাউস নেবার তুষার রায় চীৎকার শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেও আসতে পারে নি, আর দরজার ব্যাপারটা মাই লর্ড, মৃত চ্যাটার্জী দরজা আগলিয়ে ছিল, যাতে দরজা খুলে রেস্পণ্ডেণ্ট বেরিয়ে না যেতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই ঐ রুলটা দিয়েই প্রতিরোধ করতে হয়েছিল।

শিদেভ দম নেয়।

দীর্ঘ আর্গুমেণ্টে ক্লান্ত লাগছে কিন্তু উপায় নেই। ওর বক্তব্য শেষ করতেই হবে।

—মাই লর্ড, এই প্রতিরোধই তো হত্যা।

বিকাশ নিয়োগী সাবমিসন করে।

নো, মাই লর্ড নো, ঘটনার অবস্থা, নিহত চ্যাটার্জীর চরিত্রধারা পুলিসের বিভিন্ন তদন্ত, বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্যে দেখা যায় ঘটনা আয়ত্তের বাহরে, তাই প্রতিরোধ। ইট ইজ নট মার্ডার, ইট ইজ নট ইনসিডেন্ট বাট ইট ইজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট দিস ইজ ক্রিয়েটেড বাই দ্য ভিক্টিম হিমসেলফ।

—মাই লর্ড, ভিক্‌টিমের মৃত্যু হয়েছে, আর সে মৃত্যু স্বীকৃত।

সরকারী কাউন্সেল বিকাশ শিদেভের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে।

—লার্নেড কাউন্সেল একই কথা রিপিট করলেন কেন। না, মৃত্যুকে অস্বীকার করা হয়নি কিন্তু এটা হত্যা নয়।

শিদেভ মৃদু হেসে আবার বলতে আরম্ভ করে।

—মাই লর্ড, যা হোক এ মৃত্যু দুঃখজনক। কিন্তু তার চেয়েও দুঃখজনক ও মানবতাবিরোধী হবে যদি না রেস্পণ্ডেণ্টকে তার এই নৈতিক মর্যাদা ও পাপবিরোধী সততাকে পুরস্কৃত করা হয়। রেস্পণ্ডেণ্টের সৎ চরিত্র, শান্ত নম্র ব্যবহার ও নৈতিক সততা বিভিন্ন সাক্ষী এমন কি পুলিসের গোপন অনুসন্ধানেও প্রমাণিত হয়েছে। ঘটনার বিভিন্ন অবস্থা বিশ্লেষণ ও সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে রেস্পণ্ডেণ্ট সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নির্দোষ। জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জীর মৃত্যু তার পাপের ফল। তার হিংস্র, বর্বর, পাশবিক আক্রমণের প্রতিরোধ।

—বাট মাই লর্ড দ্য কনফেসন অফ দ্য রেস্পণ্ডেণ্ট প্রুভস দ্য মার্ডার।

—নো মাই লর্ড, ইট ডিড নট প্রুভ মার্ডার দো ডেথ।

—হোয়াট্‌স দ্য ফাইণ্ডিং অফ দ্য লার্নেড সেসন জজ?

সিনিয়র বিচারপতি প্রশ্ন করেন।

—মাই লর্ড, কাইণ্ডলি সি জাজমেণ্ট অফ দ্য ট্রায়াল কোর্ট, দ্য লার্নেড সেসন জজ হেল্ড অ্যাজ ইট ওয়াজ দ্য স্টেটমেণ্ট অফ সিচুয়েসন

অ্যাণ্ড সারকামস্টান্সেস অফ দ্য কেস মেড বাই অ্যাকিউজড অ্যাণ্ড ইট ওয়াজ পার্টলি ভলানটারি পার্টলি নট। মাই লর্ড, আর এই স্টেটমেণ্ট ভেরিফাইও করা হয়নি সুতরাং আইনত এটা কনফেসন নয়।

—ওয়েল, উই ফলো দিস।

পেন্সিলটা কপালে ঠুকতে ঠুকতে দ্বিতীয় বিচারপতি বলতে থাকেন।

—সো অন টু পয়েন্টস লার্নেড ট্রায়াল কোর্ট অ্যাকুইটেড দ্য রেস্পণ্ডেণ্ট। এক নম্বর, রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স যে আইনের ভিত্তিতে রেস্পণ্ডেণ্টের কোন অপরাধ হয়নি, ইভন ইট্স কনসিডারড এ কিল। ছু নম্বর, কোন সাক্ষ্যই হত্যা প্রমাণ করতে পারেনি অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীও নেই, এমন কি সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্সেও প্রমাণ হয়নি, মোরওভার এই হত্যা কোন ইনটেন্সন্যালও নয়।

—ইয়েস মাই লর্ড।

শিদেভ উৎসাহিত হয়।

—তাই আমার প্রার্থনা মাই লর্ড, সব দিক বিচার করে রেস্পণ্ডেণ্টের জীবন রক্ষা করা হোক, আর লার্নেড সেসন জজ সব দিক বিচার করেই রেস্পণ্ডেণ্টকে মুক্ত করেছেন অ্যাজ হি হেল্ড রেস্পণ্ডেণ্ট ওয়াজ নট গিলটি। সো দিস অ্যাপীল ইজ নট মেইটেইনেবল।

শিদেভ অদূরে দর্শক শ্রোতাদের বেঞ্চে উপবিষ্ট টেরেসার বিষণ্ণ ক্লান্ত নীল চোখে চোখ রেখে বসে পড়ে দম নেয়। ওর মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তবু উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দিয়ে টেরেসাকে অভয় দিতে চাইল।

কয়েক দিনের পুলিস লক আপ, জেল হাজত, আদালতের টানা-পোড়েনে, বন্দীত্বে ও লোক সমালোচনায়, মানসিক যন্ত্রণায় টেরেসার লাবণ্যঢল সুন্দর মুখ গাছের শুকনো পাতার মত।

শিদেভ নিজেও বিষণ্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বিচারপতিদের মুখের দিকে

তাকায়। কি হবে অর্ডার, বুকের মধ্যে হাপড় পড়ছে। সেসন কোর্ট থেকে মুক্ত করেছে টেরেসাকে। কিন্তু এখান থেকে কি হবে বিচারপতির রায়। শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে থেকেও হাই হার্ড কলারের ফাঁকে ঘাম জমেছে, গলাটা যেন চেপে ধরেছে।

সারা কোর্টে শিদেভ ও বিকাশের তর্ক বিতর্ক, আইনের ধারা উপধারা, ঘটনাব গতিপ্রবাহ বিশ্লেষণে পারস্পরিক অস্ফুট গুঞ্জরণ।

—মাই লর্ড, কাইণ্ডলি কনসিডার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অ্যাণ্ড এভিডেন্স অফ ডক্টরস।

শিদেভ আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলে।

—মাই লর্ড, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আর ডাক্তারের সাক্ষ্য বলেছে যে মৃত্যুর কারণ উডেন রুলও হতে পারে, আয়রন রডও হতে পারে বা ইটের আঘাতও হতে পারে। তাছাড়া ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আছাড় খেয়ে কোন ভারি জিনিসের ধাক্কাতেও হতে পারে। শুধুমাত্র উডেন রুলে মৃত্যু একথা কোথাও বলা হয়নি।

শিদেভের বক্তব্যে কোর্টে আবার দর্শক শ্রোতাদের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন।

—ওয়েল উই রিমেম্বার দিস পয়েন্ট।

মহামান্য সিনিয়র বিচারপতি পেপারবুক দেখতে দেখতে বললেন

—সো মাই লর্ড, লার্নেড সেসন জজ রাইটলি অ্যাকুইটেড দ্য রেস্পণ্ডেণ্ট ফাইণ্ডিং হার নট গিলটি, আই প্রে দেয়ারফোর দিস ম্যাটার মে বি ডিসমিসড অ্যাণ্ড রেস্পণ্ডেণ্ট বি রিলিজড।

শিদেভ ব্রীফ গুছিয়ে বসে।

মাননীয় বিচারপতিরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করেন।

শিদেভের সঙ্গে সমবেত আইনজীবিরা, দর্শক শ্রোতারা বিচারপতিদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মাঝে মাঝে শ্রোতাদের মধ্যেও এই মামলা নিয়ে অস্ফুট আলোচনার গুঞ্জরণ। সকলেই উদ্‌গ্রীব, এই মামলার রায় কি হবে?

মৃদু গুঞ্জনের শব্দ।

শিদেভের মধ্যেও আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব। ও কি টেরেসাকে সম্মানের সঙ্গে মুক্ত করতে পারবে? তার সততার পুরস্কার কি সে পাবে? তার ভালবাসার মূল্য হৃদয়ের একনিষ্ঠতার স্বীকৃতি কি দিতে পারবে?

টেরেসার সারা জীবনের আকাঙ্ক্ষা মিষ্টি মুখর যৌবনভরা শান্তি কি আজকেই শেষ হবে?

রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্সের সমর্থনে আইনের ধারা উপধারা বিভিন্ন রুলিং, নজীর, ঘটনা বিশ্লেষণ, সাক্ষ্যদের বক্তব্যের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করছে।

তা কি ব্যর্থ হবে? অপরাধের পাপে, পাপীর মৃত্যুতে, টেরেসার জীবনের সত্য কি মুছে যাবে?

সেসন জজের বিচারে নির্দোষ মুক্তিপ্রাপ্ত টেরেসাকে কি এই মহামান্য ধর্মাধিকরণও মুক্তি দেবে? সেসন জজের রায় কি বহাল রাখবে, না এই মামলা সেসন কোর্টে পুনর্বিচারের জন্য পাঠাবে, না শাস্তি দেবে?

বিচারপতিদের ঘোষণায় ওর এলোমেলো চিন্তা ছিন্ন হয়।

—উই রিজার্ভ আওয়ার রাইট টু পাস অর্ডার আফটার রিসেস।

ক্রান্তিশেষের সূর্যের কয়েক টুকরো রশ্মি ছায়ার গাঢ়তা জোর করে সরিয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ে মায়াজাল বিস্তার করেছে।

কিছুক্ষণ আগের এক পশলা বৃষ্টিতে চারদিক পরিষ্কার হয়ে গেছে। মেঘের পরে মেঘ দূরের তুষারাভ পাহাড়ের মত মনে হয়। ছায়া আর আলো, আলো আর ছায়া মায়াবিনী হাতছানি যেন।

ঐ মায়াবিনী হাতছানিতে শিদেভ কেমন যেন আবিষ্ট। তন্দ্রাচ্ছন্ন আবেশে আজকের কোর্টের সিনিয়র জুনিয়র সহকর্মীদের কথা মনে পড়ে দৃশ্যপটের মত।

—কনগ্র্যাচুলেশন, শিদেভ।

—চমৎকার তোমার যুক্তি, প্লাস ভিক্‌টিমের পাস্ট প্রেজেন্ট ক্যারেক্টার অ্যানালাইসিস।

—ভাবতেই পারা যায় নি এই মামলায় এত সুন্দর আর্গুমেণ্ট করে জিতবে।

একজন সিনিয়র এ্যাডভোকেট বলেন,

—মাত্র দুটি পয়েণ্ট, রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্স আর বেনিফিট অফ ডাউট, মামলার অবস্থা ঘুরে গেল।

—বিকাশ নিয়োগী তো প্রথম চোটে ঠেসেছিল খুব।

প্রিয়ব্রত মুখার্জী চুরুট ধরাল।

—সেসন কোর্টে যা বলেছ, হাইকোর্টে তার চেয়ে ভাল হয়েছে।

ক্রিমিন্যাল সাইডের অ্যাডভোকেট সন্তোষ দত্ত বললেন,

—রেস্পণ্ডেণ্ট সত্যিই নির্দোষ। মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

—সত্যি, ভদ্রমহিলা বেঁচে যেতে খুব খুশী হয়েছি।

শোভন ভৌমিক শিদেভের হ্যাণ্ডসেক করে।

—পয়েণ্ট অফ ল ছাড়াও ফ্যাক্টের বিশ্লেষণ, সত্যিই শিদেভ অপূর্ব।

—ফ্যাক্টের পাস্ট প্রেজেণ্ট অ্যাণ্ড স্ট্রং প্রিজামসান, রিয়ালি ফাইন!

জুনিয়ার এ্যাডভোকেট পরিমল চাকী প্রশংসা করে।

—জজ সাহেবরা তোমাকে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন।

অভিনন্দন আর প্রশংসার স্তবকে স্তবকে শিদেভের সহকর্মী বন্ধুরা উচ্ছ্বসিত।

শিদেভ নিজেও উচ্ছ্বসিত, খুশি।

মামলার জয় যত তার চেয়েও বেশি টেরেসার জীবনের জন্য। এই জয়ই যেন ওর জীবনে ভাগ্য ও হতাশার আমূল মানসিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

অদূরে টেরেসা দাঁড়িয়ে আছে।

যেন বহু যুগান্তরের অপেক্ষার পর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ কালশুদ্ধ বিচারশুদ্ধ টেরেসা ওরই জন্য দৈহিক ও মানসিক সংগ্রামে জয়ী।

কবি খ্যাত জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জী বীভৎস অসুরের মত তার লালসা চরিতার্থ করতে টেরেসাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছিল। তার হৃদয়ের চারু সূক্ষ্ম মাধুর্যের সঙ্গে শারীরিক শুদ্ধতা নষ্ট করতে এসেছিল। কিন্তু দৃঢ় ও কঠিন ইস্পাত শুদ্ধতায় সেই পাপ অপসারিত।

টেরেসা, টেরেসা, এই প্রথম শিদেভ টেরেসার জন্য গভীর মর্মস্পর্শী গাঢ়তায় গাঢ় হয়। হৃদয়ের মমতা আর স্নায়ুর ক্রম সঞ্চারিত আবেগে ওর মধ্যে আকণ্ঠ মৃদু মধুর স্বাভাবিক উত্তেজনা।

শ্রম ও বুদ্ধির কঠিন আবর্তনে জয়ের সাফল্যে ওর হতাশ জড়তায় নতুন করে যেন দিগন্তের আলো উদ্ভাসিত।

ও আর দেরি করে নি, ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে দ্রুত টেরেসার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

—টেরেসা, চল।

শিদেভের কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

টেরেসা মুখ তুলে তাকিয়েছিল, চোখে জল টলমল, ঠোঁট ভিজে কিন্তু কোন কথা আসে নি।

শিদেভ বুঝতে পারে, টেরেসার মধ্যে লোকলজ্জার আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়ায় ও শিদেভের গাঢ় কণ্ঠস্বর আবেগের আন্দোলন, বিশেষ করে, মৃত্যু অথবা চিরস্থায়ী বন্দীত্বের লাঞ্ছনা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসায় শিদেভের জন্য অপরিসীম কৃতজ্ঞতা, সব মিলিয়ে টেরেসার শরীর কাঁপছে।

—টেরেসা, বাড়ি চল। ইউ আর অনারেবলি রিলিজড, অ্যাপীল ইজ ডিসমিসড।

শিদেভ টেরেসার কাঁধে সস্নেহ হাত রেখেছিল।

একটা মৃদু খস খস শব্দে চমকিত শিদেভ চোখ মেলে তাকায়।

ঐ তো টেরেসা সদ্যস্নাত এক রাশ রূপ নিয়ে স্নানঘর থেকে আড়ালে চলে গেল।

এতক্ষণ তাহলে আজকের কোর্টের দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভাসছিল।

ও একটু হেসে কফির শূন্য কাপ নামিয়ে রাখে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আবিষ্ট হয়।

এমন দৃশ্যই কিছুক্ষণ সব দুঃখ আর যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। এই দৃশ্য যদি সারাক্ষণ থাকত, মানুষ দুঃখ আর যন্ত্রণা থেকে স্বস্তি পেত।

মনে হয়, আবেশে মানুষ অথবা মানুষী যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে ততক্ষণ শান্তি, জেগে থাকলেই অশান্তি অর্থাৎ অভাব অনটন হিংসা ঈর্ষায় সুখ দুঃখের হৃদয় নিঙড়ানো যন্ত্রণায় যুদ্ধ অর্থাৎ এক ধরণের পারস্পরিক প্রত্যক্ষ পরোক্ষ জনযুদ্ধ ও মনযুদ্ধ।

আর মনে হয়, যতদিন জীবন, ততদিন যুদ্ধ।

যতদিন নিঃশ্বাস ততদিন সংগ্রাম।

পিছন থেকে শাড়ির মৃদু ঝলমলে আওয়াজে শিদেভ ফিরে তাকায়।

টেরেসার পরণে লাল সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ। সদ্যস্নাত তার সারা শরীরে স্বচ্ছ স্নিগ্ধতা, ক্লান্তির অপসারণে মুখে আলোকিত মাধুর্যের ইশারা তবু তার নীল চোখের টানা দৃষ্টিতে চাপা বিষণ্ণতা।

শিদেভ একটু বিহ্বল হয়।

—টেরেসা, কফিটা খেয়ে নাও, স্নান করতে গেছ দেখে নিজেই তৈরি করলাম।

টেরেসা তার চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে চোখ নামায়।

টেবিলের ওপর থেকে কাপ তুলে ঈষৎ ঠাণ্ডা কফি নিঃশেষ করে কাপ নামিয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকায়।

শিদেভ এগিয়ে টেরেসার পাশে একটু বেঁকিয়ে দাঁড়ায়।

লাল সিল্কের শাড়িতে সদ্যস্নাত প্রসাধনবর্জিত টেরেসাকে সন্ধ্যার ছায়া ছায়া ধূসর আলোয় মনে হয়, তপঃসিদ্ধা এক তরুণী। টেরেসার

অনন্যসাধারণ রূপের রং মাধুর্য যেন চারদিকে ছড়িয়ে চারদিকে রূপময় করে তুলেছে।

শিদেভ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এতদিন এই রূপকে কাছে পেয়েও ঐ রূপের প্রতি পুরোপুরি মগ্ন হতে পারে নি।

কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তাকে দেখতে দেখতে তার রূপের মাধুর্যে ও স্বকীয় ব্যক্তিত্বের স্থিরতায় তার রূপের মধ্যে আত্মমগ্ন ডুব দিতে চায়।

মনে হয় ঐ রূপের আত্মায় নানা গুণের সমাহার সুরছন্দ। ঐ সুরছন্দের আত্মনিষ্ঠ প্রসারণে শিদেভ নিজেকেও যেন পৃথিবীআয়িত প্রসারিত করতে পারবে।

টেরেসাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে, তার নারীত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে, তার পবিত্র হৃদয়ের সম্মান রাখতে আন্তরিকতায় শিদেভ আদালতে বিভিন্ন নজির, রুলিং ও আইনের ধারা উপধারা দেখিয়ে তাকে অপমান আর লাঞ্ছনা থেকে ফিরিয়ে স্বস্তি আর সুখে ভরে উঠেছিল।

এখন তার রূপ দেখতে দেখতে শিদেভ আরও গভীর সুখের স্পর্শ অনুভব করে।

টেরেসার জন্য হৃদয় গাঢ় অনুভূতিতে স্থায়ী মমতায় আবেগের সঞ্চারণে ও তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে ডাকে।

—টেরেসা।

শিদেভের হাতের স্পর্শ আর ওর ডাকে টেরেসার রক্তের মধ্যে উচ্ছ্বসিত চঞ্চলতা।

ফিরে তাকিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিদেভের হাত ধরে। চোখে তার শিশিরের রেখা।

শিদেভ টেরেসার চিবুক ধরে মুখ তোলে।

সন্ধ্যার ছায়া ছায়া ধূসরতায় শিদেভের মধ্যে আন্দোলন।

সেই মুহূর্তে টেরেসা ওর বুকের ওপর এলিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

—কি হল টেরেসা?

—আমি তোমার অযোগ্য হয়ে গেছি। আমি একটা খুন করেছি, আমি ভাবতেও পারিনি। এই অপরাধ কোনদিন মুছে যাবে না। আমি এখানে থাকতে পারব না। মনে হচ্ছে, চারদিক থেকে অনেকগুলো দানব রক্তাক্ত হয়ে আমাকে তাড়া করছে।

টেরেসা শিদেভের বুকে মুখ ঘসে ঘসে কান্নায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জবাব দেয়।

—মনে হয়, অনেকগুলো বিষাক্ত সাপ আমাকে ছোবল মারতে চাইছে।

টেরেসা যেন আতঙ্কে কাঁপছে।

জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জীর দানবিক লালসার শাস্তি তার মৃত্যু, টেরেসার অবচেতন মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। যে প্রতিক্রিয়ায় এই ঘরেই তার পবিত্র মর্যাদা রাখতে আত্মরক্ষার খাতিরে তারই হাতে প্রতিহত নিহত জ্যোতিপ্রিয়র মৃতদেহ রক্তাক্ত জীবন্ত হয়ে যেন বারবার ফিরে এসে তাকে আবার অত্যাচার করতে আসছে।

মনে হয়, একটি আদিম শ্বাপদ তার তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে রক্ত পান করতে আসছে।

অথচ সেই শ্বাপদ দাঁত বসাতে পারে নি, প্রতিরোধে তার নিঃশ্বাস একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তারই প্রতিস্মৃত রূপ বিশেষ করে তারই হাতে জ্যোতিপ্রিয়র মৃত্যু, তার মধ্যে সূক্ষ্ম অপরাধবোধ সৃষ্ট।

ঐ সূক্ষ্ম অপরাধবোধ তার মাথার মধ্যে বারবার ঘুরপাক দিয়ে তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, সে শিদেভের যোগ্য নয়, মনে হচ্ছে সে পাপবিদ্ধ খুনী।

বিচারশুদ্ধ সুন্দরী তরুণী টেরেসাকে বুকের ওপর রেখে শিদেভের মধ্যেও ক্রমসঞ্চরণশীল তপ্ততা।

বিশেষ করে তার উন্নত বুকের নম্রতার সঙ্গে নিজের বুক মিশে যাওয়ায় ওর মধ্যে অনন্ত মাধুর্য মাদকতার স্রোত।

ওর মনে হল, টেরেসাকে ছেড়ে দেওয়া আর সম্ভব নয়, টেরেসাকে ছাড়া ওর বেঁচে থাকার মূল্য থাকবে না।

হয়ত ওর জীবনে একটা অপরাধ হয়ে থাকবে যদি তার প্রেমের মূল্য না দেয়।

এই নারীই ওকে গভীর করে চেয়ে জীবনে চিরায়ত প্রতিষ্ঠা চেয়েছে, ওরই জন্য সংযম নিষ্ঠায় অনেক দুঃখ সয়েছে, রাতের নিঃসঙ্গ শয্যায় কষ্টকর অস্বস্তিতে ঘুমিয়েছে, অনেক লোভ ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছে। এমন কি ওরই জন্য শুভ্র হৃদয়ের সঙ্গে দৈহিক শুভ্রতা রাখতে যৌন কামনার্ত লম্পট জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জীকে নিহত করেছে।

অথচ জ্যোতিপ্রিয় চ্যাটার্জী কবিতা লেখার খ্যাতি অর্জন করেছিল কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্রে নোংরামি আর জঘন্যতায় মেয়েদের কাছে আতঙ্কের:বস্তু হয়ে উঠেছিল, তার নোংরামি আর অধিক ভোগ লালসার জন্যই তার অকাল মৃত্যু।

এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে টেরেসাকে পুলিস আদালত আর সংবাদপত্রে ঘোষিত খবরে অনেক টানাপোড়েনের লাঞ্ছনা, বন্দীত্বের দুঃখ, অপমানজনক প্রশ্ন আর আলোচনায় মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

শিদেভ মমতা আর স্নেহে টেরেসাকে আরও আকর্ষণ করে তার গলা জড়িয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে আদরের সুরে বলে।

—টেরেসা, তুমি আমার অযোগ্য নও বরং আমিই তোমার অযোগ্য।

—না না, একথা তুমি বল না, বরং আমি অপরাধী।

টেরেসা আঙুল দিয়ে শিদেভের ঠোঁট চেপে ফিসফিস করে।

—নো টেরেসা, ইউ-হ্যাভ ডান নো ক্রাইম, নো অফেন্স। তুমি

নির্দোষ, যে কোন মানুষের বিচারে তুমি শুদ্ধ পবিত্র মহৎ। একটা শয়তান কতজনের কত ক্ষতি করেছে, তার পাপ পৃথিবী থেকে মুছে গেছে, বেঁচে থাকলে আরও কতজনের সর্বনাশ করত।

শিদেভের কণ্ঠস্বর থেকে একরাশ ঘৃণা ঝরে।

—আমার রূপই যেন আমার পাপ। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টিতে আমার সারা শরীরে যেন বিছে কামড়ায়, যেন সাপের মতো ছোবল মারে। মাঝে মাঝে আমার নিজের ওপরই ঘৃণা হয়।

টেরেসা দুহাতে মুখ ঢাকে।

—টেরেসা, সবই বুঝি কিন্তু কামনা বাসনা যতদিন থাকবে, ততদিনই সব সহ্য করতে হবে।

শিদেভ টেবেসার মাথায় হাত বুলোয়।

—কিন্তু তা বলে কি সব সময় সহ্য করা যায়?

—বুঝি যায় না তবু সহ্য না করে কোন উপায় নেই।

শিদেভ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

—কিন্তু আমি আর এখানে থাকতে পারব না। এই ঘর অভিশপ্ত, এখানে থাকলে আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব।

টেরেসা মুখ তুলে বলে।

—আর তোমায় এখানে থাকতে হবে না।

শিদেভ টেরেসার চোখ মুছিয়ে আলো জ্বালে।

সারা ঘর আলোকিত। সারা পৃথিবী যদি সারাসময় এমন আলোকিত উজ্জ্বল থাকত তাহলে ঘন অন্ধকারের জঙ্গল লোভ লালসা হিংসা বিদ্বেষ থেকে মানুষ অথবা মানুষীর হৃদয় অনেক দূরে থাকতে পারত।

শিদেভ ঐ ভাবনাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে একটু কুণ্ঠায় বলে,

—টেরেসা, তুমি তো আমার অভাব অনটন দৈন্য জান। আমার এই জীবিকায় এখনও উপার্জনের পসার হয় নি। অনেক কষ্ট করে আমায় চলতে হয়। আর, আর,

শিদেভ থমকে পড়ে, ঠিআক একটা কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে রুদ্ধ যন্ত্রণার মোচড় দিয়ে ওকে যেন স্তব্ধ করে।

—আর কি?

—আর আর, মানে, পরশু থেকে আমি আর বাড়ি যাই না, মানে পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেছি।

শিদেভ অন্তরস্থ দুঃখ আর চাপতে পারে না।

—সে কি!

টেরেসা প্রায় হতচকিত।

—হ্যাঁ টেরেসা আর পারা গেল না।

শিদেভ মুখ নীচু করে।

—এখন তাহলে থাক কোথায়? তুমি তো আমায় বল নি।

টেরেসা শিদেভের মুখ দেখে।

—একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি। অবশ্য ঐ এক ঘরেই সব, চেম্বার, শোওয়া সব। একটা খুপরি মত রান্নাঘর আছে।

—শেষে তুমি বাড়ি ছাড়লে!

টেরেসা শিদেভের চোখে চোখ রাখল।

—ইয়েস টেরেসা, বাট আই ডোণ্ট অ্যাকিউজ এনিওয়ান। আর পারলাম না সহ্য করতে, ঠিকমত টাকা আমি দিতে পারি না সংসারে, এক এক সময় অনেকদিনই দিতে পারি না। আবার হয়ত হাতে যা এল তাই দিলাম, একশ দুশ তিনশ তবুও ফ্যামিলি টরচার। তোমার কাছে তো আমি কিছুই লুকিয়ে রাখি নি, সবই তো জান। আমার ওপর কেউ সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু পরশুর আগের দিন টরচার এত চরমে উঠল যে আর পারলাম না। তাই বলছিলাম, তুমি পারবে সব কষ্ট মানিয়ে নিতে?

—মেয়েরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে যা তোমরা বুঝতে পার না।

টেরেসা শিদেভের চোখে চোখ রাখল।

—ছেলেরাও অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে যা তোমরা জানতে পার না।

শিদেভ হাসল।

টেরেসা জানলায় হেলান দিয়ে বাইরে তাকায়।

শিদেভ কয়েকবার পারচারি করে একটা সিগারেট ধরাল।

—মাঝে মাঝে আমার এত লজ্জা হয়, ভাবি যে কোথাও চলে যাই। আমি স্যুট পরে কোর্টে যাই আর আসি, অথচ ঐ স্যুটের আড়ালে আমার দারিদ্র্যে আমি ম্রিয়মান। অনেকে হয়ত ভাবে, আমার পকেটে অনেক টাকা কিন্তু এক এক সময় টাকার অভাবে আমি সারাদিন না খেয়ে থাকি সেটা কাউকে বলতে পারি না। এই আইন ব্যবসার চেয়ে চাকরি অনেক ভাল, অত্যন্ত ক্লান্তকর পরিশ্রম, অথচ না আছে ন্যায্য পারিশ্রমিক, না আছে বিশ্রামের অবসর। আমার চেয়ে ছোট ছোট কতজন কত টাকা রোজগার করছে, আর আমি খেটেই চলেছি, অপমান সয়ে যাচ্ছি কিন্তু কিছুই করতে পাচ্ছি না। আই অ্যাম স্টিল আনএসটাব্লিসড রাস্কেল।

—শিদেভ ডোণ্ট স্পিক, প্লীজ, আই ক্যাণ্ট এনডিওর দিস।

টেরেসা ফিরে তাকিয়ে শিদেভের সামনে এল, মুখ তুলে তাকাল।

—সব কিছু মানিয়ে নেব, সব কষ্ট সহ্য করতে পারব। বাট ইউ মাস্ট নট বি ডিস্‌অ্যাপয়েণ্টেড।

টেরেসা শিদেভকে আশা দেয়, ভরসা দেয়।

—ওয়েল, বাট, টেরেসা, মানে,

শিদেভ ধোঁয়া ছেড়ে মাথা চুলকিয়ে বলে।

—কিন্তু তোমাকে আর আমি চাকরি করতে দেব না।

—মাই গড। চাকরি করতে দেবে না, আই মীন, চাকরি ছাডতে হবে, তা কি করে হবে, মানে এই বাজারে!

টেরেসা আশ্চর্য হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

—ইয়েস টেরেসা।

—কিন্তু এখন মানে, চাকরি ছাড়া।

—ছাড়তে হবে। মেয়েদের চাকরি করা আমার কেমন অস্বস্তিকর লাগে। অবশ্য বাধ্য হয়ে অনেক সময় মেয়েরা চাকরি করে। তবু তোমার আর চাকরি করা চলবে না।

—কিন্তু এখন চাকরি ছাড়া এই অবস্থায়, মানে, তোমার তো এখনও সেরকম পসার হয় নি, তোমার কষ্ট কেমন করে দেখব। তাই বলছিলাম আর কিছুদিন করলে হয় না?

—না টেরেসা, তা হয় না। আমি কোর্টে চলে যাব আর তুমি চাকরি করবে, সংসারে তাহলে কাজের অসুবিধা হবে, মাধুর্যের অভাব হবে, তোমার কষ্ট হবে অনেক,

শিদেভ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলে,

তা ছাড়া আমার স্ত্রী হয়ে তুমি চাকরি করবে, ক্লান্তিতে শরীর তোমার ভেঙে পড়বে, তোমার উপার্জিত টাকায় সংসার চলবে অর্থাৎ খুব ভালভাবেই চলবে কিন্তু আমি পুরুষ হয়ে কেমন করে তা সহ্য করব। টেল মি টেরেসা, ক্যান আই? না টেরেসা, তা হয় না। হোয়াটেভার আই আর্ন, তাতেই আমাদের চালাতে হবে। হয়ত কখনও আধপেটা খেয়ে থাকতে হবে, কখনও বা না খেয়ে থাকতে হবে। অনেক অভাবই থাকবে তবু টেরেসা তোমার চাকরি করা সহ্য করতে পারব না।

—বাট ইউ সি, আই মীন, ইন দিস ডেজ অফ।

টেরেসার কথা শেষ হবার আগেই শিদেভ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,

—নো টেরেসা, নো নো, হাউ ক্যান আই টলারেট ইফ পিপল সে এনিথিং, আই মীন, ফর ইয়োর সার্ভিস আফটার ইওর ম্যারেজ। হয়তো কেউ কেউ বিদ্রূপ করবে যে আমার সংসার তোমার টাকায় চলছে, হয়তো আমাকে ঠাট্টা করবে আমি একটা অপদার্থ অকর্মণ্য, আজকাল অবশ্য মেয়েদের চাকরিতে কেউ কিছু ভাবেই না।

শিদেভের মধ্যে ব্যক্তিত্ব 'আর অর্থাভাবে অসহায়তার দ্বন্দ্ব। ঐ দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় ও যেন ছটফট করে।

—এই, ডু নট স্পীক প্লীজ, এসব কথায় আমার কষ্ট হয়, উই মাস্ট অ্যাডজাস্ট অল স্ক্যারসিটিজ।

টেরেসা জানালার সামনে সরে এল।

চাকরি ছাড়তে হবে।

সংসারে নানা অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে চলতে হবে। অথচ এই নিটোল চাকরি ছাড়তে মায়া লাগে।

চাকরি ছাড়া খুবই সহজ, একটি পলকের সময় কিন্তু চাকরি পাওয়া রীতিমত দুরূহ সাধনা।

এই চাকরি পেতেই টেরেসাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, নিজের দেশে চাকরি না পাওয়া যেতে বিদেশে এই চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছে।

অথচ এই কষ্টসঞ্চয় চাকরি যার বর্তমান পারিশ্রমিক চার অঙ্কে, ছাড়তে হবে।

টেরেসা অস্থির হয়ে ওঠে।

চাকরি করেও তো মানসিক স্থিরতা ছিল না, কেন না শিদেভকে সর্বসময়ে কাছে পাওয়া যেত না।

শিদেভের ব্যক্তিত্ব রাখতে হলে চাকরি ছাড়তে হবে, মানসিক মর্যাদা রাখতে হলে চাকরি ছাড়তে হবে।

শিদেভ ভাঙবে তবু মচকাবে না অর্থাৎ দুঃখের যন্ত্রণা সইবে তবু আর্থিক সাহায্য কারও কাছ থেকে এমন কি নিজের স্ত্রীর কাছ থেকেও অর্থাৎ বিবাহের পরে টেরেসার চাকরি করা উপার্জনও নেবে না।

স্পষ্ট করে না বললেও শিদেভ তার দারিদ্র্যের কষ্ট চেপে যন্ত্রণায় নিঙড়িয়েও চাপা অহঙ্কার ছাড়বে না।

অথচ অর্থাভাব নিদারুণ কষ্ট যা টেরেসার অতীতে লেখা।

টেরেসা অসহায়ভাবে শিদেভের চোখে চোখ রাখে।

শিদেভ সব সহ্য করতে পারে কিন্তু ওর দারিদ্রের সুযোগে ওকে আহত করা সহ্য করবে না।

দৈন্য ওর আছে কিন্তু দীনতার আনুকূল্য বা সাহায্য ও স্বীকার করবে না।

শ্রমের ওপর যেমন নিষ্ঠা আছে ঠিক তেমনি শ্রমের মূল্য পাবার বিশ্বাসও ও হারায় নি।

মূল্য একদিনে পাওয়া যায় না, মূল্য পাবার স্বীকৃতি গড়ে নিতে হবে একনিষ্ঠ লক্ষ্যে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে তিলে তিলে শ্রমনিষ্ঠায় ও বুদ্ধি বিস্তারে মূল্যের তিলোত্তমা ইমারত।

টেরেসা নিঃশ্বাস ছাড়ে।

চাকরির চেয়েও বড় শিদেভ।

শিদেভ তার কাছে সবকিছু।

ঐ চাকরিকে কেন্দ্র করে যদি ওর সঙ্গে মানসিক সংঘাত, না না তা হতে পারে না।

না, ওর স্ত্রী হয়ে চাকরি রেখে ওর আত্মমর্যাদাবোধকে অপমান করতে পারে না।

টেরেসা মনস্থির করে শিদেভের কাছে এগিয়ে এল।

—এই, ছেড়েই দেব তাহলে চাকরিটা।

—আঃ টেরেসা, আমি স্বস্তি পেলাম।

শিদেভ সিগারেটের ভগ্নাংশটুকু জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দেয়।

—আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। ভাল জামা কাপড় থাকবে না, ভাল খাবার পাব না, টেরেসা তোমার খুব কষ্ট হবে।

শিদেভ সহসা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

—না না, আমার কোন কষ্ট হবে না, তুমি এত ভাবছ কেন।

টেরেসা শিদেভের মুখোমুখি সরে এল।

—টেরেসা নিত্যপ্রয়োজীয় টুকিটাকি অনেক জিনিস থাকবে না, আসবাবপত্র থাকবে না। তবু যা পাব, দুজনে আমরা তাতেই চালিয়ে

নেব। কোন অভাব ভাবব না, আমাদের সাংসারিক অনটন দৈন্য কাউকে জানাব না, কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য নেব না, এমনকি দাদা ভাই বোন বাবা, কারও কাছে হাত পাতব না। পারবে তুমি টেরেসা শক্ত হতে, পারবে তুমি এই অনটনের কষ্ট সহ্য করতে? আমি জানি, তুমি কত সুখ আর ঐশ্বর্যের মধ্যে আছ।

শিদেভ একদৃষ্টিতে টেরেসার গভীর দুটি নীল চোখের দিকে তাকিয়ে যেন সাগরের নীল গভীরতা খোঁজে।

—নো শিদেভ, ডোণ্ট স্পীক ইট এগেইন। অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ এভরিথিং। সুখ আর ঐশ্বর্য তো আমার সেদিনের।

টেরেসা দূর অতীতে ফিরে যায়। পারিবারিক দারিদ্র্য অভাব অনটনের দুঃখ কষ্ট মনে পড়ে। সে বাড়ির বড় মেয়ে। লেখাপড়া করার সাথে সাথে তাকেও ছোট খাটো কাজ করে টাকা রোজগার করে সংসারে সাহায্য করতে হয়েছে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেয়ে এই চাকরি।

—তার আগে কত অভাব আর অনটনের মধ্যে বড় হয়েছি। তুমি তো আমার সবই জান। ফ্যামিলি টরচার, আই হ্যাড টু টলারেট অলসো। কি কষ্টের মধ্যে আমাদের দিন গেছে, নইলে নিজের দেশ ছেড়ে এত দূরে কেউ চাকরি করতে আসে।

নিজের দেশের কথা টেরেসার আবার মনে পড়ে। অতীতের অনেক স্মৃতি রোমন্থিত করে এখন তার হৃদয়।

—আই ফিল টেরেসা, নিজের দেশ ছাড়ার কষ্ট।

—কিন্তু এখন আমার কোন কষ্ট নেই।

—কেন নেই?

—তুমি যে আছ তাই তো আমার কোন কষ্ট নেই।

টেরেসা একটু লজ্জা পেল যেন।

—ইজ ইট!

শিদেভ ফিসফিস করে।

—এ্যাণ্ড ইওর ফ্যামিলি ?

—ফ্যামিলির অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল, দু ভাইয়েরই সার্ভিস হয়েছে।

টেরেসার তপ্ত নিঃশ্বাস হাওয়ায় ছড়ায়।

—সত্যি, তাহলে তাহলে আমাদেরও বর্তমানকে পরিবর্তন করতে হবে।

শিদেভ চঞ্চল হয়। দৃঢ়তায় একটা কিছু করতে, বর্তমান কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ও পায়চারি করে।

—আমি তোমার জন্য সবকিছু করতে পারব। ঐ অভিশপ্ত ঘটনার পর থেকে আমি বাঁচতে চাই নি। শুধু তাই নয়, ইফ পসিবল, আই উড হ্যাভ কমিটেড সুইসাইড কিন্তু তুমিই আমাকে ফিরিয়ে এনেছ, আমার সম্মান রেখেছ, সংগ্রাম করেছ আমার চারিত্রিক মর্যাদার মূল্য দিতে, তোমার জন্যই আমার পৃথিবী।

টেরেসার মধ্যে আবেগের চঞ্চলতা।

মনস্তাত্ত্বিক বিষণ্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে তার সুন্দর মুখ উজ্জ্বল আলোকে স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতম হয়ে সাগরের অনন্য গভীর সৌন্দর্য আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

শিদেভ মুগ্ধ, ঐ আকর্ষণে সব দুঃখ আর যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পায় যেন।

ঐ রূপের মধ্যে ডুবে গুণকে নেবে, ঐ রূপই ওর কাজে সহযোগিতা করবে, ওর অধ্যবসায় আর জীবিকাকে সহায়তা করবে।

অভাব অনটন যা কিছুই হোক টেরেসা তার অন্তর মাধুর্যের শক্তিতে ওকে পথের বাধা দূর করে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেবে।

টেরেসার চোখে চোখ রেখে শিদেভ জীবনের উৎসাহ পায়।

আর দেরী নয়।

কাল না হয় পরশু অর্থাৎ দু এক দিনের মধ্যেই একটি নির্দিষ্ট তারিখে মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে চিরায়িত যৌথ জীবনে দুজনে যাত্রা করবে।

ওরা দু জনই হবে দুজনের প্রেরণা।

কিন্তু বাড়ি, বাড়ি থেকে প্রায় বিতাড়িতই বলা যায়।

বাবা ভাই বোন ইত্যাদি থাকতেও যেন ওর কেউ নেই, ও যেন ওদের কাছে এক অপাংক্তেয় অবাঞ্ছিত।

চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসে ওর চোখ সহসা সজল।

টেরেসা ওর চোখ দেখে আশ্চর্য হয় যেন।

—কি হল তোমার, এই,

টেরেসা শিদেভের হাত ধরে।

—উঁ, ভাবছি আমার কেউ নেই, একমাত্র তোমাকেই পেলাম নিজের। আজ কতদিন হল ভাইফোঁটাও আমার কপালে জোটে না। আমার নিজের বলতে কেউ নেই। অথচ লোকে জানে আমার অনেক ভাই বোন কিন্তু আমার ওপর ওদের জন্মগত জাতক্রোধ কিন্তু কেন, আজ পর্যন্ত তার উত্তর পাইনি। আমার ক্ষমতার মধ্যে যা পেরেছি তাই করার চেষ্টা করেছি। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি বোধ হয় বাবার ছেলে নই।

শিদেভের দুটি কালো চোখ আপ্লুত।

—না না, অমন কথা বলতে নেই, আমি তো আছি, তোমার জন্য আমি আছি।

টেরেসা শিদেভকে সান্ত্বনা দেয়।

—টেরেসা, ভাইফোঁটার সময় সবাই কেমন একসঙ্গে খায়, গল্প করে ফোঁটা দেয় কিন্তু আমি তখন বোনেদের কাছ থেকে পাই শুধু অভিশাপ, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত অভিশাপ।

শিদেভ নিজেকে সামলাতে পারে না, টস টস করে জল গড়িয়ে পড়ে সহসা।

টেরেসা বিহ্বল হয়ে শিদেভকে টেনে নেয় কিন্তু চোখের জলের সঙ্গে বলতে থাকে শিদেভ,

—টেরেসা এমন দিনও গেছে যা বলা যায় না। বোন ভগ্নীপতি ভায়েরা শুক্তো ইলিশমাছ ভাজা মাংস খাচ্ছে আর আমি সেদিন

পুরোপুরি অনাহারে। কারণ চাল ডাল কেনার পয়সা পর্যন্ত ছিল না, একবার কেউ জিজ্ঞাসাও করে নি। অনেকদিন ধরেই নিজের রোজগারে খাই, বাড়ির কোন কিছু খাই না, তোমাকে আগেই বলেছি।

—ওঃ, কি নিষ্ঠুর, তুমি আমার কাছে কেন এলে না।

—আসতে পারিনি কারণ নিজের ভাইবোনের কাছেই যখন অভিশপ্ত তখন তোমার কাছে আসতে নিজের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা করে।

শিদেভের চোখ থেকে জল গাল বেয়ে গড়ায়।

—ডার্লিং, তুমি আর কেঁদনা, প্লীজ ফরগেট পাস্ট।

—কান্না যে আসে, চাপতে পারি না। ভাইফোঁটার দিনে আমার যে কি কষ্ট তা বোঝাব কেমন করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কাউকে বোনের মত যদি পেতাম, কেউ যদি আমাকে ফোঁটা দিত।

শিদেভ চোখ মোছে।

—বোনের মত অর্থাৎ সিস্টার!

—ইয়েস টেরেসা, ভগ্নি অর্থাৎ সিস্টার।

—পাবে তুমি। জেন, জেন হবে তোমার বোন, সত্যিকারের বোন, ও তোমাকে ভাইফোঁটা দেবে।

—সত্যি, সত্যি বলছ? কিন্তু জেন স্পার্ক যে রূপসী, শিক্ষিতা ধনী, ও কি আমায় ভাই বলবে?

—নিশ্চয় বলবে, ও বড় ভাল মেয়ে কিন্তু ওকে কেউ বুঝতে পারে না।

—আমাকেও তো কেউ বুঝতে পারে না।

শিদেভের ঠোঁটে হাসি ফোটে।

—আমি তো বুঝতে পেরেছি। ও তোমাকে ঠিক ভাইফোঁটা দেবে, একদিন তুমি আমি জেন কোথাও বেড়িয়ে আসব।

—সত্যি যাব!

—সত্যি যাব। অনেক দূর পাহাড়ে যা তুমি অনেকদিন আগে বলেছিলে।

—পাহাড়ে,

শিদেভ ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত,

—তাহলে দার্জিলিঙ্ কিংবা সিমলা কিংবা কাশ্মীর। তবে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে দার্জিলিঙের টাইগার হিল থেকে সানরাইজ দেখা, সত্যিই অপূর্ব যার কোন তুলনা নেই।

—দার্জিলিঙের টাইগার হিল থেকে সানরাইজ আমি দেখেছি। ঐ অপূর্ব দৃশ্য, ঐ নানা রঙের বিন্যাস দেখে মনে হয়েছে, দ্য সোল অফ ম্যান অর ওম্যান হ্যাজ বীন মিঙ্গল্ড অ্যালংগ উইথ দ্য স্পিরিট অফ দ্য গ্রেটেস্ট আর্কিটেক্ট অফ দিস ইউনিভার্স,

টেরেসা সব যন্ত্রণা ভুলে যেন দার্শনিকের মত আবেগ প্রবণা হয়।

—ইউ আর রিয়ালি কারেক্ট টেরেসা। বাই দ্যাট স্পিরিট অফ বিউটি, ইট অ্যাপিয়ার্ড টু মি দ্যাট আই অ্যাম নট এ স্ট্যাণ্ড বাই 'বাট টু স্ট্যাণ্ড অন টু ইনফ্রেম দ্য ক্যানডিড ক্যাণ্ডল অফ লাইট এগেইনস্ট দ্য ডার্কনেস অফ অল অড্স।

শিদেভ যেন জীবনের সর্বপ্রকার জটিল যন্ত্রণার বিরুদ্ধে উজ্জ্বলতম আলোকিত ইসারায় শক্তিময় চেতনায় উদ্দীপিত হয়।

—সো ইট্স বেটার টু সিংগ এ সংগ টু দ্যাট প্লেস অফ বিউটি, আই মীন টু ওয়েভ আওয়ার আইজ,

টেরেসার কণ্ঠস্বর সুরায়িত হয়ে চোখ দুটিও ঐ সৌন্দর্য তরঙ্গের মত তরঙ্গায়িত।

—তাহলে বলছ টু হ্যাভ স্ট্রাইডস্ ফর দার্জিলিঙ,

শিদেভ টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য স্মরণ করে।

—বেশত সেখানেই যাওয়া যাবে।

—কিন্তু ট্রেনে যাব না।

—তাহলে কি প্লেনে?

টেরেসা শিদেভের চোখে চোখ রাখল।

—হ্যাঁ প্লেনে। ট্রেনে আজকাল যা ছিনতাই ডাকাতি হচ্ছে তাতে ইচ্ছে থাকলেও ট্রেনে যাওয়া যায়না।

—যাচ্ছেও ত লোক।

—তা যাচ্ছে। উপায় না থাকলে আর কি করবে। জীবন বিপন্ন করেই যাচ্ছে।

—কিন্তু প্লেনও ত ছেনতাই হচ্ছে।

—হ্যাঁ তাও হচ্ছে। কোন পথই নিরুপদ্রব বা নিশ্চিন্ত নয়,

শিদেভ বাইরে তাকাল।

বাইরে ছায়ান্ধকারে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলছে। অনেক দূর অন্ধকার আকাশে আলোর চুমকির মত মনে হয়।

—জীবনটাই কি নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত।

—তা ঠিক বলেছ।

—দেখলে ত আমার ওপর দিয়ে হঠাৎ কি বিরাট ঝড় বয়ে গেল। এটা কি আমি ভাবতে পেরেছিলাম না তুমি ভাবতে পেরেছিলে।

—ঝড়ই বটে।

—তুমি না থাকলে কি যে হত।

—কিচ্ছু হতনা। তুমি নির্দোষ পবিত্র, তুমি ঠিক খাঁটি বিচারই পেতে। যা এখন পেয়েছ।

—তুমি ছিলে বলেই পেয়েছি।

—পেতেই হবে তাই পেয়েছ।

শিদেভ কথাটায় জোর দিয়ে হাসল।

—উকিলবাবু অনেক লেকচার দিলে। এখনই এই মুহূর্তেই ঠিক কর কোথায় যাবে। ইমিডিয়েটলিই যাব অর্থাৎ সাতদিনের মধ্যেই, সঙ্গে জেনকে নিয়ে যাব।

—আমাকে উকিলবাবু বলবে না। এটা শুনতে আমার কেমন যেন খারাপ লাগে, বিশ্রী লাগে।

শিদেভ এখন একটু রেগে যায়।

—উকিলকে উকিল বলব না,

—টেরেসা কোনরকমে হাসি চেপে শিদেভকে খ্যাপাতে চাইল।

—না বলবে না।

—তাহলে কি টুকিল বলব ?

টেরেসা আবার হাসি চাপে।

—হোয়াট ! টুকিল মানে কি ? আমি টুকে পাশ করেছি বলতে চাও,

শিদেভ চটে যায়।

—কি মুস্কিল, চটছ কেন, আমি কি তাই বলেছি। লোকে উকিল বলে তাই মানে,

টেরেসা হাসি চেপে কপালে কয়েকগাছা উড়ে আসা চুল সরায়।

—লোকে কি বলে না বলে জানার দরকার নেই আমার, তুমি আমাকে কখনও উকিলবাবু বলবে না।

শিদেভ হঠাৎ প্রবীণ আইনবিদের মত মুখে গাম্ভীর্য আনে।

—আচ্ছা আর বলবনা, হয়েছে ত,

টেরেসা হাসল।

—এখন বল কোথায় যাবে।

—আগেই বলেছি সাতদিনের মধ্যে যাব।

—তা এত তাড়াতাড়ি কেন ?

—মানে,

টেরেসা সহসা লজ্জায় চোখ নামায়।

—মানে কি ?

শিদেভ টেরেসার মাথায় একটা টোকা দিল।

—মানে, না থাক বলব না, বলতে লজ্জা করছে।

টেরেসা অনেকদূর অন্ধকার বিস্তৃত আকাশে হাজার হাজার আলোকিত নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবে, ঐসব নক্ষত্রেরা যেন অন্ধকার

আকাশের জীবনে অনন্তকাল ধরে চিরকালীন শোভিত সুরনিষ্ঠ হাজার হাজার হানিমুন।

—কই কথাটা বললে না ত,

শিদেভ টেরেসার অসমাপ্ত কথাটা জানতে তাড়া দেয়।

—বলব, আচ্ছা বলি, মানে,

টেরেসা শিদেভের চোখ দেখে ফিসফিস করে বলে,

—মানে হানিমুন।

কথাটা বলেই টেরেসা লজ্জায় ঐ হাজার হাজার নক্ষত্রের দিকে নিজের নক্ষত্রায়িত দুটি চোখ রাখে।

—সত্যি !

শিদেভ খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে টেরেসার চারপাশে একবার ঘুরে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

—সত্যি,

টেরেসা চোখের ডানা বিস্তৃত করে মৃদু হাসল।

—ও হানিমুন হানিমুন কাম টু মি, লেট্‌স হ্যাভ ইউ ইন দ্য ওয়েভস অফ সী, ও ইউ টেরেসা প্লীজ কিস মি,

শিদেভ গুণগুণ করে।

—ধ্যেৎ অসভ্য কোথাকার,

টেরেসা খুশী হয়ে মুখ নীচু করে হাসল।

—এখন বল কোথায় যাবে ?

—অলরেডি এ মিউজিক স্মাইল ইন দ্য ওয়েভস অফ সী অর্থাৎ সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে তার বুকের ওপর দিয়ে সেই অচেনা দ্বীপে যাওয়া যাক। নীল জলের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে জাহাজে যাব, প্লেনে ফিরে আসব নীল আকাশে কখনও মেঘ চিরেচিরে উড়ে উড়ে।

—সেটা কোথায় ?

টেরেসা উৎসুক হয়ে তাকাল।

—কেন তুমি নিজেই ত বলেছিলে 'ঘর বাঁধব অচেনা সেই দ্বীপে'।

—ও বুঝেছি,

টেরেসা হো হো করে হাসল।

—অর্থাৎ মহাসাগরের মাঝে সেই দ্বীপপুঞ্জ।

—হ্যাঁ। শুনেছি জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর। কোথাও সমুদ্র দ্বীপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে একটা হ্রদের মত। কোথাও পাহাড় আর অরণ্য গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এসে সমুদ্রের বুকে মিলে গিয়েছে। জায়গাটা পাহাড়ী, উঁচু নীচু রাস্তা। কোথাও শুধু নারিকেল গাছের অরণ্য। কোথাও সমতল জায়গা চারপাশে পাহাড় ঘেরা, অনেকটা উপত্যকার মত, সেখানে ধানক্ষেত।

—তুমি শুনেছ?

—শুনেছি বলেই ত বললাম, আরও শুনেছি ওখানে একটা দ্বীপের নাম টেরেসা আইল্যাণ্ড।

—যাঃ আমার নামে আবার একটা আইল্যাণ্ড আছে নাকি?

—আছে গো আছে হে সুন্দরী বিদেশিনী, তোমারে আমি শুধু চিনি।

শিদেভ টেরেসার গালে আঙুল দিয়ে টোকা দিল।

—ফাজলামো করনা। সত্যি আছে?

—সত্যি আছে। জাহাজের অফিসে খবর নিয়ে জানতে পার।

—আচ্ছা আমি কালই খবর নেব। শুধু খবর নেওয়া নয়, একেবারে জাহাজের সেলুন ক্লাসের তিনটে বার্থ রিজার্ভেসন করে ওখান থেকে ফিরে আসার এয়ার টিকেটও কনফার্ম করে আসব,

টেরেসা শাড়ির আঁচল পাকিয়ে বলে।

—কালকেই টিকেট কাটবে?

—ইয়েস টুমরো মাস্ট।

—তা টিকিট কাটার সময় আমি তোমার সঙ্গে থাকব,

শিদেভ মাথা চুলকিয়ে বলল।

—নিশ্চয় থাকবে আর পারিত জেনকেও সঙ্গে নিয়ে যাব,

টেরেসা মৃদু হাসল।

—কালকে জেন আসলে ওকে খুব রাগাব।

—পারত রাগিও তবে ও রাগবে না,

টেরেসা আবার হাসল।

—আর একটা কথা। ঐ টেরেসা আইল্যাণ্ডে আজ পর্যন্ত কেউ জীবন্ত পৌঁছতে পারেনি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। খুব কঠিন দুর্গম পথ।

—সত্যি ?

—সত্যি।

জাহাজ থেকে নেমে সরু ক্যানো ডোঙায় তিন কিলোমিটার সাগর ঢেউ পার হয়ে তীরে পৌঁছান কিন্তু আইল্যাণ্ডের চূড়ায় ওঠা যায় না।

—সত্যি বলছ !

টেরেসা তাকাল।

—সত্যি বলছি।

—কেউ ঐ চূড়ায় যেতে পারে নি ?

—কেউ পারে নি। শুধু একজন মাত্র পেরেছে।

—কে সে ?

—সে একমাত্র শিদেভ কাঞ্জীলাল।

শিদেভের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

— ইয়ারকি মেরনা,

টেরেসা দারুণ খুশী হয়ে শিদেভের পিঠে আদরের চিমটি কাটে।

—আবার চিমটি কাটছ কেন,

শিদেভ উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকাল।

টেরেসা শিদেভের চোখে চোখ রাখল।

তার ঠোঁট কাঁপছে, হৃদয়ের গাঢ় আবেগ রেখান্বিত মৃদু হাসি হয়ে ঘন আদরে মিশে যেতে চাইছে।

গাছের পাতার মত চোখের পাতা হাওয়ায় আন্দোলিত, চোখের টানা বিস্তৃতি মর্মরিত প্রিয়নিষ্ঠ হতে চাইছে।

শিদেভ আদরে আদরে টেরেসার দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গ ক্লান্ত যন্ত্রণা ঢেকে দিতে চেয়ে, নিজেও ওর দৃঢ় সংগ্রামের দিনগুলোর একঘেয়ে কণ্টকময় যন্ত্রণা, পারিবারিক দুঃখ লাঞ্ছনা অশান্তি, নিঃসঙ্গ মানসিক অস্বস্তি থেকে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা চায়।

—টেরেসা।

শিদেভ দু হাত প্রসারিত করে।

—উঁ।

টেরেসাও আদরের সুরে শিদেভের মুখোমুখি।

—এই, একটা রিকোয়েস্ট আছে।

—বল।

টেরেসা শিদেভের সামনে আরও এগিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখে।

—অনেকদিন খাই না, আজকে অনুমতি দাও। মানে কথা দিয়েছি যখন তোমাকে না জানিয়ে, তাই।

—কি খাও না?

—মানে,

শিদেভ মাথা চুলকোল।

—মানে কি, স্পষ্ট করে বল,

টেরেসা শিদেভের আঙুল নিজের আঙুলে জড়ায়।

—ঐ একটু ড্রিংক,

শিদেভ চোখ ফেরায়।

—আবার ঐ ড্রিঙ্ক।

—এই প্লীজ, আজকের মত একটুখানি।

শিদেভ যেন শিশুর মত আবদার করে, চোখে অনুনয়।

—বেশ কিন্তু বেশী না। খেয়ে দুষ্টুমি কোরো না।

—খেয়ে আমি কোনদিনও দুষ্টুমি করিনি।

—না তা করনি, স্বীকার করি।

—তাহলে?

—তাহলে আর কি, পারমিশন দিলাম,

টেরেসা ওর কাঁধে চাপ দিয়ে মৃদু হাসল।

—তথাস্তু।

শিদেভ টেরেসাকে জড়িয়ে ধরে, টেরেসাও দু হাত দিয়ে ওর গলা বেষ্টন করে।

—টেরেসা, টুমরো ইজ দ্য বেস্ট নাইট ফর আওয়ার গ্রেট ইউনিটি, আই মীন, ম্যারেজ।

হাওয়ায় আন্দোলিত ফিসফিস শব্দ হাওয়ায় আন্দোলিত টেরেসার চুলের স্পর্শে শরীরে শরীরে ঘর্ষণ তপ্ততায় শিদেভ টেরেসার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ায়। ওরা দুজনেই দুজনের চোখের পাতায় কপালে গালে বুকে ঠোঁট ছুঁইয়ে প্রথম হৃদয়ের ধর্ম থেকে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্মে আবিষ্ট। সুখস্পর্শের আদরিত মাদকতায় ওরা আরও নিবিড় গভীর করে আলিঙ্গনে স্নেহসিক্ত চুম্বনে সুখের অতলে ডুবে আনন্দের স্বপ্নিমুখর জীবন্ত শিল্পীত ছবি হয়ে ওঠে।

শেষ